যাওয়া আসার পথে পথে
৬ এর পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ০২ শ্রাবণ – ০৮ শ্রাবণ, ১৪৩২ ঃ ১৯ জুলাই – ২৫ জুলাই, ২০২৫
Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 38, 19 July - 25 July, 2025
৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

## দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

**শনিবার :** প্রাথমিক টেট–এ ভুল প্রশ্নের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে

নতুন কমিটি গড়ে দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দেবে এই কমিটি। কমিটিতে থাকবেন যাদবপুর, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রতিনিধি।

**রবিবার :** আরজি কর, কসবার পর ধর্ষণে অভিযুক্ত হল জোকার

কলকাতা আইআইএম। দ্বিতীয় বর্ষের এক পড়ুয়া তার হোস্টেলে তারই কাউন্সিলিং করতে আসা এক তরুণীকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

**সোমবার :** আদালতের নির্দেশে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগে পরীক্ষা

নিতে চলেছে এসএসসি। এক বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন পত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা ৭ দিন বাড়িয়ে ১৪ জুলাই থেকে করা হল ২১ জুলাই। ইতিমধ্যে সাড়ে ৪ লাখের বেশি আবেদন পত্র জমা পড়েছে বলে জানিয়েছে এস এস সি।

**মঙ্গলবার :** ২০২৩ সালের ১১ মে বসিরহাট আদালতের

বিচারককে হেনস্থার ঘটনায় বিচারকের অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্য বা কাউন্সিল কি ব্যবস্থা নিয়েছে কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে বলেছে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

**বুধবার :** মহাকাশ কেন্দ্রে ১৮ দিন কাটিয়ে বিশ্ববাসীকে স্বস্তি

দিয়ে বেলা ৩ টে বেজে ১ মিনিটে পৃথিবীতে পা রাখলেন শুভাংশু শুক্লরা। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সেরে ফিরে শুভাংশু ভারতের গগনযান অভিযানকে সার্থক করবেন বলে আশা।

**বৃহস্পতিবার:** আগের রায় বজায় রেখে সুপ্রীম কোর্টে চিহ্নিত

অযোগ্যদের নিয়োগ পরীক্ষার বাইরেই রাখলো হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। তবে বিরুদ্ধ আপত্তি খারিজ করে বহাল থাকলো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি।

**শুক্রবার:** শেষ পর্যন্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভোট এবং

পরিচালন সমিতি গঠনে হস্তক্ষেপ করতে হল কলকাতা হাইকোর্টকে। ছাত্র ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা নিয়ে রাজ্যের অবস্থান দুঃসপ্তাহের মধ্যে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

# ধারাবাহিক ব্যর্থতার শিকার বাংলা

**ওঙ্কার মিত্র**

স্বাধীনতা অর্জনের রাতে ব্রিটিশরা দাঙ্গাক্লিষ্ট, বিভক্ত যে বাংলাকে ভারতের মধ্যে রেখে গেল তাকে টেনে তুলে প্রথম সারিতে বসাবার মত একজন শাসককেও পাওয়া গেল না স্বাধীনতার পর। পরাধীন ভারতের যেসব বাঙালি রাজনীতিক আমাদের হৃদয় জুড়ে আজও বাস করছেন তাঁদের এক এবং একমাত্র মূলধন ছিল জাতীয়তাবোধ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা। তাঁদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ, কপটতা, ছলচাতুরী এতটাই কম ছিল যে তাঁরা মনীষীদের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। স্বাধীন বাংলায় তাঁরা উধাও। কোনো রাজনীতিক শিরদাঁড়া সোজা করে বলতে পারলেন না দেখ, শরণার্থী সমস্যায় জর্জরিত,অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু, ক্ষয়িষ্ণু শিল্পহীন বাংলাকে আমি ভারতের মডেল করে তুলেছি। তার বদলে আমরা রাজনৈতিক হানাহানি, স্বজনপোষণ, দুর্নীতিগ্রস্থ, সম্প্রীতিহীন, ঋণজর্জর, শিল্প–কর্মসংস্থানের মরুভূমি, অপসাংস্কৃতিক, আশঙ্কিত শিক্ষা–স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এক ৭৮ বছরের ইতিহাস গড়ে

তুললাম। স্বাধীনতার পরে প্রশাসনের দায়িত্ব পেয়েছিলেন দেশীয় রাজনীতিক ও আমলারা। কিন্তু বাংলায় তাঁদের ব্যর্থতা বাংলাকে কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে দিল না। উল্টে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক রাজনীতিকরণ হয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বড় বড় উৎপাদন শিল্প বাংলা ছেড়েছে। কাজের জন্য বাঙালির হাহাকার বেড়েছে। অর্থনীতি ক্রমশঃ দুর্বল হয়েছে। তবু বাঙালি কিন্তু অস্থিরতায় বিশ্বাস করেনি। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাতেই বারবার আস্থা রেখেছে। প্রত্যেকটা পরিবর্তনের সময় সমর্থন উজাড় করে দিয়েছে। কিন্তু তবু শিকে ছেঁড়েনি। অধরাই রয়ে গিয়েছে সুশাসন। কেউ এসে জনজীবন অস্থির করেছে, খাদ্য সংকট ঘটিয়েছে। কেউ আন্দোলন দমনের নামে প্রজন্ম খতম করেছে। কেউ আবার শ্রমিক দরদের দোহাই দিয়ে শিল্প তাড়িয়েছে, আধুনিক শিক্ষায় কোপ মেরেছে। কেউ দুর্নীতিতে ভরিয়ে দিয়েছে, আইন শৃঙ্খলা জলাঞ্জলি দিয়েছে। শিক্ষা নিয়োগের দুর্নীতি, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক দাদাগিরি বাংলাকে চরম লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। বঙ্গবাসী এখন আস্থা হারিয়ে বেসরকারি ব্যবস্থার দ্বারস্থ।

ব্যর্থতা এখন এতটাই গভীরে যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নানা সামাজিক প্রকল্প চালু করেও তাকে সামলাতে পারছেন না।

এরপর পাঁচের পাতায়

# দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী

# বিকশিত বাংলা মোদির গ্যারান্টি

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ১৮ জুলাই দুর্গাপুরে প্রথমে সরকারি একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৫৪০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পের মধ্যে আছে পাইপলাইন বাহিত গ্যাস, সড়কপথ ও নতুন রেলপথ নির্মাণ এবং নতুন ট্রেন যা পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ। তারপর তিনি একটি বিজেপির জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত হন। এই জনসভায় মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে যুবক যুবতীদের উচ্ছ্বাস সকলকে অবাক করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন তাঁর বক্তব্যে প্রথমে বাংলা ভাষায় বলেন, 'বড়রা আমার প্রণাম নেবেন ছোটরা ভালোবাসা।' তারপর মা কালী এবং মা দুর্গার নামে জয়ধ্বনি দেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'একসময় এই পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর ছিল শিল্প বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। কিন্তু তৃণমূলের আমলে এখানে সবই ভেঙে পড়েছে। নতুন নতুন কলকারখানা খোলা তো দূরের কথা, যে সমস্ত কলকারখানা চলছিল সেখানেও তালা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের যুবকরা রাজ্যে কাজ না পেয়ে ছোটখাটো কাজের জন্য অন্য রাজ্যে পাড়ি জমাচ্ছেন। এখানে যে বিকাশ হচ্ছে না তার জন্য দায়ী তৃণমূল কংগ্রেস মাঝখানে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বিজেপি সরকার যদি পশ্চিমবঙ্গে আসে তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই টপ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রাজ্যে পরিণত হবে পশ্চিম বাংলা। পাশের রাজ্য আসাম ত্রিপুরা এবং উড়িষ্যায় বিকাশ শুরু হয়েছে খুব দ্রুত। পশ্চিমবঙ্গে যদি বিজেপি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে পুরানো গৌরব ফিরে আসবে বাংলার।' তিনি বলেন, 'বিকশিত বাংলা মোদির গ্যারান্টি। বিজেপির সংকল্প।' এদিন সম্প্রতি রাজ্যে ঘটে যাওয়া নানা দুর্নীতি এবং হিংসার ঘটনাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'মুর্শিদাবাদের মত জায়গায় ছোটখাটো ঘটনায় দাঙ্গা বেঁধে যায়। পুলিশ এখানে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে না। নতুন কোন শিল্পের জন্য বিনিয়োগ আসছে না কারণ এখানে টিএমসির গুন্ডা ট্যাক্স চালু আছে। প্রাথমিক এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও শাসকদলের দুর্নীতির কারণে হাজার হাজার শিক্ষক–শিক্ষিকারা চাকরি হারিয়েছেন। এমনকি লক্ষ লক্ষ ছাত্র–ছাত্রীরা শিক্ষক–শিক্ষিকার অভাবে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছে।' তিনি বলেন, এখানে একজন ডাক্তার ছাত্রী তার শিক্ষালয়েও সুরক্ষিত নয়। সম্প্রতি একটি কলেজে আরেক ছাত্রী হিংসার শিকার হয়েছেন। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা সব শাসকদলের অনুগত।' তিনি বলেন, 'মানুষ আসল পরিবর্তন চাইছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর মানুষ অনুপ্রবেশ করে এদেশের ভোটার হয়ে গিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা মোদির গ্যারান্টি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শেই বিজেপি পার্টির সৃষ্টি। তাঁর জন্মস্থান পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে বিকশিত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবই।'

# সমস্যায় জেরবার পূজালী পাঠাগার

**কুনাল মালিক**

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বজবজ বিধানসভার মধ্যে অবস্থিত সরকার অনুমোদিত রথতলায় পূজালী সাধারণ পাঠাগার, যে গ্রন্থাগারটি ১৯৫০ সালে স্থাপিত হয়। প্রায় ১০ দীর্ঘদিন কোন কমিটি না থাকায় নানা পরিকাঠামোগত সমস্যায় ভুগছে এই গ্রন্থাগারটি। বিশেষ করে গ্রন্থাগারের ঢোকার গেটটি ভাঙ্গা থাকায় টয়লেটের যে জায়গা আছে সেখানে একপ্রকার গণপ্রস্রাবাগার হয়ে উঠেছে। কারণ বাজারের লোকজনও সেখানে প্রস্রাব

বছর হল এই পাঠাগারে কোন কমিটি নেই। প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন পার্থসারথি মাজী। দীর্ঘদিন কোন স্থায়ী লাইব্রেরিয়ানও ছিল না। গত মার্চ মাসে এই গ্রন্থাগারে একজন লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ করা হয়েছে যার নাম কার্তিক ঘোষ। করে এবং যার দুর্গন্ধে এলাকাবাসী অত্যন্ত বিরক্ত। সেই সঙ্গে আছে পানীয় জলের সমস্যা। গ্রন্থাগারটি যেখানে অবস্থান করছে, জায়গাটি নিচু হওয়ায় একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। **ছবি : অরুণ লোধ**

এরপর পাঁচের পাতায়

# বিএলসি পাস না পাওয়ায় ক্ষোভ মৎস্যজীবিদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি,কুলতলি:** ১ জুলাই শুরু হয়েছে সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরার মরশুম। কিন্তু তারপর দুই সপ্তাহ হয়ে গেলেও মৎস্যজীবীরা এখনো হাতে পাননি বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট (বিএলসি)। তাই বাধ্য হয়ে পেটের তাগিদে বিনা লাইসেন্সেই লুকিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ছেন সুন্দরবনের অনেক মৎস্যজীবী। কবে মিলবে বিএলসি, সেই প্রশ্ন ক্রমশ তীব্র হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। সপ্তাহ খানেক আগে অরন্যভবনে রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার উপস্থিতিতে বিএলসি ও অন্যান্য ইস্যু নিয়ে বৈঠক হয়েছিল। সেখানে মৎস্যজীবী সংগঠন গুলি বিভিন্ন দাবিদাওয়া গুলো পেশ করেছিল। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের এক আধিকারিক বলেন, 'বৈঠকের কথা মত লাইসেন্স নিয়ে নির্দিষ্ট একটি অর্ডার আসবে। তার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি। সেই নির্দেশ আসার আগে বিএলসি ইস্যু করা যাচ্ছে না।'

এরপর পাঁচের পাতায়

## পেট্রাপোল স্থল বন্দর

# সীমান্ত বানিজ্য বন্ধ হাহাকার কাজের

**তৃপ্তি রায়চৌধুরী :** উত্তর ২৪পরগনার বনগাঁ পেট্রাপোল হল এশিয়ার বৃহত্তম স্থল বন্দর। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে এই বন্দর যোগাযোগ ও বানিজ্যের

উপরই বেশি নির্ভরশীল।একাধিক আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে এই দুই দেশের মধ্যে। তবে অন্যান্য স্থল বন্দরের থেকে পেট্রাপোল স্থল বন্দরই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু চলতি বছরের জুনের শেষে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে সেই বানিজ্যেই চাপানো হল বড় নিষেধাজ্ঞা। ইউনুস সরকার ভারত থেকে সুতো আমদানি বন্ধের পর ভারত সরকারও বাংলাদেশ থেকে পাটজাত দ্রব্য আমদানির উপর নিয়ন্ত্রন জারি করে। যার মধ্যে রয়েছে কাঁচা পাট, পাটের রোল, পাটের সুতো, ফ্লেক্স কাপড় ও বিশেষ ধরনের কাপড় সহ ৯ টি পণ্য। ভারত –বাংলাদেশ স্থল বন্দর দিয়ে এই পণ্য গুলি আর আমদানি কারা যাবেনা। তবে এগুলি মুম্বাইয়ের নভ সেভা বন্দর দিয়ে জলপথে আমদানির ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

# কাটোয়ায় ভয়াবহ ভাঙন

**দেবাশিস রায়**

ভাগীরথী নদীর ভয়াবহ ভাঙনে আতঙ্কিত পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার সীমান্তবর্তী নদীর ভাঙন শুরু হয়েছে। কৃষিজমি থেকে শুরু করে গাছপালা, চালঘর, পাকা রাস্তার একাংশ ইতিমধ্যেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সর্বগ্রাসী

বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। কাটোয়া বিধানসভার অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্ত চরকবিরাজপুর, চরকালিকাপুর এলাকায় কয়েকদিন আগে ভাগীরথী উত্তাল ভাগীরথী প্রতিমুহূর্তে পাড় ভেঙে একটু একটু করে বাঁধের দিকে এগিয়ে আসছে। এই মুহূর্তে প্রায় ১০০ মিটার এলাকাজুড়ে ভাঙন অব্যাহত।

এরপর পাঁচের পাতায়

# চেষ্টা বিফলে, বিপন্ন গঙ্গাসাগর

**সৌরভ নস্কর**

শেষ রক্ষা আর হল না। নদীগর্ভে তলিয়ে গেল ইলেকট্রিক পোস্ট। এবং আস্ত ইটের রাস্তা। একটু একটু করে সমুদ্রে গর্ভে বিলীন হতে বসেছে গঙ্গাসাগর। কপিলমুনি মন্দিরের সামনের নদী বাঁধ একটু একটু করে ভেঙে গিয়ে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক নিম্নচাপের বঙ্গোপসাগর উত্তাল হওয়ায় দৈত্যাকার ঢেউয়ের ধাক্কায় দুর্বল হয়ে গিয়েছে মাটির নদী বাঁধ। ১৬ জুলাই সকালে জোয়ারের জলের তোড়ে মন্দির প্রাঙ্গণের সামনে ১ নম্বর স্নান ঘাট থেকে শ্মশান পর্যন্ত প্রায় হাফ কিলোমিটার ইটের রাস্তা ভেঙ্গে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। বড়

বড় ইলেকট্রিক পোস্ট ভেঙ্গে পড়েছে। আতঙ্কে নিরাপদ আশ্রয় সরে গিয়েছেন এলাকাবাসীরা। কপিলমুনি মন্দির প্রাঙ্গণ এর সামনে সমুদ্র ভাঙন রোধ করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেচ মন্ত্রী, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী নতুন প্রযুক্তিতে বাঁধ নির্মাণের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেই সব পদক্ষেপ কার্যত বিফলে গিয়েছে। নদীগর্ভে বিলীন হতে বসেছে গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরের প্রাঙ্গণ। আশঙ্কা এরকম চলতে থাকলে আর কয়েক বছরের মধ্যেই কপিলমুনি মন্দির নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

# ঘুম ছুটেছে হিংলো ভাঙনে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** হিংলো ও ব্রাহ্মনী নদীর ভাঙনে আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে বীরভূম জেলার বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের। ব্রাহ্মনী নদীর বাধ ভেঙে নলহাটি ১নং ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে জল ঢুকছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলে, নদীতে যখন জল থাকে না তখন কিছু ব্যক্তি নদী থেকে মাটি, বালি তুলে বিক্রি করে। প্রশাসনকে লিখিতভাবে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। জলের তোড়ে ১৫ জুলাই বিকালে রামপুর গ্রাম সংলগ্ন নদীর পাড়ের প্রায় ১০–১৫ ফুট অংশ ভেঙ্গে পড়ে। এলাকায় গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং। দুবরাজপুর ব্লকের লোবা গ্রামপঞ্চায়েতের জোপলাই, দেবীচর, পলাশডাঙ্গা, দেবীপুর চর এলাকায় হিংলো নদীর ভাঙন চাষযোগ্য জমি, বসতবাড়ী, রাস্তাঘাট গ্রাস করে নিচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

# বলদেঘাটা নদী সংস্কার হলে উপকৃত হবে দুপারের মানুষ

**একসময় নদিয়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ইছামতী, যমুনা, বিদ্যাধরী, লাবণ্যময়ী প্রভৃতি নদী তাদের শাখা–প্রশাখা নিয়ে যেমন বহমান ছিল, তেমনই আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে তাদের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের এখন অবস্থা কেমন? ধারাবাহিক প্রতিবেদনে সে কথাই জানাচ্ছেন কল্যাণ রায়চৌধুরী**

বহু নদীই আজ সংস্কারের অভাবে খালে পরিণত হয়েছে। কোথাও বা তার চিহ্নটুকুও নেই। বলদেঘাটা নদীও তাই। বেশি বর্ষা হলেই তার দুই পাশের জমির উপর ঘরবাড়ি প্রতিবারই ডুবে যায়। এমনকি গোবরডাঙা থেকে পাঁচপোতা যাওয়ার রাস্তার উপর যে বলদেঘাটা ব্রীজ তৈরি হয়েছে, সেই ব্রীজের দুই পাশে হাঁটুর উপর জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় অনেক সময় বাস, অটো, টোটো, ইত্যাদি যানবাহন পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের সেই নিদারুন দুর্দশার প্রতি কারোও নজর নেই।

এ ব্যাপারে স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, 'পূর্বের বাম সরকারের আমলে এই নদীর কোনো সংস্কার হয়নি। বর্তমান সরকারেরও কোনো হেলদোল নেই। বর্তমানে মাটি কাটার জন্য সরকারের যে টাকা ব্যয় হয়, সেই টাকা দিয়ে বলদেঘাটা নদীর (বর্তমানে খাল) পলি কেটে যদি নদীর স্বাভাবিক গতিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এলাকার মানুষ উপকৃত হবে। একদিকে যেমন চাষাবাদের সুবিধা হবে তেমনই রাতবিরেতে মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে।' নিত্যযাত্রী ধীরাজ রায় জানান, 'যানবাহন বন্ধ হয়ে গেলে

আমাদের যাতায়াতের জন্য নানা দুর্ভোগ পোহাতে হয়।'

বলদেঘাটা নদীর উৎসমুখ বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের চারঘাটের কাছে যমুনা নদী। সেখান থেকে নিমতলা, কাঁচদহ, গাজনা, উত্তর বিষ্ণুপুর, মানিকক্ষীরা, ভাদুরিয়া, রামচন্দ্রপুর, বেলেডাঙা, ডুমা হয়ে ডুমার বাঁওড়ের মাধ্যমে বর্তমানে ইছামতীর সংযোগে গাইঘাটার কাছে মিশেছে। মোট দৈর্ঘ্য ১৯ কিলোমিটার। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার একটি বিলুপ্ত নদী বলদেঘাটা। একে যমুনার শাখা ও ইছামতীর উপনদীও বলা চলে। তবে পলি জমার ফলে উৎস মুখে যমুনা নদী থেকে বলদেঘাটার জলস্তর একটু উপরে। অর্থাৎ জোয়ারের জল যমুনার ১ ফুট উপরে উঠলে তবেই বলদেঘাটার উৎস মুখে জল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু যমুনাই এখন সংস্কারের অভাব প্রায় জলশূণ্য, যাকে মৃত যমুনা নদী বললেও অত্যুক্তি হবেনা।

আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় জানান যে, 'গত ২০০২ সালে গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট মৃতপ্রায় নদীপথে সমীক্ষা করে। এই সংগঠনের সভাপতি দীপক কুমার দাঁ সমীক্ষার ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, গাজনার বাঁওড় একটি প্রসিদ্ধ জায়গা। এখান থেকে আরো একটি নদীর উৎপত্তি হয়েছিল বলে শোনা যায়। যার নাম চালুন্দে বা চালুন্দিয়া। এই চালুন্দিয়া নদী মধুসূদন কাটি–খাঁটুরা–গৈপুর–ইছাপুর হয়ে বায়সার বিল গাইঘাটার কাছে যমুনায় মিশেছিল। মাঝে মধ্যে কিছু শাখা খাল ছিল।' বাসুদেববাবু এও বলেন, গাজনার বাঁওড় বর্ষার ৩–৪ মাস (জুলাই–সেপ্টেম্বর) জলের তলায় থাকে। এজন্য আমন ধান চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এলাকায় ২৫০ ঘর মৎস্যজীবী, পাড়ুই, বাগদিদের বসবাস। নদীতে জল নেই, মাছ নেই। তাই এরাও মৃত্যুশয্যায় দিনাতিপাত করছে। অসম্ভব দারিদ্র্যে মুমূর্ষু প্রায়। তাই বলদেঘাটা নদীকে যদি সংস্কার করা হয়, তাহলে এইসব মরণাপন্ন মানুষেরা বাঁচার রসদ পাবে। এছাড়া জলের সংকট থেকেও মানুষ অনেকাংশে মুক্তি লাভ করবে।

## অর্থনীতি

# বাজার কোম্পানির রেজাল্ট অনুসরণ করে চলছে

**সঞ্জয় দত্ত**
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত লেখায় আমরা বলেছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৫০০০ থেকে ২৬০০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। আজ যখন এই লেখা লিখছি তখন বাজার ২৫১৫০ কাজেই নিশ্চিতভাবে আমাদের লেভেল যেটা দেওয়া হয়েছিল তার মান্যতা দেখা গিয়েছে। তবে গত সপ্তাহে যেমন মনে হয়েছিল যে বাজার সর্বকালীন উঁচু দাম ছোঁয়ার অপেক্ষা করছে তবে এই সপ্তাহে এখনো পর্যন্ত সেটা পরিলক্ষিত হয়নি বরং বলা চলে বাজার একটা রেঞ্জের মধ্যে কনসোলিডেশন করছে। টিসিএসের যে রেজাল্ট বেরিয়েছে সেটা সন্তোষজনক নয় কাজেই বাজার এই ঘটনাকে ভালোভাবে নেয়নি এবং নিচের দিকে আসছে। যেসব কোম্পানি সেন্সেক্স কিংবা নিফটিতে রয়েছে এবং যাদের গুরুত্ব অনেক বেশি তাদের রেজাল্ট খারাপ হওয়া ভালো হওয়ার উপর সূচকের বড় মুভমেন্ট নির্ভর করে। বাজার এখন যে অবস্থায় রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে উপরের দিকে ২৫৫০০ এবং নিচের দিকে যদি ২৫ হাজার লেবেলকে ব্রেক করে তবে ২৪৫০০ পর্যন্ত আসার সম্ভব, এখানে আরেকটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাংকের তরফ থেকে যেমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে সুদের হার আরেক বার কমবে যাতে করে বাজারকে অতিরিক্ত অক্সিজেন যোগান দেওয়া যায় এবং শিল্পক্ষেত্রে ঋণ পাওয়া আরও সহজ হয়।



শুল্কনীতি যখন যেমন ঘোষণা হচ্ছে সেই অনুযায়ী সেক্টর স্পেসিফিক মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে। তবে আমেরিকান সংস্থা যারা সেবীর নজরদারিতে পড়েছিল তারা ফাইনের টাকা পেমেন্ট করে দিয়েছে এবার নতুন করে তাদের ট্রেডিং করতে দেওয়া হবে কিনা সেটা ভবিষ্যতে বলবে এবং তার উপর ভিত্তি করেই ডেরিভেটিভ সেক্টরে ভলিউম আগের মত আসবে কিনা সেটা নির্ভর করছে। তবে নিয়ামক সংস্থা যে আগের থেকে অনেক কড়া সেটা বলাইবাহুল্য। আগামীদিনে কেমিক্যাল সেক্টর ভালো হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী এই সেক্টরের শেয়ারের দামগুলো গতিপ্রাপ্ত হচ্ছে।

# এনসিআরটির প্রবেশ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

**রামদাস রায়, কলকাতা:** জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (এন সি আর টি) এর বিভিন্ন শিক্ষক – প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ভর্তির জন্য অভিন্ন প্রবেশ পরীক্ষা (সিইই–২০২৫) সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই পরীক্ষা ভুবনেশ্বর, ভোপাল, মহীশূর, আজমের, শিলং এবং নেল্লোরে অবস্থিত বিভিন্ন আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এনসিইআরটি অনুমোদিত বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম যথা বি.এ.




-বি এড, বি এসসি.-বি এড., এম. এসসি.- এম.এড., বি. এড, এম. এড., বি. এড-এম. এড এবং এম. এ. (শিক্ষাগত প্রযুক্তি) ইত্যাদি তে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির জন্য একটি প্রধান প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করবে।

এই বছরের প্রবেশিকা পরীক্ষা ১৩ জুলাই ২০২৫ সারা দেশের ৮০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা (সিবিটি) হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে ওড়িশার ৪৪টি পরীক্ষা কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই বছরের পরীক্ষায় মোট ২২,০০০ এরও বেশি আবেদনকারী নিবন্ধিত হয়েছেন। সমস্ত পরীক্ষার্থী উৎসাহের সাথে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন।

নোডাল ইনস্টিটিউট হিসেবে, আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভুবনেশ্বর পরীক্ষাটি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছে। ভুবনেশ্বরের আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক মানসী গোস্বামী এবং সিইই–২০২৫–এর জাতীয় সমন্বয়কারী, ডঃ অরূপ কুমার সাহা এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটি পরিচালনা করেছেন। এনসিইআরটি–র পরিচালক অধ্যাপক দীনেশ কুমার সাকলানি, যুগ্ম পরিচালক অধ্যাপক প্রকাশ চন্দ্র আগারওয়াল, এবং সচিব আমান শর্মা এতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। পরীক্ষাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং ক্রমাগত সহায়তার জন্য অধ্যাপক মানসী গোস্বামী এনসিইআরটি–র সকল কর্তৃপক্ষ, সমস্ত আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর সিইই–২০২৫ দলের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

## জেনে রাখা দরকার

### মহাদেশ

**ভৌগোলিক দিক থেকে নানাভাবে মহাদেশকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। সাধারণভাবে মহাদেশ বলতে বোঝায় টানা ডাঙা–জমি, যার চারদিকে রয়েছে জল। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী গ্রেট ব্রিটেন, আয়ার্ল্যান্ড ও আইসল্যান্ড বাদ চলে যায় ইউরোপ থেকে, অস্ট্রেলিয়া থেকে বাদ যায় তাসমানিয়া রাজ্য। মহাদেশের সংজ্ঞায় যদি মূলভূমি ছাড়াও সংলগ্ন নিচু জলাভূমি বা কন্টিনেন্টাল সেলফ যোগ করা হয় তবে ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যান্ড ইউরোপে যুক্ত হয়, আর অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনি নিয়ে গড়ে ওঠে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ।**

**মহাদেশের সংজ্ঞা যদি আরও বিস্তৃত করে সংলগ্ন সামুদ্রিক দ্বীপ ও মহাদেশের টুকরো সংশগুলিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে আইসল্যান্ড চলে আসে ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে, মাদাগাস্কার আফ্রিকার অংশ হয়, আর কোনো কোনো ভূবিজ্ঞানীর মতে নিউজিল্যান্ড ও ওশিয়ানিয়ার দ্বীপগুলি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অংশ হয়ে যায়ক**

**একইভাবে সংলগ্ন অঞ্চলগুলি সংজ্ঞায় জোড়া হলে আমরা পাই চারটি মহাদেশ– অ্যাফ্রো–ইউরেশিয়া, আমেরিকা, আন্টার্কটিকা ও অস্ট্রেলিয়া। তবে আন্তর্জাতিক স্তরে মহাদেশ বলতে ঐতিহাসিক প্রথা মেনে সাতটি মহাদেশ স্বীকৃত– এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আন্টার্কটিকা। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশকে কেউ কেউ ওশিয়ানিয়া মহাদেশ বলে উল্লেখ করেন।**

### এশিয়া



**আয়তন:** ৪,৪০,০৮,০০০ বর্গ কিমি।
**উচ্চতম শৃঙ্গ :** মাউন্ট এভারেস্ট (৮,৮৫০ মি)।
**গভীরতম অঞ্চল:** লোহিত সাগরের তলদেশ (সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে ৩৯৯ মি)।
**প্রধান পর্বতশ্রেণি:** হিমালয়, আলতাই, এলবুর্জ, হিন্দুকুশ, কারাকোরাম, কুনলুন, কুইলিয়ান, ক্যুইন লিং, স্ট্যানোভয়, তিয়ান শান, এললোনোভি, জ্যাগ্রস।
**প্রধান নদী:** আমুর, ব্রহ্মপুত্র, ইউফ্রেটিস, গঙ্গা, হুয়াং, সিন্ধু, ইরাবতী, লিনা, মেকং, মেনাম, ওব, সালউইন, টাইগ্রিস, ঝি, ইয়াংতেজ, ইয়েনিসি।
**প্রধান মরুভূমি:** গোবি, কারাকুম, কিঝিলকুম, রুব আল খালি, তাকলামাকান।

### ইউরোপ



**আয়তন:** ১০৩,৯৮,০০০ বর্গ কিমি।
**উচ্চতম শৃঙ্গ :** মাউন্ট এলব্রুস (৫,৬৪২ মি)।
**গভীরতম অঞ্চল :** কাস্পিয়ান সাগরের তলদেশ (সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে ২৮ মি)। প্রধান পর্বতশ্রেণি: আল্পস, অ্যাপেনিনেস, বলকান্স, কারপাথিয়ান্স, ককেসাস, পিরেনেস, সিয়েরা নেভাদা। প্রধান নদী: দানিয়ুব, ডন, এলবে, রাইনে, রোনে, সিয়েনে, ভলগা। প্রধান হ্রদ : কাস্পিয়ান সাগর, লাডোগা।
**প্রধান দ্বীপপুঞ্জ:** বালেয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ, কোরসিকা, ক্রিট, ফারাও দ্বীপপুঞ্জ, গ্রেট ব্রিটেন, আইসল্যান্ড, আয়ার্ল্যান্ড, মাল্টা, সার্ডিনিয়া, সিসিলি।

### আফ্রিকা



**আয়তন:** ৩,০১,৯০,০০০ বর্গ কিমি।
**উচ্চতম শৃঙ্গ:** কিলিমাঞ্জারো (তানজানিয়া) (৫,৮৯২ মি)। গভীরতম অঞ্চল: লেক আসাল (জিবুটি) (সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে ১৫৫ মি)।
**প্রধান পর্বতশ্রেণি:** আহগার, অ্যাটলাস, ড্রাকেন্সবার্গ, রুয়েনজুরি, টিবেসটি।
**প্রধান নদী:** কঙ্গো, লিমপোপো, নাইজের, নীল নদ, অরেঞ্জ, জাম্বেজি।
**প্রধান হ্রদ :** আলবার্ট, চাদ, নায়াসা, টাঙ্গাইকা, টুরকানা, ভিক্টোরিয়া।
**প্রধান মরুভূমি:** কালাহারি, নামিব, সাহারা।

# বরোদা ব্যাঙ্কে ২,৫০০ অফিসার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:** ব্যাঙ্ক অফ বরোদা পশ্চিমবঙ্গ–সহ। বিভিন্ন রাজ্যের শাখা অফিসে কাজের জন্য লোকাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে ২,৫০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং বা, ডাক্তারি কোর্সের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। কোনো বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা, গ্রামীণ ব্যাঙ্কে অন্তত ১ বছরের পোস্ট– কোয়ালিফিকেশন অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কম্পিউটারে দক্ষতা থাকতে হবে। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য আবেদন করবেন, সেই রাজ্যের স্থানীয় বা, সরকারি ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৫–এর হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর, বিধবা–বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে ৯ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ১ বছর প্রবেশনে থাকতে হবে। মূল মাইনে: ৪৮,৪৮০–৮৫,৯২০ টাকা। শূন্যপদ: ২,৫০০টি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ৫০টি (জেনাঃ ২২, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১৩, ইব্র.এস. ৫)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২টি। ত্রিপুরা ৬টি (জেনাঃ ৫, ও.বি.সি. ১)। অসম ৬৪টি (জেনাঃ ২৮, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৭, ইব্রু.এস. ৬)। সিকিম ৩টি (জেনাঃ)। ওড়িশা ৬০টি (জেনাঃ ২৫, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৬, ইব্রু.এস. ৬)। গোয়া ১৫টি, গুজরাট ১,১৬০টি, জম্মু ও কাশ্মীর ১০টি, কর্ণাটক ৪৫০টি, কেরল ৫০টি, মহারাষ্ট্র ৪৮৫টি, পঞ্জাব ৫০টি, তামিলনাড়ু ৬০টি, অরুণাচল প্রদেশ ৬টি, মণিপুর ১২টি, মেঘালয় ৭টি, মিজোরাম ৪টি, নাগাল্যান্ড ৮টি। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন টেস্টের মাধ্যমে। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের ১২০ নম্বরের ১২০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) রিজনিং অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড–৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (২) জেনারেল/ ইকনমি অ্যাওয়ারনেস–৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (৩) ব্যাঙ্কিং নলেজ ৩০ নম্বরর ৩০টি প্রশ্ন, (৪) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ – ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ১২০ মিনিট। অবজেক্টিভ টাইপের পার্টে নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। সফল হলে মোট শূন্যপদের ৩ গুণ প্রার্থীকে সাইকোমেট্রিক টেস্ট, গ্রুপ ডিসকাশন ও ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হবে। তারপর হবে ল্যাঙ্গোয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট। পরীক্ষা হবে কলকাতা, আসানসোল, হাওড়া, দুর্গাপুর, হুগলি, কল্যাণী ও শিলিগুড়ি। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৪ জুলাই পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.bankofbaroda.in/career/htm অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও ফটো, সিগনেচার, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন ইত্যাদি যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন।

প্রথমে ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৮৫০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ১৭৫) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের ২ কপি প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন, যা ইন্টারভিউয়ের সময় দেখাতে হবে। ইন্টারভিউয়ের সময় যাবতীয় প্রমাণপত্র নিয়ে যাবেন।

# রেলে ৩৭৪ অ্যাপ্রেন্টিস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:** কেন্দ্রীয় সরকারের রেল মন্ত্রকের অধীন, বেনারস লোকোমোটিভওয়ার্ক্স অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৩৭৪ জন লোক নিচ্ছে এই সব ট্রেডে: ফিটার, কার্পেন্টার পেইন্টার (জেনারেল), মেশিনিস্ট, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান।

কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা নন–আই.টি.আই হিসাবে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৫ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই থেকে ফিটার, কার্পেন্টার, পেইন্টার, মেশিনিস্ট, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৫ থেকে ২৪ (ওয়েল্ডার ট্রেডের ক্ষেত্রে ২২) বছরের মধ্যে ৫–৭–২০২৫–এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সিরা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শূন্যপদ: ৩৭৪টি। এর মধ্যে নন–আই.টি.আইদের জন্য ৭৪টি। এর মধ্যে ফিটার ৩০টি (জেনাঃ ১২, ই.ডব্লু.এস, ৩, ও.বি.সি. ৮, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২)। মেশিনিস্ট ১৫টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ১১টি (জেনাঃ ৪, ই.ব্রু.এস. ১, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৮টি (জেনাঃ ৭, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১)। আই.টি.আই দের জন্য ৩০০টি। এর মধ্যে ফিটার ১০৭টি (জেনাঃ ৪৩, ইব্রু.এস. ১১, ও.বি.সি. ২৯, তঃজাঃ ১৬, তঃউঃজাঃ ৮)। কার্পেন্টার ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। পেইন্টার (জেনারেল) ৭টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২. ইব্লুএস. ১)। মেশিনিস্ট ৬৭টি (জেনাঃ ২৭, ইব্রু.এস. ৭, ও.বি.সি. ১৮, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৫)। ওয়েল্ডার (জি অ্যান্ড ই) ৪৫টি (জেনাঃ ১৯, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১২, ই.ব্রু.এস. ৪)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৭১টি (জেনাঃ ২১, ই.ডব্রু.এস. ৭, ও.বি.সি. ১৯, তঃজাঃ ১১, তঃউঃজাঃ ৫)।

বিজ্ঞপ্তি নং: No. BLW/Rectt/Act. Apprentice/47th Batch / ITI & Non ITI/24-25, Dated: 05-07-2025. ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড পাবেন। ট্রেনিং শেষে চাকরির কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৫ আগস্ট পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.blw.indianrailways.gov.in, www.blwactapprentice.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট, পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। তপশিলী, প্রতিবন্ধী আর মহিলাদের ফী লাগবে না। দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

# ৫২ জার্নিম্যান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:** গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড জার্নিম্যান পদে ৫২ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য: জার্নিম্যান (স্ট্রাকচারাল ফিটার): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে স্ট্রাকচারাল ফিটার, ফ্যাব্রিকেটর, শীট মেটাল ওয়ার্ক, ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৪টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

**জার্নিম্যান (ফিটার):** মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ফিটার, ওয়েপন ফিটার বা, এম.এম.টি.এম. ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ১০টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। **জার্নিম্যান (ক্রেন অপারেটর):** মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। **জার্নিম্যান (মেশিন অপারেটর):** মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে মিলরাইট মেকানিক বা, এম.এম.টি.এম. ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৪টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। **জার্নিম্যান (মেশিনিস্ট):** মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে মেশিনিস্ট, টার্নার, মেশিনিস্ট (গ্রাইন্ডার) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৪টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। **জার্নিম্যান (পাইপ ফিটার):** মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে পাইপ ফিটার বা, প্লাম্বিং ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৬টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। **জার্নিম্যান (রিগার):** মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে রিগার বা, কার্পেন্টার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৪টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। **জার্নিম্যান (ড্রাইভার মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং):** মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ডিজেল মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ভারি গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি.১)। **জার্নিম্যান (ইলেক্ট্রনিক মেকানিক):** মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। **জার্নিম্যান (ডিজেল মেকানিক):** মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ডিজেল মেকানিক, মেকানিক ডিজেল বা, মেকানিক (মেরিন ডিজেল) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ২,–তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)।

সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৫"এর হিসাবে ২৬ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ২ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড প্রথম বছর মাসে ২৪,০০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ২৬,০০০ টাকা। মূল মাইনে: ১৯,১০০–৬৯,৬৫০ টাকা। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে কলকাতা ও রাঁচীতে। লিখিত পরীক্ষায় থাকবে দুটি পার্ট।

প্রথম পার্টের পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে থাকবে ৮০ নম্বর আর দ্বিতীয় পার্টে ২০ নম্বর থাকবে এইসব বিষয়ে: জেনারেল নলেজ, জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড, রিজনিং, মেন্টাল এবিলিটি, নিউমেরিক্যাল এবিলিটি। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। এরপর হবে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৪ আগস্টের মধ্যে। এই–ওয়েবসাইটে: www.grse.in, https://jobapply.in/grse2025 এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি, থাকতে হবে।

ওপরের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৪৭২ (তপশিলী, প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

## শব্দবার্তা ৩৫২

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ■ | ■ | ৩ | | ৪ |
| | ■ | ৫ | | | | ■ | |
| | ■ | | ■ | ■ | ■ | ৬ | |
| ৭ | ৮ | | | ■ | ■ | | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | ৯ | ১০ | | ১১ |
| ১২ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| | ■ | ১৩ | | | | ■ | |
| ১৪ | | | ■ | ■ | ১৫ | | |

শুভজ্যোতি রায়

**পাশাপাশি**

১। যার তুল্য কিছু নাই ৩। শ্রীকৃষ্ণ ৫। রোজার মাস ৬। দিক ৭। নয়টি চূড়াযুক্ত দেবমন্দির ৯। মতভেদ ১২। ব্যবসায়ীর দপ্তর ১৩। অকিঞ্চন ১৪। গুণের ধারাবাহিক তালিকা ১৫। অভিন্নতা।

**উপর–নীচ**

১। কোষ ২। অনেকের মধ্যে ৩। কর্ণ ৪। সর্বদা, প্রায়ই ৬। প্রথম থেকে শেষ ৮। বউঠান ১০। পদ্ম, কমল ১১। হাস্য পরিহাস ১২। ভাগ্য ১৩। রবি ঠাকুরের এক গল্প

**সমাধান : ৩৫১**

**পাশাপাশি :** ২। পরিচালনা ৪। সরকার ৫। শিবির ৭। লড়াই ৯। আরাত্রিকা ১০। কমললতা
**উপর–নীচ :** ১। বয়সকাল ২। পনির ৩। চাপরাশি ৬। রক্তকমল ৮। ইন্তেকাল ৯। আলতা।

## সাপ্তাহিক রাশিফল

**দেবব্রত শাস্ত্রী**

**১৯ জুলাই– ২৫ জুলাই, ২০২৫**



**মেষ রাশি :** এই সপ্তাহে মেষ রাশির জাতক জাতিকারা গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পাবেন। পারিবারিক জীবনে সুখ–শান্তি থাকবে। সামাজিক কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। পেশাগত জীবনে সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে করা কাজ ভালো ফলাফল দেবে। পরিবারের সাথে সময় কাটান। অবিবাহিতদের নতুন মানুষের সাথে দেখা করা উচিত। যারা সম্পর্কে আছেন, তাদের সঙ্গীর সাথে আজ তাদের সম্পর্ক দৃঢ় হবে।



**বৃষ রাশি :** এই সপ্তাহটি মিশ্র ফলাফল দিতে চলেছে। শিক্ষামূলক কাজে নতুন সাফল্য পাবেন। ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে বুদ্ধিমানের সাথে সিদ্ধান্ত নিন। গবেষণা ছাড়া বিনিয়োগ করবেন না, অন্যথায় আপনার ক্ষতি হতে পারে। আয় বৃদ্ধির জন্য নতুন বিকল্পগুলি সন্ধান করুন। এতে আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। প্রেমের জীবনে সুখ থাকবে। আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন।



**মিথুন রাশি :** এই সপ্তাহে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ পুনরুদ্ধার হবে। পেশাগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসবে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক জীবন সুখের হবে। রোমান্টিক জীবনে সুখের পরিবেশ থাকবে। সম্পর্কের সমস্যা সমাধান হবে। এই সপ্তাহে আপনার সঙ্গীর আবেগের প্রতি সংবেদনশীল থাকুন এবং তাদের যত্ন নিন।



**কর্কট রাশি :** এই সপ্তাহে আপনার বস্তুগত আরাম–আয়েশ বৃদ্ধি পাবে। নতুন সম্পত্তি কিনতে পারেন। চাকরিজীবীদের পদোন্নতি হতে পারে। পেশাগত জীবনে নতুন সাফল্য অর্জন করবেন। সমাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। সঙ্গীর সাথে সময় কাটান। তবে অতীতের বিষয়গুলি খুব বেশি আলোচনা করবেন না এবং আপনার সঙ্গীর কাছে এমন কিছু উল্লেখ করবেন না যা সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ বাড়াতে পারে।



**সিংহ রাশি :** অপনি এই সপ্তাহে শিক্ষামূলক কাজে ভালো ফলাফল পাবেন। সামাজিক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন। পুরনো বন্ধুদের সাথে দেখা হতে পারে। নতুন বিনিয়োগের বিকল্পগুলির দিকে নজর রাখুন। এই সপ্তাহে ভেবেচিন্তে করা বিনিয়োগ ভবিষ্যতে ভালো রিটার্ন দেবে। রোমান্টিক জীবনে সুখী পরিবেশ থাকবে। সঙ্গীর কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধুরতা বৃদ্ধি পাবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা একজন সত্যিকারের সঙ্গী খুঁজে পেতে সক্ষম হবেন।



**কন্যা রাশি :** এই সপ্তাহে আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকুন। আয় বৃদ্ধির জন্য নতুন বিকল্পগুলি সন্ধান করুন। বিবাহ স্থির হতে পারে। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটান। ব্যবসায় কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। ব্যবসায়িক চুক্তি স্বাক্ষর করার আগে নথিগুলি সাবধানে পড়ুন, অন্যথায় আপনার ক্ষতি হতে পারে। এই সপ্তাহে সামাজিক কাজে আপনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। প্রেম জীবন দুর্দান্ত থাকবে। তবে আপনার সঙ্গীর গোপনীয়তার যত্ন নিন এবং তাদের কিছু ব্যক্তিগত স্থান দিন।



**তুলা রাশি :** পেশাগত জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে আর্থিক লাভ হবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। প্রতিদিন যোগব্যায়াম এবং ধ্যান করুন। এই সপ্তাহে আপনি আপনার পরিবারের সমর্থন পাবেন। ক্যারিয়ারের বাধা থেকে মুক্তি পাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। আপনার সঙ্গীর সাথে একটি রোমান্টিক ডিনার বা ডেটের পরিকল্পনা করতে পারেন।



**বৃশ্চিক রাশি :** এই সপ্তাহে অফিসে আপনার সৃজনশীলতা এবং নেতৃত্বের দক্ষতার প্রশংসা করা হবে। পুরনো বিনিয়োগ ভালো রিটার্ন দেবে। বস্তুগত আরাম–আয়েশ বৃদ্ধি পাবে। পেশাগত জীবনে আপনি অনেক উন্নতি করবেন। চাকরিতে পদোন্নতি বা মূল্যায়নের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন। এই সপ্তাহটি আপনার সঙ্গীর কাছে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত দিন। এটি সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা এবং বিশ্বাস বৃদ্ধি করবে।



**ধনু রাশি :** এই সপ্তাহে আপনার আয়ের নতুন উৎস থেকে আপনি অর্থ উপার্জন করবেন। আপনার কর্মজীবনে নতুন উচ্চতা অর্জন করবেন। ব্যবসায় লাভ হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষামূলক কাজে ভালো ফলাফল পাবে। এই সপ্তাহে আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনার সম্পর্কে ধৈর্য বজায় রাখুন। আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন। যারা তাদের সম্পর্ক নিয়ে সিরিয়াস তারা আজ তাদের বাবা–মায়ের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারেন।



**মকর রাশি :** এই সপ্তাহে কাজের জন্য ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। পুরানো বিনিয়োগগুলি ভাল রিটার্ন দেবে। সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে। পেশাগত জীবনে পরিবেশ অনুকূল থাকবে। নতুন সম্পত্তি বা যানবাহন কেনার সম্ভাবনা থাকবে। কিছু লোকের প্রাক্তন প্রেমিক তাদের সম্পর্কে ফিরে আসবে। এতে বিবাহিতদের জীবনে সমস্যা বাড়তে পারে।



**কুম্ভ রাশি :** এই সপ্তাহে আপনার দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ শুরু হবে। পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সুখ থাকবে। স্বাস্থ্যের প্রতি অসাবধান হবেন না। শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দুর্দান্ত সাফল্য পাবে। নতুন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখুন। বুদ্ধিমানের সাথে বিনিয়োগ করুন। এটি আপনার আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। এই সপ্তাহে প্রেম জীবনে নতুন উত্তেজনাপূর্ণ মোড় আসবে। আপনি আপনার সঙ্গীকে প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন।



**মীন রাশি :** এই সপ্তাহে আপনার অর্থ উপার্জনের সুযোগ পাবেন। অফিসে কাজের চাপ বাড়বে। অতিথিদের আগমনের ফলে বাড়িতে মনোরম পরিবেশ থাকবে। ক্যারিয়ারে বাধা দূর হবে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। নতুন সম্পত্তি বা যানবাহন কেনা সম্ভব। পারিবারিক জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্থতা আসবে। সম্পর্কে প্রেম এবং রোমান্স বৃদ্ধি পাবে। মন শান্ত থাকবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

**কর্মখালি**

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুরের সামালিতে আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনার জন্য মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫

**বিজ্ঞপ্তি**

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ ৮৫৮২৯৫৭৩৭০

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

# পিচের রাস্তার বেহাল দশা

**অরিজিৎ মণ্ডল :** দক্ষিণ ২৪ পরগণার একাধিক ব্লকে অতিবৃষ্টির ফলে রাস্তাঘাটের অবস্থা চরম বেহাল হয়ে উঠেছে। মগরাহাট, মন্দিরবাজার, কুলপি এলাকার বহু পিচঢালা রাস্তা

কার্যত পুকুরে পরিণত হয়েছে। কোথাও পিচ উঠে গিয়ে কোথাও বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। গাড়ি চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। বিশেষ করে মন্দিরবাজার থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রাস্তার পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার উত্তর কুসুম এলাকায় প্রায় ৩ কিলোমিটার রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে কর্মস্থলে যাতায়াতকারী মানুষজন প্রতিদিন বিপদের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। কুলপি বিধানসভার করঞ্জলী এলাকাতেও রাস্তাঘাটের হাল বেহাল।

এই নিয়ে বিরোধী দল শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করেছে। তাদের অভিযোগ, 'পথশ্রী না খতশ্রী করেছে রাজ্য সরকার। পথশ্রী প্রকল্পের নামে রাজ্য সরকার শুধু নাম কুড়িয়েছে, বাস্তবে রাস্তার হাল খারাপ হয়েছে। কাটমানি খেয়ে রাস্তার কাজ ঠিকঠাক হয়নি।' তবে শাসকদলের তরফে পাল্টা সুরে বলা হয়েছে, 'বৃষ্টির কারণে কিছু রাস্তার ক্ষতি হয়েছে ঠিকই, তবে বিভিন্ন জায়গায় মেরামতির কাজ চলছে। খুব শিগগিরই সমস্ত খারাপ রাস্তার কাজ সম্পন্ন হবে। বিরোধীদের আসলে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজ নেই, তাই তারা মন্তব্য করে চলেছে।'

# বারুইপুরে পানীয় জলের সংকট

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়:** বারুইপুরের শংকরপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পড়ে নষ্ট হচ্ছে পানীয় জল সরবরাহের ট্যাঙ্ক ও ট্রাক্টর। অন্যদিকে নোড় ও বলবলিয়া এলাকায় পানীয়

জলের ভয়াবহ সমস্যা রয়েছে। এলাকায় বুস্টার পাম্পের কাজ সম্পন্ন হলেও ১১০০০ ভোল্টের বিদ্যুৎ সংযোগে স্থানীয় কিছু সমস্যার জন্য চালু করা সম্ভব হয়নি। এই সমস্যার প্রধান কারণ হিসেবে স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, গরমে এলাকার মাটির নিচে জলের স্তর অনেকটাই নিচে নেমে যায়। যার জেরে সাধারণ হ্যান্ড পাম্প কলগুলি থেকে জল পাওয়া যায় না। গুটি কয়েক মানুষ যারা আর্থিকভাবে সম্পন্ন, তারা বাড়িতে সাবমার্সাবল বসিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু এলাকার বেশিরভাগ পরিবার কয়েক কিলোমিটার দূরের গোচরণ এলাকার পিএইচই-র ফাটা পাইপের জল সংগ্রহ করে দিন কাটাচ্ছেন। এই সমস্যার সমাধানের জন্যই ২০২১-২২ অর্থবর্ষে স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিধায়ক তহবিল থেকে একটি জলের ট্যাঙ্ক ও বহন করার জন্য ট্রাক্টর দেওয়া দিয়েছিল শংকরপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতকে। যদিও সেগুলি পড়ে রয়েছে রাস্তার ধারে। প্রশ্ন উঠেছে, এই অঞ্চলে জলসঙ্কট থাকা সত্ত্বেও কেন সেই ট্যাংক ও ট্রাক্টর ব্যবহার করে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বারবার তারা পঞ্চায়েত কে জানিয়েছে, কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। স্থানীয় বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে একটা সমস্যার কারণে বুস্টার পাম্প চালু করাতে বিলম্ব হচ্ছে। অতি সত্বর বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। বিধায়ক তহবিল থেকে দেওয়া পানীয় জলের ট্যাঙ্ক ও ট্রাক্টর ব্যবহার না করে ফেলে রাখা হয়েছে কেন সে বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছি।

# আলিপুর সদরের বিভিন্ন সড়ক চলার অযোগ্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আলিপুর সদর মহাকুমার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বেহাল অবস্থায় নাজেহাল এলাকার জনগণ। প্রতিবছর বর্ষার সময় এই বিভিন্ন সড়কের কঙ্কাল সার চেহারা প্রকট হয়ে ওঠে। তারপর একটু ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুরু হলে কোন রকমে প্যাচওয়ার্ক করে দায়সারা ভাবে সমস্যার সমাধান করা হয়। সেইভাবে দীর্ঘস্থায়ী দিনের জন্য সড়কের সংস্কার করা হয় না। দক্ষিণ শহরতলীর আমতলা নিবারণ দত্ত রোড অর্থাৎ বিবিরহাট পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার শুরু হলেও বিভিন্ন জায়গায় এখনো দোকান ভাঙ্গা না হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে রাস্তার সংস্কার হয়নি।। যার ফলে আমতলার নিবারণ দত্ত রোড বর্তমানে নরকের চেহারা নিয়েছে। কদিন আগে নিম্নচাপের টানা বৃষ্টিতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা দেখে অনেকেই আঁতকে উঠেছে। এলাকার মানুষের দাবি অবিলম্বে বিবিরহাট থেকে আমতলা নিবারণ দত্ত রোড পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার দ্রুত করা হোক। রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত রাস্তার ও অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। বর্ষার অনেক আগেই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির আপ্তসহায়ক সুমিত রায় বলেছিলেন, খুব শীঘ্রই এই রাস্তার সংস্কার করা হবে তার জন্য টাকাও বরাদ্দ হয়ে গিয়েছে পিডব্লুডি দপ্তর থেকে। কিন্তু বর্ষার কিছুদিন আগে দেখা গেল রাস্তার দুদিকে শালবল্লা দিয়ে বাঁধানো হচ্ছে কিন্তু সংস্কার এখনো শুরু হয়নি। যার ফলে বর্ষার জলে রাস্তার মধ্যে আরও বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। জানা যাচ্ছে, বর্ষার পরে নাকি রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার করা হবে।। দক্ষিণ শহরতলীর পূজালী পৌরসভার পূজালী থেকে আছিপুর পর্যন্ত রাস্তার বেশ কিছু অংশের ও বেহাল অবস্থায়

নিবারণ দত্ত রোড

বজবজ ট্রাঙ্ক রোড

পূজালী রোড

জেরবার জনগণ। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে জল জমে মানুষের জলযন্ত্রণার সৃষ্টি করছে। তবে সম্প্রতি জানা গেল, এই রাস্তা সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়েছে। গত সংখ্যায় আমরা লিখেছিলাম, বজবজ ট্রাঙ্ক রোড অর্থাৎ চড়িয়াল থেকে বজবজ চৌরাস্তা পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা। তারপরই দেখা গেল বড় বড় রাস্তার মধ্যে যে সমস্ত গর্ত ছিল ইট দিয়ে কোন রকমে প্যাচওয়ার্ক করা হয়েছে। যদিও তাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি আরো বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায়। এমনকি এই বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের বেহাল অবস্থা নিয়ে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ট্রোল হচ্ছে। বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত আগেই জানিয়েছিলেন বর্ষা মিটে গেলেই বাটা মোড় থেকে পূজালী পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার করা হবে।। তবে এলাকার মানুষদের দাবি এমনভাবে রাস্তার সংস্কার করা হোক যাতে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। রাস্তার দুদিকে জল নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থারও সংস্কার করা হোক।

ছবি : অরুণ লোধ

# ফিরে দেখা ৫০

*আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক*

## ধান বিক্রয়ের আজব প্রথা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

আমাদের দেশে বহু সামাজিক কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন সতী দাহ, গৌরীদান, বহু বিবাহ প্রভৃতি। এগুলি এখন উঠে গেছে। ইংরাজ সরকার এ ধরণের সামাজিক কুপ্রথা বিলোপের জন্য আইন রচনা করেছিলেন। কিন্তু এখনও এমন অনেক আজবপ্রথা এদেশে চালু আছে যেগুলি সামাজিক ক্ষতি না করলেও আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ঠ করছে। যেমন ধান বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দোন বা আড়ি প্রথা। ছোট একটি ধামাকে বলা হয় দোন এবং আট দোনে এক আড়ি হয়। ধান মাপার জন্য ধামাতে কোন রেখা চিহ্ন নেই। ধান মাপার সময় ফড়িয়ারা ধামা উপছে না পড়লে ছাড়েনা। তাছাড়া প্রতি আড়িতে তারা আধ ধামা ধান দান হিসাবে চাষী ভাইদের কাছ থেকে আদায় করে। কিন্তু ফড়িয়ার দালালরা ধান বিক্রি কুইন্টাল হিসাব করে। দেখা যাচ্ছে কেনা এবং বেচা উভয়ক্ষেত্রেই তারা গরীব ভাইদের গলা কাটছে। উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগর থানার কেউটসা হাটে গেলে ধান বিক্রীর ঐ আজব প্রথা চালু আছে দেখতে পাবেন। জেলার আরও অনেক হাটে ঐ প্রথা চলছে। সরকারী ওজন তদারকী দপ্তরের কাছে দরিদ্র চাষী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আমার একান্ত অনুরোধ দোন প্রথা বাতিল করে মেটিকে আইন কার্যকরী করতে অবিলম্বে সচেষ্ট হোন এবং ধান্দাবাদ ফরিয়া-দের প্রতি বক্রদৃষ্টি হানুন।

৯ম বর্ষ, ১৯ জুলাই ১৯৭৫, শনিবার, ৩৩ সংখ্যা

# রাস্তায় ধান রোপণ

**সুভাষ চন্দ্র দাশ:** বর্ষায় জমিতে ধান চাষের পরিবর্তে একে বারেই সড়কের উপর ধান চাষ করলেন গ্রামের কয়েকজন যুবক। যা সুন্দরবনের বুকে বিরল। যাতায়াতের একমাত্র সড়ক পথ গোলাবাড়ি থেকে মধুখালি খেয়াঘাট পর্যন্ত প্রায় ৭ কিমি রাস্তা। এলাকার মানুষজন যাতায়াতের জন্য এই একটি মাত্র

রাস্তার উপর নির্ভরশীল। বর্ষা শুরু হতেই রাস্তার কঙ্কালসার অবস্থা বেরিয়ে পড়েছে। যা ধান চাষের জমি কিংবা মাছ চাষের পুকুরের মতো রুপ ধারণ করেছে। গ্রামের সাধারণ মানুষজন যাতায়াতের সময় প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন বলে অভিযোগ। এছাড়াও স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যেতে সমস্যায় পড়ে। তাছাড়াও মুমূর্ষ রোগী কিংবা প্রসুতি মায়েদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে নাভিঃশ্বাস উঠে। সমস্যায় রয়েছেন গ্রামের মানুষজন।

গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেও রাস্তা সংস্কারের কাজ হয়নি। রাস্তার উপর যে আস্থা ছিল তা ক্রমশ লোপ পেতে শুরু করেছে। ফলে গ্রামের মানুষজন বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাস্তায় জমা জলে ধানগাছ রোপণ করে নিঃশব্দ প্রতিবাদ শুরু করেছেন।'

এলাকার মানুষজনের দাবী সরকার যেখানে কোটি কোটি টাকার রাস্তা তৈরী করছে এবং সাইনবোর্ড লাগাচ্ছে 'রাস্তা আমাদের আস্থা' সেখানে ক্যানিং শহর লাগোয়া গ্রামের এমন বেহালদশা। আমরা চাই সরকার গ্রামের এই ভগ্ন রাস্তার দিকে অবিলম্বে নজর দিয়ে অতি শীঘ্রই সংস্কারের কাজ শুরু করুক সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য।

# বেহাল রাস্তায় ভুগছে মানুষ

**অভিক মিত্র :** সংস্কারের অভাবে রাস্তার বেহালদশা। কোনো হেলদোল নেই ব্লক প্রশাসনের। তৃণমূল পরিচালিত মুরারই ১নং পঞ্চায়েত সমিতির গোড়শা গ্রামপঞ্চায়েতের আব্দুল্লাপুর গ্রামের রাস্তার বেহালদশা। গ্রামবাসীদের

অভিযোগ, গত দুইমাস থেকে সাধারণ মানুষের এই রাস্তায় চলাচল করা খুব কঠিন হয়ে পড়ছে। বাইক, টোটো, সাইকেল প্রভৃতি যানবাহন চলছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। স্কুল কলেজ, হাসপাতাল ও নিত্যযাত্রীরা খুব সমস্যায় পড়েছে। পানীয় জলের পাইপ লাইন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে এবং ওভারলোড ট্রাক্টর চলার ফলে জন্য রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। জল পাইপ বাড়িতে বাড়িতে কানেকশন হচ্ছে না। আর এদিকে রাস্তাটাও সংস্কার করছে না পঞ্চায়েত সমিতি। বারবার পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে আবেদন নিবেদন করেও কোনো সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের দাবি অবিলম্বে রাস্তাটিকে নতুনভাবে করতে হবে।

# গর্ত পথে নাজেহাল নুঙ্গী থেকে ইন্দ্রধনু মোড়

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মহেশতলা পুরসভার অন্তর্গত নুঙ্গী ফেরিঘাট থেকে ইন্দ্রধনু মোড় পর্যন্ত রাস্তার বেহাল অবস্থায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ নিত্যযাত্রীরা। এই পথে প্রতিদিন প্রায় ১০০টি অটো যাতায়াত করে। রাস্তার এমনই অবস্থা অটোচালকরা জানাচ্ছেন সপ্তাহের মধ্যে তারা মাত্র ৪ দিন গাড়ি চালাতে পারেন কারণ তাদের হাত ব্যাথা হয়ে যায়। এই ব্যস্ততম রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্তের মধ্যে জল জমে পরিস্থিতি আরো ভয়ানক হয়ে উঠেছে। মহেশতলা পুরসভাকে বারবার এলাকার জনগণ এই রাস্তা সারানোর জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা কিছুই করেনি। এই প্রসঙ্গে

মহেশতলা বিজেপির কনভেনার অসিত বাগ জানান, '২০২২ সালে মহেশতলা পৌর নির্বাচনের সময় শাসক দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এই ব্যস্ততম রাস্তা পেপার ব্লক করা হবে। সেই সঙ্গে নিষ্কাশনেরও ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু ২০২৫ সাল শেষ হতে চলল মহেশতলা পৌরসভা থেকে কিছুই করা হয়নি। এই রাস্তার মধ্যে দিয়ে মহেশতলা পৌরসভার ৩৪, ৩২, ২৮ এবং ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশের মানুষ যাতায়াত করে প্রতিদিন। তাছাড়া হাওড়া জেলা থেকেও প্রচুর মানুষ নদী পেরিয়ে নুঙ্গী স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। আমরা মহেশতলা পৌর সভার কাছে দাবি করছি অবিলম্বে এই রাস্তার সংস্কার করা হোক।' এই প্রসঙ্গে মহেশতলা বিধানসভার বিধায়ক তথা মহেশতলা পৌরসভার চেয়ারম্যান দুলাল দাস বলেন, 'পেপার ব্লক করার জন্য যে টাকা দরকার তা এখনো সরকার থেকে বরাদ্দ করা হয়নি। তবে খুব শীঘ্রই ওই রাস্তার সংস্কার করা হবে।'

# রবীন্দ্রস্মৃতি স্কুলের সম্পূর্ণ ভবন বিদ্যুৎ পরিবাহী

**মলয় সুর :** ক্লাসরুমের জানলা, শৌচাগারের কল, ল্যাবরেটরি, মাইক্রোফোন- যেখানে সেখানে হাত লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন ছাত্র, শিক্ষকেরা। স্কুলভবনের নানা প্রাপ্ত বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে পড়েছে। চেষ্টা করেও ধরা যাচ্ছে না, কোথা থেকে ঘটছে বিপত্তি। এই পরিস্থিতিতে ছেলেমেয়েদের কয়েকদিন ধরে স্কুলে পাঠাতেই সাহস পাচ্ছেন না অভিভাবকেরা। বিপদ এড়াতে ভদ্রেশ্বরের রবীন্দ্র স্মৃতি বিদ্যানিকেতন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। গত ১১ জুলাই থেকে বন্ধ পঠনপাঠন। তার আগেও একাধিক দিন স্কুল ছুটি দিতে হয়েছে।

স্থানীয় চঁপদানীর বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন জানান, 'পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে, তারের ওয়্যারিং পুরো বদলাতে হবে। তারা খরচ ধার্য করলেই দ্রুত সংস্কারের চেষ্টা করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে চিঠি লিখে বিষয়টি জানিয়েছেন বিধায়ক।'

১৯৬১ সালের স্কুলটিতে

বর্তমান ছাত্রছাত্রী সাড়ে ৫০০-এর বেশি। অনেকেই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া। ২৫ জুন ক্লাসরুমের জানলায় বিদ্যুতের শক লাগে একাদশ শ্রেণির ছাত্র অমূল্যভূষণ মিত্রের। স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। পর দিন স্কুল বন্ধ রেখে মিস্ত্রি ডাকা হলেও লাভ হয়নি। তড়িদাহত হয় অষ্টম শ্রেণির শেখ সমীর। বিদ্যালয়ের তরফে পরিস্থিতির কথা জেলাশাসক, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-সহ নানা দপ্তরে জানানো হয় ই-মেল করে। চন্দননগর মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক, পূর্ত (বৈদ্যুতিক) দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ২৭ তারিখ রথের ছুটি ছিল। পর দিন মাইক্রোফোনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন প্রধান শিক্ষক দেবাশিস বসু। ৩০ তারিখ সিঁড়িতে ওঠার মুখে দেওয়ালে স্কুলে আসেন। কিন্তু সমস্যার উৎসস্থল ধরা যায়নি। ৩ তারিখ শৌচাগারের কলে হাত দিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় এক ছাত্র। স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবাশীস বসু বলেন , আমরা সকলেই ভয়ে রয়েছি। অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক করেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকেরা দাবি করেন, প্রয়োজনে স্কুল বন্ধ দ্রুত সমস্যা মেটানো হোক। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও একই অভিমত জানান। ওই দিনই পরিচালন সমিতির বৈঠকে এক সপ্তাহ স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিষয়টি তাঁরা স্কুলশিক্ষা দপ্তর, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ, শিক্ষামন্ত্রীর আপ্ত সহায়ককেও লিখিত চিঠি দেওয়া হয়। বড় বিপদ না হলেও স্যুইচ বোর্ডে হাত দিলেই কারেন্ট লাগছিল। স্কুলভবন জীর্ণ। ফাটল ধরেছে। বৃষ্টিতে তিন তলা থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে।

# সোনা ও নগদ সহ ভিনরাজ্য থেকে গ্রেপ্তার ৩

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ ২৪ পরগণার উস্তি থানা এলাকার একটি চুরির ঘটনার তদন্ত নেমে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের সোনার গহনা ও নগদ টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় ভিন রাজ্য থেকে ৩ দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে উস্তি থানার পুলিশ।

১৬ জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে জানান, কয়েক মাস আগে উস্তির একটি বেসরকারি ব্যাংকের সিএসপি থেকে বড়সড় চুরি হয়। ঘটনার পর থেকেই ডায়মন্ড হারবার পুলিশ এসডিপিও সাকিব আহমেদের নেতৃত্বে এসওজি টিম ও উস্তি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। সূত্র ধরে উড়িষ্যার কোরাপুর এলাকা থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ৩ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে ওই দুষ্কৃতীদল সোনারপুরের সোনা দোকানেও চুরি করে। এবং চুরি যাওয়া মালপত্র উস্তি থানার সংগ্রামপুর এলাকার কাছাকাছি একটি জায়গায় মজুত করা হয়েছে। এরপর পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সোনার গহনা ও নগদ ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার করে। ধৃতদের নিয়ে শিগগিরই টিআইপ্যারেড (টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড) করা হবে বলে জানানো হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সমস্ত সোনার গহনা পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া শেষে মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

# জাল আধার কার্ড, গ্রেপ্তার ২

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** জাল আধার কার্ড বানানো চক্রে ২জনকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স(এসটিএফ)। বাংলাদেশ ও পাক যোগ রয়েছে সন্দেহ বলে জানা গিয়েছে। বীরভূম জেলার পাঁড়ুই থানার সাত্তোর গ্রামের বাসিন্দা শেখ মীরাজ এবং শেখ মুন্নাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে ল্যাপটপ, হার্ড ডিস্ক-সহ একাধিক নথি বাজেয়াপ্ত করেছে গোয়েন্দারা। বিধাননগর আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ৭দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। ধৃতদের বিরুদ্ধে ইউ/এস ১১১(১,৩,৪,৭), ৩১৮(৪), ৩১৯(২), ৩৩৬(৩), ৩৩৮, ৩৪০(১২), ৬১(২) বিএনএস-সহ নথি বা তথ্য গোপন ও অপব্যবহার আইন ৬৬সি, ডি ধারা ও বিদেশে আর্থিক লেনদেন আইন ২০১৬র ১৪ সি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ১৩ জুলাই রাতে বর্ধমান স্টেশন থেকে শেখ মীরাজ নামে ১জনকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। এরপর তাকে জেরা করে পাওয়া তথ্যানুযায়ী বোলপুর স্টেশনে পৌঁছে আবদুল কুদ্দুস ওরফে শেখ মুন্নাকে গ্রেপ্তার করে। পাঁড়ুই থানার কেন্দ্রডাঙালে রাস্তার উপরে কুদ্দুসের সাইবার ক্যাফেতে কাজ করতো মীরাজ। সেই সাইবার ক্যাফেতে হানা দিয়ে অফিসাররা কম্পিউটার থেকে শুরু করে ল্যাপটপ, হার্ড ডিস্ক-সহ একাধিক নথি বাজেয়াপ্ত করে। ধৃতদের সূত্র ধরে বোলপুর জামবুনির গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহের কাছে একটি সাইবার ক্যাফেতে হানা দেয় এসটিএফ। দুই ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়ে ক্যাফের মালিক ইমরান আহমেদের একটি ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করে অফিসাররা। সাইবার ক্যাফের আড়ালে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে আধার নম্বর ও ওটিপির যোগান দেওয়ার কাজ করতো ধৃতরা। ধৃতদের মোবাইল ফোন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে বৈদেশিক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে এসটিএফের অফিসাররা। জামবুনির সাইবার ক্যাফ মালিক ইমরান আহমেদ বলে, 'এসটিএফের টিম আমার দোকানে এসে সব কিছু তল্লাশি করে দেখে। আমি তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করেছি। ওনারা আমার ল্যাপটপটা নিয়ে যায়।'

# আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ১

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর :** গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ১৪ জুলাই রাতে বারুইপুর থানার পুলিশ টংতলা এলাকা থেকে অস্ত্রসহ ১ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম আমানুল্লাহ মণ্ডল ওরফে কালো। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাতে রুটিন ডিউটি চলার সময় খবর আসে টংতলা এলাকায় এক সন্দেহজনক ব্যক্তি অস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার কথায় অসংগতি থাকায় তাকে আটক করে এবং তাকে তল্লাশিতে এটি ওয়ান শাটার বন্ধুক ও একটি কার্তুজ উদ্ধার হয়। পুলিশের অনুমান ধৃত ব্যক্তি কোন অপরাধমূলক কাজের সাথে যুক্ত। তবে সে একা ছিল না আর কেউ এই চক্রের সঙ্গে জড়িত সে বিষয়ে তদন্ত চলছে। ধৃতকে মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ।

# বাঘের আগমন ঠেকাতে স্টীলের নেট

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সুন্দরবন অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় নাইলনের জাল দেওয়ার পরেও জালের ছেঁড়া জায়গা দিয়ে বাঘ ঢুকে পড়ছে লোকালয়ে। সাম্প্রতিককালে মৈপীঠের নগেনাবাদ ও কুলতলির দেউলবাড়ি গ্রামে বেশ কয়েকবার বাঘের আগমন হয়েছিল। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা বনবিভাগ একযোগে প্রায় ১০০ কিলোমিটার এলাকায় বসাবে বিশেষ স্টিলের নেট। পুরো কাজটাই হবে ব্যাঘ্র প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে। এর আগে কুলতলির অল্প কিছু এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে স্টিলের ফেন্সিং বসানো হয়েছিল, যা এখনও টিকে

আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার রামগঙ্গা, মাতলা এবং রায়দিঘি রেঞ্জে কিছু অংশে নতুন স্টিলের জাল লাগানোর কথাবার্তা হয়েছে। বনবিভাগের এক আধিকারিক বলেন,'এখানে ৪১ কিলোমিটার জঙ্গল এলাকায় স্টিলের নেট লাগালে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

অন্যদিকে, এসটিআরের সজনেখালি, বসিরহাট রেঞ্জ সহ আরও কিছু এলাকায় জাল বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে টাইগার রিজার্ভের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিনের বলেন, 'সেপ্টেম্বর মাস থেকে জাল লাগানোর কাজ শুরু হবে। এই কাজ শেষ করতে কয়েক মাস লাগবে। তবে শীতকালের আগে বেশিরভাগ জায়গায় এই ফেন্সিংয়ের কাজ শেষ করার চেষ্টা করা হবে।'

# সুন্দরবনে সর্প দিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** হেলা'র (হিল হিউম্যান অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যালায়েন্স লিগ) উদ্যোগে সজনেখালী ফরেস্ট ক্যাম্পে বুধবার এই প্রথম সুন্দরবনে পালিত হল আন্তর্জাতিক সর্প দিবস। প্রকৃতি রক্ষায় সাপ এবং অন্যান্য প্রাণীদের ভূমিকা ও সাপের কামড়ে মানুষের

সমস্যার সমাধান শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা রাজেন্দ্র জাখর,সহকারী ক্ষেত্র অধিকর্তা জাষ্টিন জোন্স, বিজ্ঞানী প্রত্যুষ মহাপাত্র, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় , বিজ্ঞান কর্মী নারায়ণ চন্দ্র বাগ, বিশিষ্ট ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার ধৃর্তিমান মুখার্জী সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। এদিন সচেতনতা শিবিরে অতিথি ছিলেন সুন্দরবনের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, ওঝা, গ্রামীণ চিকিৎসক,ও বনকর্মীরা। সকলকে সচেতনতা মূলক লিফলেট দেওয়া হয়।

# আলোকপাত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ১৯ জুলাই– ২৫ জুলাই, ২০২৫

## যে ২১ আজও ব্রাত্য

শহীদদের নিয়ে নানা সংজ্ঞা নানা বিতর্ক রয়েছে। একসময় বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তারই জেরে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে মান্যতা পেয়েছে। অসমের শিলচর এবং পরবর্তীকালে পুরো পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনে বহু মানুষ প্রাণ হারান যাঁরা পরবর্তীকালে শহীদের মর্যাদা পান দেশবাসীর কাছে। সম্প্রতিককালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুরের ক্ষেত্রেও যারা প্রাণ হারিয়েছিলেন তারাও এ দেশে শহীদের মর্যাদা পেয়েছেন। উত্তরবঙ্গে বাংলা শিক্ষকের দাবিতে দুজন ছাত্র পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। স্থানীয় স্তরে তাঁরা শহীদ অবশ্যই। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে নিহতরা শহীদের মর্যাদা লাভ করেন নিজ নিজ দলীয় বলয়ে।

১৯৯৩ সালে একুশে জুলাই কলকাতার রাজপথে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে ১৩ জন কংগ্রেস কর্মী পুলিশের গুলিতে নিহত হন। পরবর্তীকালে গঙ্গা নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। বাম রাজত্বের অবসান ঘটেছে। কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছে। আজ রাজনৈতিক শাসনপাটে এক যুগের বেশি সময় ধরে রয়েছে সেই তৃণমূল দলটি। প্রতিবছর একুশে জুলাই সেই ১৩ জন নিহত কংগ্রেস কর্মীর স্মরণে অমর একুশে শহীদ দিবস পালন করা হয় রীতিমতো ধুমধাম সহকারে। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো আন্তর্জাতিক বিধি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অখন্ড ভারতের মুক্তির জন্য ২৬ হাজারের বেশি আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনা মরণপন যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। ইম্ফল কোহিমার বুকে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িয়েছিলেন। স্বাধীনতার অগ্রদূত সেই শহীদদের স্মরণে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্থাপন করেছিলেন এক শহীদ বেদী। ব্রিটিশ সেনাপ্রধান মাউন্টব্যাটেন ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন সেই সময়। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি উপেক্ষা করে আজাদ হিন্দ শহীদ বেদী ডিনামাইট দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন সিঙ্গাপুরে পদার্পণের পরেই। ইতিহাস সাক্ষী, আজাদ হিন্দের ভারত অভিযানের অভিঘাতে ব্রিটিশ দ্রুত ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। দেশভাগের ৭৫ বছর হয়ে গেছে। রাজনৈতিক দল গুলিও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কখনো বসে কখনোবা ক্ষমতা থেকে চলে যায়। নেতাজির নেতৃত্বে একুশে অক্টোবর ১৯৪৩ সালে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আজাদ হিন্দ সরকার এবং বিশাল আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। আজাদ হিন্দ সরকারের দিল্লি চলোকে স্মরণ করে দিল্লির লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রী আজাদ হিন্দ শহীদদের স্মরণ করলেও পরবর্তী একুশে অক্টোবরগুলি নীরবে নিভৃতে চলে যায়। কোন রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী এজেন্ডায় ২৬ হাজার আজাদী শহীদদের স্থায়ী স্মৃতি রক্ষার কথা আসে না। ভোট বৈতরণী পার হতে নেতাজি কিম্বা আজাদী যোদ্ধাদের প্রয়োজনীয়তা তাদের কাছে ফুরিয়েছে। ভোটের আগে যতটুকু নেতাজি প্রসঙ্গের প্রয়োজন হয় নেতা–নেত্রীরা ততটুকুই করেন। সারা ভারতের কোনো প্রান্তে নেতাজির আজাদ হিন্দ শহীদদের নাম খোদিত কোনও প্রাঙ্গন গড়ে ওঠেনি আজও। হিন্দু–মুসলিম–ইশাহি জনজাতি উপজাতির বুকের রক্তে ভিজে গিয়েছিল উত্তর পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের মাটি। একুশে অক্টোবরকে স্মরণ করে কোন রাজনৈতিক দল কোন কর্মসূচি নেয় না। এ আমাদের জাতীয় লজ্জা।

## যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

### ‘উৎপত্তি প্রকরণ’

হে রাঘব! আগেই তোমায় বলেছি, চিত্তে প্রথমে সত্ত্ব–রজ–তম এই ত্রিগুণের উদ্ভব হয়, এবং তা থেকে এই ভ্রান্তিময় অসার জগৎ সৃষ্টি হয়। তাই বাসনার ক্ষয় সাধন ক"রে চিত্তকে তুমি বশীভূত কর। তা হলেই অবিদ্যা বা মায়াশক্তি নিষ্ক্রিয় ও বিলুপ্ত হবে। অন্য কোনভাবে মায়ার বিলুপ্তিকরণ করার কোন প্রয়োজন নেই। ব্রহ্ম হতে বাসনা এসে নিজের লীলানৃত্য দেখিয়ে ব্রহ্মেই বিশ্রান্ত হয়। সংসারভোগ করানো উদ্দেশেই বাসনার সেই লীলানৃত্য। অধ্যাত্মবিদ্যার প্রভাবে ব্রহ্মস্মৃতি জাগরিত হলে সেই মায়াশক্তির লীলানৃত্য স্তব্ধ হয়। বাসনাও ব্রহ্ম হতে সমাগত, তাই তার সর্বশেষ গতিও সেই ব্রহ্মই। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানেই নিখিল বিশ্বের সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ব্রহ্মে এই জগৎ পৃথক ভাবে যে প্রতিবিম্বিত হয়, তা অবিদ্যার প্রভাবে জাত মোহ থেকেই। তাই মোহ অর্থাৎ ভয়–লজ্জা–আশঙ্কা–বিষাদ ইত্যাদি বিভ্রম কোনভাবেই কাম্য নয়। যে অজ্ঞ, দেহনাশে তারও আত্মা কখনও বিনষ্ট হন না। হে রাম! দেহ থাকুক বা না থাকুক, কেউ জ্ঞানসম্পন্ন হোক বা না হোক, আত্মা সর্বদা অবিকারী হয়েই বিরাজমান থাকেন। দেহের ধর্ম হল জরা–ব্যধি–নাশ। আত্মা অধর্মক, তাই তাঁর জরা–নাশ বা অন্য কোন বিকার হতে পারে না। কিন্তু বাসনা–সঙ্কল্পের আবরণ অপাসারিত না হলে, সেই আত্মাকে বদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়। জীবাত্মার এই বদ্ধদশা স্বীয় প্রচেষ্টায় উচ্ছিন্ন করতে হয়। বুদ্ধিকৃত বন্ধন এবং বন্ধনমুক্তিতে আত্মার কোন ইচ্ছা–অনিচ্ছা থাকে না। আত্মা নিরীহ অর্থাৎ ইচ্ছাবিহীন এবং ভেদাতীত। যাবতীয় ভেদ–অভেদ বুদ্ধিকৃত। স্বচ্ছ আয়নায় প্রতিফলিত দৃশ্যের মত নির্মল আত্মায় যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তাতে আত্মার কোন বিকার ঘটে না। এখানে উপস্থিত সকল শ্রোতাই নিশ্চয় আমার বিচারবাক্যসমূহে সত্যজ্ঞান ধারণা করতে পারছেন। আত্মার অতিরিক্ত যা কিছু মূর্ত বা বিমূর্ত, সৎ বা অসৎ, সবই আত্মায় আশ্রিত। আত্মজ্ঞানলাভ হলে, একমাত্র যিনি আছেন, অর্থাৎ সেই চিন্ময় আত্মা ভিন্ন অন্য সমস্ত কিছু বিগলিত হয়ে যায়। সমস্ত মিথ্যা মোহ, মিথ্যা ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে জীব সপ্রকাশ নির্মল আত্মায় পরম বিশ্রান্তি পায়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

## ফেসবুক বার্তা

### নদীয়ার গৌরব

চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন ৬৫ বছরের বাংলার অভিজ্ঞ নদীয়ার পর্বতারোহী বসন্ত সিংহরায়, প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই ১৩ জুলাই বিকাল ৪:১০ নাগাদ বসন্ত সিংহরায়, প্রশান্ত সিংহ, পার্থসারথি লায়ক, যদু দেবনাথ এবং সনাতন দাস হাওয়াই এর কোয়া রং-২ সামিট করেন



# জমিদারী পরম্পরায় বাংলা নিলামের বধ্যভূমি

**সুবীর পাল**

নিলাম চলছে গো নিলাম। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ব্যাপী তৃণমূলের জায়গীরদারির নিলাম চলছে। কে নেবে এলাকার রাজ্যপাট! শুধু বুঝে নাও বখরার হাঁক ডাক আর প্রপার চ্যানেলটা। তাহলেই মার দিয়া কেল্লা।

না না বাবা আমি যেচে এসব কথা বলতে চাইছি না। গণতান্ত্রিক রাজ্যে আমার ঘাড়ে কটা মাথা আছে বলুন তো যে আমি এসব খামোখা বলতে যাব। আমি কি পাগল?

তবে এসবের আবার ঘোষক কে শুনি? বক্তা আর কেউ নন। তিনি হলেন স্বয়ং তৃণমূলের পিঙ্ক বয় রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী ও লাভলি মদন মিত্র। তাঁর বক্তব্য এখন সিপিএম ক্যাডারদের কাছে জনে জনে ভাইরাল। যদিও ওই ট্রোল করা ভিডিও"র সত্যতা যাচাই করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে সেই ভিডিও যে ফেক এমন মন্তব্যও সেলের অভিযোগকেই মান্যতা দেয় সরাসরি।

এইসব অভিযোগ বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও বিকেলে চায়ের দোকানের ঠেক থেকে প্রভাতী মাছের বাজারে এই রাজনৈতিক নিলাম কেচ্ছার ফিসফিসানি তো সমানেই প্রতিদিনের গণ আড্ডার খিল্লিতে পরিণত হয়ে উঠেছে। এই ভিডিও তারই একটা স্বীকারোক্তির ডকুমেন্ট মাত্র।

২০১১ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পদে বসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সততার প্রতীক হিসেবে। বামফ্রন্টের অপশাসনের সুযোগ নিয়ে বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের শাসক দলের ক্ষমতা লাভ করে!

আজকে ২০২৫ সালে সেই তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিধায়ক সেই সততার মহিমান্বিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সম্পর্কে বলে কিনা, দলে সেল চলছে। গুড ইনভেস্টমেন্ট। টাকা উঠে আসবেই অনেকগুন বেশি আকারে।




এই লেখার সময়কাল পর্যন্ত মদন মিত্রের কাছ থেকে শোনা যায়নি। অবশ্য ভিডিওতে মদন মিত্রের বক্তব্য শুনে এটাই মনে হয় প্রাক্তন এই মন্ত্রীর বুকের পাটা এখনও বেশ স্ফীত।

ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, মানি ট্রানজেকশন হচ্ছে। আমি মদন মিত্র। এমএলএ হলাম। আমার কোনও ক্ষমতা ছিল না। রাতারাতি ১০০ কোটি টাকার মালিক হয়ে গেলাম। আমার এখন পদ চাই। ভাই আমাকে একটা মন্ত্রী করে দে। একটা ভালো মন্ত্রী হতে গেলে ১০ কোটি টাকা লাগবে। আমি দিয়ে দিলাম। মন্ত্রী হল কি হল না পরের কথা। মন্ত্রী না হলে টাকা চলে গেল। মন্ত্রী হলে ১০ কোটি দিয়ে ২০ কোটি বানালাম। নিচের তলাতেও একই অবস্থা। ব্লকের পদ, সমিতির পদ, পঞ্চায়েতের পদ, জেলা পরিষদের পদ, জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পদ, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পদ, সবেতেই সেল চলছে। ডালহৌসি এলাকার প্রেসিডেন্ট পদে ১০ লক্ষ টাকার সেল চলছে। টাকা তো উঠেও যাচ্ছে। এটা তো গুড ইনভেস্টমেন্ট।"

এটা মানতেই হবে, ভিডিওতে উল্লেখ করা কামারহাটির তৃণমূল বিধায়কের এই বক্তব্য তো নিজের দলের বিরুদ্ধে যাবতীয় পদ নিলামের চলমান

এটা কি স্বাধীন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক অঙ্গরাজ্য? এখানে সত্যিই কি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নামে পদ পাইয়ে দেবার পরিবর্তে নগদ টাকার নিলাম চলে? এই প্রশ্নগুলো আজ সমগ্র রাজ্যবাসীর। আর উত্তর তো কামারহাটির বিধায়ক থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জন দরবারে পেশ করে ফেলেছেন।

২০১৯ সালে ২ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আপাদমস্তক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলকে তুলোধনা করেছিলেন রাজনৈতিক ভাষণে। সেদিন দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়ামে রাজ্য শাসক দলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বেনিয়মের অভিযোগ তুলে বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে এখন ট্রিপল টিয়ের কালচার চলছে। প্রথমটি হল তৃণমূল, দ্বিতীয়টি হল তোলাবাজি আর শেষটি বলতে ট্যাক্স। সুতরাং এই রাজ্যে তৃণমূলের তোলাবাজির নিলাম ফর্মূলা যে নিজেদের দলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গিয়েছে সংক্রামক ব্যাধির আকারে তা প্রধানমন্ত্রীর বছর ৬ আগেকার ভাষণেই জলের মতো পরিষ্কার।

নামে দলের বিভিন্ন সংগঠনের কতই না পোষাকি বাহার। অথচ এর গূঢ় তত্ত্ব হলো, টাকা ঢালো টাকা তোলো। মাঝখানে ৭৫:২৫ বখরা। অন্যথা ঘটালেই করাপশনে কিন্তু দলের জিরো পার্সেন্ট নো টলারেন্স নীতি অ্যাপ্লিকেবল হতে বেশি সময় খরচ করবে না দলেরই মুখপাত্রদের ফুল বেঞ্চ। আর মানি ফ্লোয়ের পাইপ লাইন নিক্তির মাপে হিসসা বজায় থাকলে তোমরা অবশ্যই তখন দলেরই একান্ত সম্পদ বনে যাবে। উফ্ কি পার্টি কালচার মাইরি। কেন জানি না এসব ইস্যুই তো এখন সোস্যাল মিডিয়ায় হটকেক ফিচেল আপলোড বেগরবাই বং জংশনের। বিশেষতঃ সিপিএম ও বিজেপি লবির ভাইরাল গদ্য পদ্য গ্রুপে গ্রুপে। তবে সবুজ ঘাসফুল শিবিরও আত্মপক্ষ সমর্থন কমে যায় না। তাদের অবশ্য স্টিরিও টাইপ কমন বুলি, এসব বিরোধীদের হতাশাজনিত অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং গুজরাট, উত্তরপ্রদেশে গিয়ে দেখুন কি নৈরাজ্য চলছে। শাসক–বিরোধী কাজিয়া তো সমানে চলছে ও চলবেই। সামাজিক প্ল্যাটফর্ম থেকে জোকারের নিয়ত আস্বাদও আমরা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তাই বলে মদন মিত্রের এই বক্তব্য কি করে আমরা রাজ্যবাসী বিরোধীদের অপপ্রচার বলে মেনে নেব বলুন তো? শাসক দলও তো কামারহাটির বিধায়কের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সে হাঁটছে না এখনও পর্যন্ত! কি অদ্ভুত তাই না। কেন জানি মনে হয়, ডাল মে কুছ তো কালা হ্যায়।

স্বাধীনতার পূর্বে ব্রিটিশ শাসনকালের ভারতবর্ষকে মনে পড়ে। সেই যে সেই জমিদারী প্রথা। বিভিন্ন এলাকায় ব্রিটিশ সরকার তাদের পেয়ারের জমিদার নিয়োগ করতেন। বিনিময়ে আন্ডার টেবিল মানি ট্রানজেকশন, সঙ্গে স্থানীয় মৌতাত সাপ্লাই। তাছাড়া কর আদায় করে নিজের রেখে বাকি সরকারি কোষাগারে জমা দাও। এস ওয়াজেদ আলীর লেখা সেই ট্র্যাডিশন এখন চলছে সমান তালে। বদলে গিয়েছে শুধু সময়। পাল্টে গিয়েছে কুশীলবেরা। অ্যাপ্রোচেও বদলা নয় বদল ঘটেছে সিস্টেমের নয়া ট্যুইস্টে। ব্রিটিশ সরকার ও জমিদার পাল্টে হয়েছে শাসক সরকার ও এমএলএ থেকে ব্লকের পদ, পঞ্চায়েতের পদ নিদেন পক্ষে গণসাংগঠনিক পদ। আবার বলি, এসব আমার কথা নয় মোটেও। কেউ ভুল ভাববেন না আমায়। এসব যে সকলের এভারগ্রীন মদনদার সরেস উবাচ। কর আদায় পুরোপুরি পাল্টে গেছে এখন। তোলাবাজি এখন বাজারে এসে গেছে। অনেকটা মাল নাও মাল দাও শর্তে।

পরাধীন শৃঙ্খলের মুক্তি পথ অতিক্রম করে আজ আমরা স্বাধীনতার সাত দশক পেরিয়ে আট শতকের দোর প্রান্তে দাঁড়িয়ে। অথচ আটপৌরে বাংলার মানসিকতা পাল্টালো কই? বারেবারে শাসক বদলেছে ঠিকই। কিন্তু শাসনের ধরণটা বদলালো কই? শাসক সত্যিই মহিমাময় জমিদার। গোটা বাংলাটাই তো আজ ঘাসফুলের জায়গীরদারের অধীনে। আগে যেমন ছিল চরকামার্কা তেরঙ্গা ও লাল শালুর দখলে এখানে কর মানে তোলা। এখানে মৌতাত মানে পিঠে।

## অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে ‘আয়ুষ্মান ভারত’

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকে পৌঁছে একটি কারিগরি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে, যার শিরোনাম ‘মেপিং দ্যা অ্যাপ্লিকেশন অফ আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ইন ট্রাডিশনাল মেডিসিন।’ প্রবন্ধটিতে প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) একীভূত করার ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগণ্য ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, বিশেষত আয়ুষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে। ভারতের প্রস্তাবের ভিত্তিতেই এই প্রবন্ধ তৈরি হয়েছে, যা প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতিতে এআই প্রয়োগের জন্য হু–এর প্রথম রোডম্যাপ রচনা করেছে।

ভারত প্রথাগত আয়ুষ পদ্ধতির শক্তিকে বিকশিত ও সম্প্রসারিত করতে এআই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। প্রধানমন্ত্রী দেশের ডিজিটাল স্বাস্থ্য উদ্ভাবন এবং প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতির একীভবনে ভারতকে বৈশ্বিক নেতৃত্বের আসনে বসাতে চাইছেন। ২০২৩ সালে গ্লোবাল পার্টনারশিপ অন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (জিপিএআই) সম্মেলনের উদ্বোধনী




অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমরা ‘সবার জন্য এআই’–এর চেতনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সরকারি নীতি ও কর্মসূচি তৈরি করেছি। আমাদের প্রচেষ্টা হল, সামাজিক উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির জন্য এআই–এর সম্পূর্ণ ক্ষমতাকে কাজে লাগানো।”

আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব বলেন, হু–এর কারিগরি প্রবন্ধে উল্লিখিত ভারতের এআই–ভিত্তিক উদ্যোগগুলো প্রথাগত চিকিৎসাকে অগ্রসর করার জন্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গভীর অঙ্গীকারের প্রতিফলন। তিনি বলেন, ‘এই স্বীকৃতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির দূরদর্শী আহ্বানের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্যতা তুলে ধরে, যেখানে প্রথাগত চিকিৎসার বৈশ্বিক গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এআই এবং আয়ুষ পদ্ধতির সমন্বয়ের মাধ্যমে, এবং এসএএইচআই পোর্টাল, নমস্তে পোর্টাল ও আয়ুষ রিসার্চ পোর্টালের মতো অগ্রগামী ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে, ভারত শুধুমাত্র শতাব্দী প্রাচীন চিকিৎসা–জ্ঞান সংরক্ষণ করছে না, বরং ব্যক্তিকেন্দ্রিক, প্রমাণভিত্তিক ও বিশ্বজনীনভাবে সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবার ভবিষ্যত গড়ে তুলছে।”

আয়ুষ মন্ত্রকের সচিব বৈদ্য রাজেশ কোটেচা বলেন, ‘হু–এর নথিতে ভারতের নেতৃত্বাধীন একাধিক এআই–চালিত উদ্ভাবনের কথা উল্লেখ রয়েছে যেমন প্রাকৃতিক শারীরিক প্রকৃতি–ভিত্তিক মেশিন লার্নিং মডেল ব্যবহার করে পূর্বাভাসমূলক রোগ নির্ণয় এবং আধুনিক জিনতত্ত্বের সঙ্গে আয়ুর্বেদের জ্ঞানকে যুক্ত করে বৈপ্লবিক Ayurgenomics প্রকল্প। এই ডিজিটাল রূপান্তরের মূল ভিত্তি হল আয়ুষ গ্রিড, যা ২০১৮ সালে চালু হয়েছিল। এটি এসএএইচআই পোর্টাল, নমস্তে পোর্টালসহ একাধিক নাগরিককেন্দ্রিক উদ্যোগের ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।’

## পাঠকের কলমে

### বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি

সড়ক যোগাযোগ সুস্থ মানব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই সড়ক যোগাযোগ যখন মানুষের বিপদের সম্মুখীন হয় তখন পথ চলতে মানুষের দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। এমনি এক সড়ক হাওড়া ডোমজুড় থানার অন্তর্গত ডোমজুড় ৫৭–এ বাস স্ট্যান্ড থেকে পার্বতীপুর যাওয়ার রাস্তা। বেহাল বিপদজনক রাস্তা দিয়ে চলছে নিত্যদিনের যাতায়াত। এমনিতেই দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে যাতায়াতের খুবই অসুবিধা হচ্ছিল এলাকাবাসী থেকে নিত্যযাত্রীদের সকলের। তার উপর ভাড়ি বর্ষনের ফলে রাস্তার বেহাল অবস্থা। কিছু দিন আগে মাঝের পাড়ায় রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণ করা হয়। সেই ড্রেন নির্মাণ করার সময় যে মাটি ওঠে বর্ষার জলে ধুয়ে তা রাস্তায় নামলে আরও বিপদজনক হয়ে ওঠে পথ চলাচলে। এই রাস্তা দিয়ে ছোট বড় যানবাহন চলাচল করে, যেতে হয় ঐতিহ্যপূর্ণ পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির। স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে অসুস্থ মানুষের যাতায়াতের খুবই অসুবিধা। এলাকাবাসী ও নিত্যযাত্রীদের দাবি প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা সংস্কার, উপযুক্ত জল নিকেষ ব্যবস্থা না করলে আরও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এখন এলাকাবাসী ও নিত্যযাত্রীরা রাস্তা সংস্কারে প্রশাসনের উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে আছে।

**সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া**

### গাছ লাগিয়ে যত্নও নিতে হবে

বছর ঘুরে আরও একবার বেশ ঘটা করেই রাজ্যজুড়ে বন মহোৎসব পালনের তোড়জোড় চোখে পড়ল। পরিবেশ রক্ষার ডাক দিয়ে সরকারের তরফে পাড়ায় পাড়ায় বিনামূল্যের গাছ বিতরণের ছবিটা এর আগেও বহুবার দেখেছি। এবারও একবার দেখলাম প্রতিবারই বিভিন্ন জায়গায় মন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারি উচ্চ পদাধিকারীগণ এই বন মহোৎসব পালন উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে শামিল হন এবং অন্যান্যদেরও উৎসাহিত করে থাকেন। তাঁদের দেখাদেখি সাধারণ মানুষের একাংশও গাছ লাগানোর কর্মসূচিতে কার্যত হামলে পড়েন। কিন্তু, বিনা পয়সার গাছের চারাটি নিয়ে এসে কোনও একটা জায়গায় লাগানোর পরপরই যেন তাঁদের বেশিরভাগই দায়িত্ব শেষ বলে মনে করেন। সদ্য রোপণ করা গাছগুলির যে যথাযথ পরিচর্যার প্রয়োজন হয় সে বিষয়ে তাঁরা বেমালুম উদাসীন থাকেন। একটি গাছ বেড়ে ওঠার জন্য নিয়মিত পর্যাপ্ত জল, রোদ, সার প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু, সেসবের অভাবে কিছুদিনের মধ্যেই চারাগাছগুলি মারা যায় নয়তো আমি শৈশব থেকে প্রতিবারই এই সময়ে যেভাবে বৃক্ষরোপণের আড়ম্বর দেখে আসছি তাতে আমার মনে হয় রোপণ করা গাছগুলির অতি সামান্যতম অংশও বেঁচে থাকত তাহলে এরাজ্যের সর্বত্র সবুজ বনানীর ছবিটাই চোখে পড়ত। কিন্তু, হায় রে! এরাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এখনও ধূসর প্রান্তের ছবিটা বড্ড কষ্ট দেয়। তাই সকলের কাছে অনুরোধ, গাছ লাগানোর পর আবেগে না ভেসে যথাযথ যত্ন নিয়ে চারা গাছটিকে বড়ো করে তুলুন।

**প্রতিমা সরকার, পূর্ব বর্ধমান**

## দেশ দেশান্তরে

### সেনা নিয়োগ বিল নিয়ে বিরোধ ইসরায়েলে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ইসরায়েলের অতি–অর্থোডক্স দলগুলোর একটি, ইউনাইটেড টোরাহ জুডাইজম (ইউটিজে), প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ক্ষমতাসীন জোট থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। কারণ, যেশিভা ছাত্রদের জন্য সামরিক পরিষেবা থেকে অব্যাহতি দিতে একটি বিল প্রণয়নে দীর্ঘদিনের জট কাটেনি। ইউটিজের ৭ সদস্যের মধ্যে ৬ জন পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। ইউটিজের চেয়ারম্যান ইৎসহাক জোটে যোগদানের চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

গোল্ডকনফের একজন মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন, মোট ৭ ইউটিজে কনেসেট সদস্যই সরকার ছেড়ে যাচ্ছেন।

নেতানিয়াহুর জোটে থাকা কিছু ধর্মীয় দল চায় অতি–অর্থোডক্স ইহুদি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের জন্য সামরিক পরিষেবা থেকে অব্যাহতি রাখা হোক। অন্যদিকে, কিছু আইনপ্রণেতা সম্পূর্ণভাবে এ ধরনের



গোল্ডকনফ এক মাস আগে পদত্যাগ করেছিলেন। এর ফলে নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন জোট কনেসেটে (ইসরায়েলের সংসদ) ১২০ আসনের মধ্যে মাত্র ৬১ আসনের অতি ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টিকে থাকবে। শাস আরেকটি অতি–অর্থোডক্স দল একই পথে হাঁটবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ডেগেল হাতোরাহ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘আমাদের প্রধান রাব্বিদের সঙ্গে পরামর্শের পর, এবং সরকার পবিত্র যেশিভা ছাত্রদের মর্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতি বারবার লঙ্ঘন করায় এবং জোট ও সরকার থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।’

অতি–অর্থোডক্স দলগুলোর দাবি, যেশিভা ছাত্রদের সামরিক পরিষেবা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার বিল ২০২২ সালের শেষের দিকে ছাড় বাতিল করতে চান।

অতি–অর্থোডক্সরা দীর্ঘদিন ধরে সামরিক পরিষেবা থেকে অব্যাহতি পেয়ে আসছে, যা অন্য প্রায় সব তরুণ ইসরায়েলিদের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু গত বছর সুপ্রিম কোর্ট প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে সেই প্রথা বন্ধ করতে এবং ধর্মীয় ছাত্রদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছিল।

নেতানিযাহু নতুন সেনা নিয়োগ বিল নিয়ে তাঁর জোটের অচলাবস্থা কাটাতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন, যা বর্তমান সংকটের দিকে নিয়ে গিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর থাকা এই অব্যাহতি, যা বছর বছর বেড়ে বিপুলসংখ্যক মানুষকে প্রভাবিত করেছে, ইসরায়েলে এখন একটি উত্তপ্ত বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষত যখন সেনাবাহিনী গাজার যুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

### রাশিয়ার তেল কেনা দেশগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞার হুমকি ট্রাম্পের

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৪ জুলাই ইউক্রেনকে নতুন অস্ত্র প্রদানের ঘোষণা করেছেন এবং রাশিয়া যদি শান্তিচুক্তিতে রাজি না হয়, তবে রাশিয়ান রপ্তানি ক্রেতাদের ওপর নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়েছেন। মস্কোর ইউক্রেনের ওপর চলমান হামলায় হতাশ হয়ে এ নীতি পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তিনি।

তবে হুমকির সঙ্গে ট্রাম্প ৫০ দিনের সময় দিয়েছেন, যা রাশিয়ার বিনিয়োগকারীদের স্বাগত জানিয়েছে। রুবল আগের ক্ষতি থেকে পুনরুদ্ধার করেছে এবং শেয়ারবাজার ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।

হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসে ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক



রুটের সঙ্গে বসে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ওপর হতাশ। তিনি জানান, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মার্কিন অস্ত্র ইউক্রেনে যাবে। ‘আমরা অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরি করব এবং সেগুলো ন্যাটোতে পাঠানো হবে। ওয়াশিংটন ন্যাটোর মিত্রদের জন্য অর্থ প্রদান করবে। এই অস্ত্রের মধ্যে থাকবে প্যাট্রিয়ট আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র, যা ইউক্রেন বহুদিন ধরে অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে চাইছিল। এটি সম্পূর্ণ প্যাট্রিয়ট ব্যাটারি প্যাকেজ হবে। কয়েকদিনের মধ্যে কয়েকটি পাঠানো হবে এবং প্যাট্রিয়ট থাকা কয়েকটি দেশ এটি বদলাবে এবং তারা তাদের কাছে থাকা প্যাট্রিয়ট দিয়ে ইউক্রেনকে সহায়তা করবে।’

তিনি বলেন, অন্যান্য দেশের অর্ডার করা ১৭টি প্যাট্রিয়ট ব্যাটারি হয়তো খুব দ্রুত ইউক্রেনে পাঠানো যেতে পারে।

ন্যাটোর সেক্রেটারি রুটে জানান, জার্মানি, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস এবং কানাডা সবাই ইউক্রেনকে পুনরায় সশস্ত্র করতে অংশ নিতে চায়।রাশিয়ার ওপর তথাকথিত নিষেধাজ্ঞা আরোপের ট্রাম্পের হুমকি কার্যকর হলে, এটি পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা নীতিতে বড় পরিবর্তন হবে। যুক্তরাষ্ট্রের উভয় রাজনৈতিক দলের আইনপ্রণেতারা এমন একটি বিলের পক্ষে চাপ দিচ্ছেন, যা এই ধরনের ব্যবস্থা অনুমোদন করবে, যেখানে রাশিয়ার থেকে তেল কেনে এমন দেশগুলোকেও নিশানা করা হবে।

তিন বছরের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে, পশ্চিমা দেশগুলো মস্কোর সঙ্গে তাদের আর্থিক সম্পর্কের বেশিরভাগই ছিন্ন করেছে, তবে এমন পদক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে যা রাশিয়াকে অন্যত্র তেল বিক্রি করতে বাধা দেয়। ফলে মস্কো চিন ও ভারতের মতো ক্রেতাদের কাছে তেল রপ্তানি করে শত শত বিলিয়ন ডলার আয় করে যেতে পেরেছে।

## সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

# কৃষিকাজে বাড়ছে ড্রোনের ব্যবহার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রণাঙ্গন থেকে শুরু করে কৃষিক্ষেত্র ড্রোনের বিচরণ এখন সর্বত্রই। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ড্রোনের সাহায্যে কষ্টসাধ্য নানাবিধ কাজ অনায়াসে করা সম্ভব হচ্ছে। ভারতে উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্যশস্যের চাহিদাও বেড়ে চলেছে। বিশ্ব উষ্ণায়ণের কুপ্রভাবে ও আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষিক্ষেত্র। ফলে সময়মতো চাষাবাদের কাজ ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি ফসল তোলার ক্ষেত্রেও বিস্তর সমস্যায় পড়ছেন চাষিরা। তবে, ড্রোন প্রযুক্তি কৃষিকাজে কিছু ক্ষেত্রে বেশ সুফল দায়করূপে গণ্য হওয়ায় উপকৃত দেশের কৃষিক্ষেত্র। রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলার কিছু অংশে কৃষিক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহার শুরু হয়েছে। বিশেষ করে কালনা মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ধান, পাট, আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি চাষাবাদে অনেকেই গতবছর থেকে ড্রোন ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছেন। এর সাহায্যে তরল সার (ন্যানো সার), কীটনাশক প্রভৃতি উপকরণগুলি অল্পসময়ে নিরাপদে সমানভাবে অনেক বেশি পরিমাণ জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। কালনা শহরের



জিউধারায় সর্বমঙ্গলা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের পদস্থ কর্মী কার্তিক কোলের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে এবং 'ইফকো'র কারিগরি সহায়তায় বিগত একবছর যাবৎ কৃষিক্ষেত্রে ড্রোন পরিষেবা প্রদানের কাজ চলেছে। চাষিদের কিনে দেওয়া সেই উপকরণ তাঁদের কৃষিক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে ড্রোন পরিষেবা প্রদানের জন্য বিঘা প্রতি ৮০–১২০ টাকা ধার্য্য করা হচ্ছে। সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে কৃষিমজুরের অপ্রতুলতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাষিদের দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয়। কার্তিক কোলে জানিয়েছেন, অদূর ভবিষ্যতে কৃষি জমিতে রাসায়নিক দানা সারের ব্যবহার সীমিত হবে। দানা সারের প্রভাবে মাটি নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ফলনও মার খাচ্ছে, বিকল্প হিসেবে তরল সার অর্থাৎ ন্যানো সার গাছে স্প্রে করে দেওয়া হচ্ছে। এই কাজের জন্য ড্রোনই হল যথোপযুক্ত। ১০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কন্টেইনারবাহী একটি ড্রোন মাত্র ৮–১০ ফুট উচ্চতায় উড়িয়ে কৃষিক্ষেত্রে তরল সার সহ কীটনাশক সমানভাবে অতি দ্রুততার সঙ্গে এবং নিরাপদে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। গতবছরের আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত কালনা মহকুমা এলাকায় প্রায় সাড়ে ৫০০ বিঘা কৃষিজমিতে ড্রোনপ্রযুক্তিতে ন্যানো সার ছড়ানো হয়েছে। প্রতিনিয়ত চাষিদের অনেকেই এই উন্নততর প্রযুক্তির প্রতি উৎসাহ দেখাচ্ছেন বলে কার্তিকবাবু দাবি করেছেন।

## সাইবার ক্রাইম ও তার প্রতিকার



*সাইবার ক্রাইমে জেরবার ভারতের সাধারণ মানুষ। দেশে এতো আইন থাকতে কীভাবে এই প্রতারক, জালিয়াতদের পক্ষে এই কাজ সম্ভব হচ্ছে? এর কারণ কি ভুক্তভুগিদের অজ্ঞতা, পুলিশের ব্যর্থতা, নাকি ভারতের বিচার ব্যবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মানুষের সচেতনতার স্বার্থে আলিপুরবার্তা সম্পাদকের অনুরোধে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা অরিন্দম আচার্য বহুদিন পরে আবার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও নানা সূত্রে পাওয়া তথ্য নিয়ে পাঠকদের জন্য কলম ধরলেন।*

# এই বছরে নতুন ছক শুরু!




দক্ষিণ কলকাতার এক বাসিন্দার নাম বিশ্বজিৎ দাস। জব্বলপুরে মেডিকেল সারঞ্জাম সংস্থার এক উচ্চপদে কর্মরত। সারা ভারত জুড়েই তাদের ব্যবসা। কাজের সূত্রে ওনাকে প্রচুর ফোন রিসিভ করতে হয় হঠাৎ একদিন একটি ফোন রিসিভ করার পরে তাকে বলা হয় উনি এনসিবি (নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো) দিল্লী হেড অফিস থেকে বলছেন। ওনাদের কাছে তার বিরুদ্ধে ড্রাগ পাচারের গুরুতর অভিযোগ এসেছে। কলকাতা এয়ারপোর্টে ওনার নামে যে ড্রাগ ভর্তি পার্সেল পাওয়া গিয়েছে তা সব বাজেয়াপ্ত হওয়ায় তাকে আদালত থেকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাইবার কোর্টে হয় নিজে উপস্থিত থেকে বা ভার্চুয়ালি হাজির হয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তাকে একটি লিংক পাঠানো হয়। সে ভয়ে নিজেকে বাঁচাতে সেই লিংকে ক্লিক করতেই দেখে একটি আদালতের ভিডিও ছবি, সেখানে কালো কোর্ট পরিহিত এক উকিল এজলাস থেকে উঠে বিচারকের সঙ্গে ওনার হয়ে সাওয়াল করলেও বিচারক সব শুনে ওনাকে গুরুতর অপরাধী ও উনি মূল চক্রী বলে ঘোষণা করলেন এবং ৭ দিন পরে আবার ডেট ফিক্সড হল। ফলে উনি এই কেস থেকে জামিন পেতে প্রথমে ৭০ হাজার টাকার পাঠাবার সাথে ওনার ব্যাংক একাউন্ট, আধার কার্ড নম্বর সহ আরো অনেক তথ্য ওনাদের কথামতো আর একটি নতুন লিংকে পাঠাতে বলায় তার সন্দেহ হয় এবং সাথে সাথে লোকাল থানায় জানাতেই পুলিশ তদন্তে জানতে পারে একটি ভুয়ো আদালত তৈরি করে পুরো ঘটনাটি সাজিয়ে দিল্লী থেকে পরিচালনা করা হয়েছে। পুলিশের তৎপরতায় সেদিন সাথে সাথে ওনার সমস্ত ব্যাংকের পেমেন্ট স্টপ না করে দিলে ওনার ২৫ লক্ষ টাকাও ভ্যানিশ হয়ে যেত। এরকম কল, লিঙ্ক, ভিডিও এখন বহু মানুষের কাছে যে শুরু করেছে ধানধান না হলেই সর্বনাশ। (চলবে)

# সীমান্ত বানিজ্য বন্ধ হাহাকার কাজের

**প্রথম পাতার পর**

এর আগে গত ১৭ মে বাংলাদেশ থেকে প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফল, ফলের জুস, কোল্ড ড্রিংকস্, প্লাষ্টিক, কাঠের আসবাব ইত্যাদি আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তার আগে ৯ এপ্রিল কোলকাতা বিমানবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে বনগাঁ ট্রাক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অশোক দেবনাথ বলেন, 'বনগাঁয় প্রায় ২৫০ টি ট্রাক চলত। এই নিয়ন্ত্রনের ফলে তা পুরো বন্ধ। এই সব ট্রাক চালক, ট্রাক মালিকরা এখন কার্যত বেকার। এদিকে রপ্তানিও প্রায় তলানিতে। প্রতিদিন প্রায় ১০০ গাড়ি আসত পাঠজাত পণ্য নিয়ে। পেট্রাপোল স্থল বন্দরকে বন্ধ করে তা মুম্বাই জলপথ দিয়ে আমদানি করা হচ্ছে। এমনিতেই ২০২২ সালের মে মাসে রাজ্য সরকার 'সুবিধা' পোর্টাল চালু করার পর প্রায় ১০ হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। ২০২২ সালের মে মাসের আগে পুরসভার পার্কিংয়ে কাজ করত প্রায় দেড়শো লোক। বনগাঁয় ছিল প্রায় ৩০–৪০ টি পার্কিং লট। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের স্থল বন্দরে আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্তে নতুন করে বেকারত্ব তৈরি হল। বনগাঁয় গাড়ি ছিল প্রায় ৫–৬ হাজার। এখন সেই এশিয়ার বৃহত্তম স্থল বন্দর এক প্রকার শ্মশানের চেহারা নিয়েছে। এখন গাড়ির সংখ্যা সর্বমোট প্রায় সাত আটশো তে নেমে এসেছে।ছোটো ছোট ট্রাক মালিকরা এখন আর নেই। এই সব ট্রাক মালিক, চালক, খালাসি মিলিয়ে প্রায় ৮–১০ হাজার মানুষ অন্যত্র চলে গিয়েছে। কেউ অন্য মালিকের ট্রাক চালাচ্ছেন, কেউ কেউ পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছেন। অনেকেই পেশা বদল করে টোটো চালাচ্ছেন, কেউবা হকারি করছেন। এদিকে বাংলাদেশ থেকে পাট আসা বন্ধ হতেই এখন পাটের দাম কিলো প্রতি দশ–বারো টাকা বেড়ে গিয়েছে। ফলে সমস্যায় পড়েছে জুট মিলগুলোও।' পেট্রাপোল স্থল বন্দরের জনৈক ক্লিয়ারিং এজেন্ট ধৃতিমান পাল বলেন, পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে যে পরিমান পণ্য ভারতে ঢুকত, সেগুলো লোডিং–আনলোডিং,গুদামে সংরক্ষন, নথিপত্র যাচাই সহ ক্লিয়ারিং–এর কাজ করতেন কয়েক হাজার স্থানীয় শ্রমিক, মজদুর। এখানেই রুজি রুটির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছিলেন কয়েকশো ছোট ছোট ব্যবসায়ী। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নির্দেশে আজ তারা অথৈ জলে পড়েছেন। এমনকি এর ফলে সীমান্ত শহর বনগাঁর অর্থনীতিও ভেঙে পড়েছে।'

## উত্তরের আঙিনায়

# নাথুলা–বাবা মন্দির পরিচ্ছন্নতা অভিযান





**জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি:** সিকিম সরকারের পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগ, বিভিন্ন অংশীদারদের সহযোগিতায় ১৬ জুলাই নাথুলা ও বাবা মন্দির সড়কপথে সফলভাবে একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযান আয়োজন করে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল সড়কের পাশের পরিবেশকে সবুজতর করে তোলা এবং সিকিমকে একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব হিমালয় রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা।

এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে ট্রাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ সিকিম, সিকিম অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল এজেন্টস, সিকিম ইউনাইটেড ট্যুর অপারেটরস, সিকিম গাইড অ্যাসোসিয়েশন, জেএন রোড ট্যাক্সি ড্রাইভার–কাম–মালিক অ্যাসোসিয়েশন, জেএন আরএন রোড অ্যাসোসিয়েশন, নর্থ সিকিম ড্রাইভারস অ্যাসোসিয়েশন এবং ছাঙ্গু পোখরি সংরক্ষণ সমিতি। পুলিশের চেকপোস্ট কর্মী ও ভারতীয় সেনাবাহিনী এই অভিযানে সম্পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে। পর্যটন ও বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের আধিকারিকরাও পরিচ্ছন্নতা অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এই দলগুলি নাথুলা করিডর অঞ্চল জুড়ে বর্জ্য অপসারণ, সৌন্দর্যায়ন ও টেকসই পর্যটন চর্চার প্রসারে কাজ করে।

পর্যটন বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক তেনজিং গেলেক ভুটিয়া এই ধরনের উদ্যোগগুলির দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়নের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুধু নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নয়, বরং এটি একটি সচেতনতা অভিযানের অংশ হওয়া উচিত, যা সাধারণ মানুষ ও পর্যটন সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলবে। তিনি একে সরকারের বৃহত্তর 'সুনালো সিকিম' স্বপ্নের পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখেন–যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হবে।

তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতের কৌশল নির্ধারণে বিভিন্ন অংশীদারদের মতামত, বিশেষ করে ট্যাক্সি চালকদের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা পর্যটকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখেন। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি সড়কপথ এবং পর্যটন আকর্ষণগুলিকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি। পর্যটন খাতে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

# পাস না পাওয়ায়

**প্রথম পাতার পর**

সুন্দরবন মৎস্যজীবী রক্ষা কমিটির এক সদস্য বুধবার বলেন, 'বনমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সাতদিন পেরিয়ে গেলেও কোনও নির্দেশ না আসায় সমস্যায় পড়েছেন মৎস্যজীবীরা। কেউ কেউ লুকিয়ে মাছ ধরছেন। ধরা পড়লে মোটা টাকার ফাইন দিতে হবে। সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, দ্রুত লাইসেন্স সংক্রান্ত নির্দেশিকা বের করা হোক।' মৎস্যজীবিরা বলেন, 'পেটের টানে আমাদের নদীতে মাছ ধরতে যেতে হচ্ছে। সরকার বি এল সি পাস দ্রুত আমাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করুক।'

# চেষ্টা বিফলে, বিপন্ন গঙ্গাসাগর

**প্রথম পাতার পর**

এ বিষয়ে এলাকাবাসী মর্জিনা বিবি জানান, এরপরে কি হবে আমরা জানিনা। ভাঙন মেরামত করার জন্য যেটুকু কাজ করেছিল সেটুকু কাজও নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। অস্থায়ীভাবে কাজ করলে কোন সমাধান হবে না। এই নদী ভাঙন রোধ করার জন্য স্থায়ী কাজ করতে হবে। আমরা আতঙ্কে রয়েছি, আগামী দিনে আরও বড় বড় কোটাল রয়েছে সেই কোটালে কি অবস্থা হবে আমরা বুঝতে পারছি না। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভেঙে যাওয়া ইলেকট্রিক পোস্ট গুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হরিপদ মণ্ডল জানান, রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানে যেটুকু করা সম্ভব সেটুকু করা হচ্ছে। মাটির নদী বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। কিন্তু মাটির নদী বাঁধ স্থায়ী সমাধান নয়। আমরা চাই কপিল মুনিকে রক্ষা করার জন্য সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার জন্য এই বাঁধ নির্মাণে সাহায্য করুক কেন্দ্র সরকার। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারের যৌথ উদ্যোগে স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ একমাত্র সমাধান সূত্র না হলে কপিলমুনির ভবিষ্যৎ প্রশ্ন চিহ্নের মুখে এসে দাঁড়াবে।

# কাটোয়ায় ভয়াবহ ভাঙন

**প্রথম পাতার পর**

১৮ জুলাই সকালেও নদীর পাড় ভাঙতে দেখেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যা দেখে চরম উদ্বিগ্ন পূর্ব বর্ধমান জেলা এবং সন্নিহিত নদিয়া জেলার সীমান্তবর্তী নদীপাড়ের কৃষি অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দা। ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাটি সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে সরেজমিনে পরিদর্শন সহ ভাঙন রোধে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের সীমান্তবর্তী চরকবিরাজপুর, চরকালিকাপুর সন্নিহিত এলাকা লাগোয়া নদিয়া জেলার চরচাকুন্দি, সাধুগঞ্জ সহ বিস্তীর্ণ জনপদের কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য চরকালিকাপুর খেয়াঘাট পর্যন্ত পাকা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এই রাস্তা ধরেই ২ জেলার অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন দিকে যাতায়াত করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এইমুহূর্তে নদী ভাঙন রোধের জন্য সেচ দপ্তর কিছু কিছু পদক্ষেপ করবে। হয়তো বাঁশের খাঁচা কিংবা বালি ভরতি বস্তা নদীগর্ভে ফেলবে। তবে আতঙ্কিত বাসিন্দাদের আশঙ্কা, সেচ দপ্তর এখন যাই কাজ করুক না সেটা ভরা বর্ষায় ভাঙন রোধে কতটা কার্যকর হবে তা নিয়ে যথেষ্টই সন্দেহ রয়েছে।

# সমস্যায় ভুগছে পূজালী পাঠাগার

**প্রথম পাতার পর**

জানা যাচ্ছে, প্রায় ৫ থেকে ৬ বছর এই গ্রন্থাগারে কোন অডিট হয়নি। আরো একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, গ্রামীণ পাঠাগারে সাধারণত ৭০০০ থেকে ৭৩০০ বই থাকে। এই গ্রন্থাগার থেকে নাকি ৩০০০ বই হাপিশ হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে এই পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান কার্তিক ঘোষ জানালেন, তিনি মার্চ মাসে এই গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত দায়িত্বে এসেছেন। মথুরাপুরেও একটি গ্রন্থাগার আছে যার মূল দায়িত্বে আছেন তিনি। গ্রন্থাগারের পরিকাঠামোগত সমস্যা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, দীর্ঘদিন প্রশাসক বসে আছে এ ঘটনা সত্য। তিনি বিধায়ককে ইতিমধ্যেই দুজনের নাম পাঠাতে বলেছেন সেই নাম শীঘ্রই এসে গেলে আলিপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ৫–৬ বছর অডিট হয়নি এ ঘটনাও সত্য। তবে তিনি অডিটর নিয়োগ করে ফেলেছেন। খুব তাড়াতাড়ি অডিটও হয়ে যাবে।। কার্তিকবাবু আরো বলেন, আমাদের এখানে মূল সমস্যা হচ্ছে টয়লেটের এই টয়লেটের সংস্কার করা একান্ত দরকার। বাইরের গেটটি যেহেতু ভাঙ্গা আছে ওটারও মেরামত করা হবে। জায়গাটি নিচু হওয়ার কারণে জল জমে এই জল নিষ্কাশনেরও ব্যবস্থা করতে হবে এ ব্যাপারে তিনি উর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন। তবে গ্রন্থাগার থেকে ৩ হাজার বই হাপিশ হয়ে গিয়েছে এই অভিযোগ সত্য নয় বলে কার্তিকবাবু জানান। তিনি খাতা দেখে বলেন তার লাইব্রেরীতে ৭৩০০টি বই আছে। যদিও তিনি স্বীকার করেন, যেহেতু ইছুদিন হল আমি এই গ্রন্থাগারের অতিরিক্ত দায়িত্বে এসেছি, লাইব্রেবিরীর সব বই আমার পক্ষে গণনা করা সম্ভব হয়নি।

গোপন সূত্রে জানা যাচ্ছে প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহযোগীরা প্রত্যেকের দুটো কিংবা তিনটে লাইব্রেরিতে এডিশনাল ডিউটি করছেন। কিন্তু ৪জন এমন ব্যক্তি আছেন যারা একটা করে লাইব্রেরিতে কাজ করছেন। এই নিয়ে গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। সেই ৪ জন ব্যক্তি হলেন– ১) বিবেকানন্দ খাঁ ২) সুপ্রিয় পাল ৩) পুষ্পেন্দু শেখর নস্কর ৪) শীতল মণ্ডল। এছাড়াও একজন গ্রুপ ডি আছেন তিনি হলেন প্রকাশ দাস। তিনি আমতলার গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র কাজ করেন। অন্যদিকে, তারই সমপদমর্যতার নাজমুসবাবু ৩ টে লাইব্রেরিতে ডিউটি করছেন শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্বেও। এগুলো যত কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে, তারা ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। কেন এই বৈষম্য? যেখানে হায়াতনগরের বিশাল দুতলা লাইব্রেরী সম্পূর্ণ তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। বই এবং ফার্নিচারগুলি যেকোনো সময় উইয়ের পেটে যাবে। যেসব গ্রন্থাগারিক কেবলমাত্র একটি লাইব্রেরিতে ডিউটি করছেন তাদেরকে কেন ওই লাইব্রেরিতেগুলিতে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না? সেই সাথে বুড়ুলের সংঘশ্রী সংস্কৃতিক পাঠাগারে দীর্ঘদিন ধরে লাইব্রেরীয়ান নেই। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) ভাস্কর পাল বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে দপ্তরে এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে অবশ্যই পদক্ষেপ নেব।

# ঘুম ছুটেছে হিংলো ভাঙনে

**প্রথম পাতার পর**

লক্ষণ আকুড়ে নামে এক ব্যক্তির ঘর তলিয়ে গিয়েছে। সে এখন পরিবার নিয়ে অন্যত্র থাকছে। ১৫ জুলাই দুবরাজপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে স্মারকলিপি প্রদান করে বিজেপি নেতৃত্ব। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের ফলে এইরকম অবস্থা। হিংলো নদীর ভাঙনের গ্রাসে আমরা দিশেহারা। আমাদের ভবিষ্যতে কি অবস্থা হবে সেই ভেবেই চিন্তিত। রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে আমাদের। নলহাটি ১নং ব্লকের চাচকা কজওয়ে জলের তলায়। দ্বারকা নদের জল বেড়ে যাওয়ায় প্রায় ৩ সপ্তাহ ধরে জলবন্দি অবস্থায় বসবাস করছে ময়ূরেশ্বর ১নং ব্লকের বাজিতপুর গ্রামপঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত ওলা গ্রামের বাসিন্দারা। সেখানে দ্বারকা নদের উপর স্থায়ী সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। দুবরাজপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাজা আদক বলেন, নদীর কাছের বাড়ির লোকজনদের সর্তক কারা হয়েছে। ইরিগেশন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি। স্থানীয় বাসিন্দাদের করা অবৈধভাবে বালি উত্তোলনের ফলে নদীর ভাঙন বিষয়ে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বলেন, এইরকম অভিযোগ আমার কাছে এখনো আসেনি। নলহাটি ১নং ব্লকের রামপুর এলাকায় বন্যা দুর্গতদের জন্য বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যেগে কমিউনিটি কিচেনের মাধ্যমে খাবার তুলে দেওয়া হয়।

# জিমসে গ্রাজুয়েশন সেরিমনি

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ১২ জুলাই দক্ষিণ শহরতলীর বজবজের জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্স এন্ড হাসপাতালের দ্বিতীয় গ্রাজুয়েশন সেরিমনি উপলক্ষে প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে শংসাপত্র তুলে দিলেন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা জগন্নাথ গুপ্তা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার রাহুল গোস্বামী, হাসপাতালের চেয়ারম্যান কে কে গুপ্তা, সোদপুর জিমস হাসপাতালের চেয়ারম্যান বলরাম গুপ্তা, কমলেশ সিং সহ প্রতিষ্ঠিত ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মণ্ডলী। জগন্নাথ গুপ্তা এদিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজকে থেকে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা শংসাপত্র পেলেন তারা পূর্ণ ডাক্তার রূপে নিজেরা মানুষেদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবেন। ডাক্তার হওয়া মানে মানুষের এবং সমাজের মঙ্গল করা একথা সকলকে মাথায় রাখতে হবে। তিনি কৃতি ছাত্রছাত্রী যারা শংসাপত্র পেয়ে উত্তীর্ণ হলেন সকলকে আশীর্বাদ করেন। প্রসঙ্গত, জিমস হাসপাতাল ইতিমধ্যেই পূর্ব ভারতের অন্যতম হাসপাতাল হিসেবে নজির তৈরি করেছে। সুলভে মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সারা বছর জড়িয়ে থাকে জিমস হাসপাতাল।



# ধারাবাহিক ব্যর্থতার শিকার বাংলা

**প্রথম পাতার পর**

পড়ুয়াদের জন্য একাধিক প্রকল্প থাকা সত্বেও শিক্ষক, পড়ুয়ার অভাবে সরকারি স্কুলগুলি উঠে যাচ্ছে। স্কুল ছুট বাড়ছে, মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থী কমছে, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় অরাজকতার শিকার। লাইব্রেরিগুলি ধুঁকছে। শিক্ষকরা চাকরি বাঁচাতে, কর্মচারীরা হকের পাওনা গন্ডার দাবিতে রাস্তায়। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্য সাথী চালু আছে তবু বাড়ছে নাবালিকা বিয়ে, প্রসূতি মৃত্যু। পরিকাঠামোয় এত বরাদ্দ সত্বেও রাস্তাঘাট, নিকাশী খাল, নদী বাঁধ, গণ পরিবহন আজ ব্যর্থতার প্রতীক।

যে কোনো রাষ্ট্রের ভিত হল সেখানকার ভূমি ব্যবস্থা। ব্যর্থতার মাত্রা এতটাই বেশি যে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি এখন লুঠেরাদের কবলে। কেউ সরকারি দপ্তরের চেয়ারকে কাজে লাগিয়ে লুঠ করছে, কেউ রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে কেড়ে নিচ্ছে জলাজমি–পুকুর, দখল করছে অন্যের জমি, রাস্তা–ঘাট–ফুটপাত, ধ্বংস করছে সবুজ। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক–প্রশাসনিক ব্যর্থতা এতটাই চরমে যে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিও কাজে লাগছে না।

বাকি রইল আইন শৃঙ্খলা। সেখানেও ব্যর্থ রাষ্ট্রের ভূমিকা। সংবিধান অনুযায়ী যারা জনগণের রক্ষক তারাই আজ ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেদের এমন পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে যে লাথি–ঝাঁটা, গাল–মন্দ খেতে, চোর–জোচ্চোর আখ্যা পেতেও কসুর করছে না। ফলে চলছে শিষ্টের দমন, দুষ্টের পালন।

এসব ব্যর্থতার দায় ঘাড়ে নিয়ে আজ পিছনের সারিতে পশ্চিমবঙ্গ। এর একমাত্র কারণ, দীর্ঘদিন ধরে জাতীয়তা বোধের দুর্ভিক্ষ চলছে এই খণ্ডিত পশ্চিম বাংলায়। ধর্ম, জাতপাতের আগাছায় ভরে গিয়েছে চারিদিক। সুখাদ্য না পেয়ে তাই খাচ্ছে বাঙালি। বমি করছে খুন, জখম, ধর্ষণ, হানাহানি। এই বাংলায় অবিলম্বে নৈতিক শিক্ষা চালু না হলে বাঁচার উপায় নেই। সে শিক্ষা দেওয়ার মত কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন শুধু নৈরাজ্যের কাছে আত্মসমর্পনের অপেক্ষা।

# কুয়ো থেকে উদ্ধার মহিলা

**সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি:** ১৭ জুলাই শিলিগুড়ি পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের লেকটাউন এলাকা কুয়েতে পড়ে যায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছে কুয়ো থেকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে। তার নাম আলপনা কুণ্ডু(৪৮)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। তার চিকিৎসাও চলছে হাসপাতালে। এদিন ওই মহিলা হঠাৎ করে কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়। বিষয়টি জানতে পেরে পরিবারের সদস্যরা খবর দেন শিলিগুড়ি দমকল বিভাগ ও এনজেপি থানার পুলিশকে। অনেকক্ষণ প্রচেষ্টায় ওই মহিলাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় দমকল কর্মীরা।

# মৃতদেহ খুবলে খাচ্ছে কুকুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি:** বেহাল দশা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের। মেডিকেলের করিডরে থাকা এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ খুবলে খেলো কুকুর। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের করিডোরে থাকত ওই ভবঘুড়ে ব্যক্তি। কিছুদিন ধরে তিনি কোরিডোরে শুয়ে ছিলেন, সেখানেই মারা যান তিনি। সকালে সাফাই কর্মীরা দেখতে পান ওই মৃতদেহটির পা খুবলে খেয়েছে কুকুরে। বিষয়টি সামনে আসতেই হইচই পড়ে যায়। যদিও বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে দেহ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ আউট পোস্টের পুলিশ।

# শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে ভানু জয়ন্তী



**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি:** ১৩ জুলাই শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে আয়োজিত হয় ২১১ তম ভানু জয়ন্তী উৎসব। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্প অর্পণ করেন শিলিগুড়ির সাংবাদিক মহল। ভানু জয়ন্তী বিশ্বজুড়ে গোর্খা সম্প্রদায়ের জন্য একটি বিশেষ দিন। কবি ভানুভক্ত আচার্য যিনি আদিকবি নামেও পরিচিত, তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজকের দিনটি শ্রদ্ধা জাঁকজমক ও গৌরবের সাথে পালিত হয়। আষাঢ় মাসের ২৯ তারিখে ভানু জয়ন্তী পালিত হয়। ভানুভক্ত আচার্য ১৮১৩ সালের ১৩ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ভানুভক্ত আচার্যই প্রথম নেপালি ভাষায় কবিতা লিখেছিলেন এবং রামায়ণের মতো মহাকাব্য নেপালি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাই, তাঁকে প্রথম নেপালি ঔপন্যাসিক এবং কবি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে রামায়ণ পাঠ, কবিতা আবৃত্তি করেন শিলিগুড়ি সাংবাদিকরা। পাশাপাশি কবির স্মৃতিচারণ করেন সাংবাদিকরা।




**১৬ জুলাই শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত চটহাট এলাকায় বাংলা বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সমতলের পক্ষ থেকে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হয় মিছিলের পুরো ভাগে ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এছাড়াও এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকেরা অংশগ্রহণ করে।**

# হকারদের পরিচয়পত্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** আধার কার্ডে থাকা ঠিকানা দেখে কে কে কলকাতার স্থানীয় বাসিন্দা দীর্ঘদিন ফুটপাথে হকারি করে তার ওপর ভিত্তি করে কলকাতা পৌরসংস্থা ফুটপাথের হকারদের সচিত্র পরিচয়পত্র দিচ্ছে।

১৫ জুলাই হকার'স পুনর্বাসন স্কিমস্ দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, 'এপর্যন্ত প্রায় ৪ হাজার জন হকারকে কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে। আগামী শারদোৎসবের আগে আরও ৮,৭২৭ জন হকারকে সচিত্র পরিচয়পত্র দিয়ে কলকাতা শহরের হকারদের নিয়ন্ত্রণ করা হবে। হকারদের ফুটপাথের তিন ভাগের দুই ভাগ ছেড়ে হকারি করতে হবে। এছাড়া বিদ্যালয়–মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালের গেটের মুখে হকারদের হকারি করা বন্ধ করা হবে। গেটের দৈর্ঘ্য প্রস্থে পাঁচ ফুট করে এলাকা ছেড়ে হকারি করতে হবে। হকার নিয়ন্ত্রণে কলকাতা পৌরসংস্থা ও কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নেবে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় গেট, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের প্রথম গেট থেকে হকারদের তোলা যাচ্ছে না। অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে বেরোতে সমস্যা হচ্ছে। রাধা গোবিন্দ কর মেডিকেল কলেজের একটি গেটেরও একই অবস্থা, একে পরিসর ছোটও আবার তার ওপর হকারের সমস্যা।

# নিমতলা বিসর্জন ঘাটের পুনর্নির্মাণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** নদীতীরের পুনর্নির্মাণ এবং নাগরিক পরিষেবা বৃদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কলকাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর, এবং পিএস গ্রুপ রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেড একটি সমঝোতা পত্র (মৌ) স্বাক্ষর করেছে। এই সমঝোতা অনুসারে পিএস গ্রুপ তাদের যৌথ সামাজিক দায়িত্ব (সিএসআর) কর্মসূচির আওতায় নিমতলা নিরঞ্জন ঘাটের পুনর্নির্মাণ, সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ করবে। এই ঐতিহাসিক সহযোগিতা 'স্বচ্ছতা' উদ্যোগ এবং ভারত সরকারের 'নমামি গঙ্গে' কর্মসূচির লক্ষ্যগুলিতে অবদান রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। গঙ্গা নদীর পবিত্রতা রক্ষা এবং তার পুনরুজ্জীবন এর মূল উদ্দেশ্য।

সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বন্দরের কলকাতা সদর দপ্তর, স্ট্র্যান্ড রোডে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমন, ভাইস–চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি, পিএস গ্রুপের পরিচালকবৃন্দ সৌরভ দুগড়, গৌরব দুগড় এবং অরুণ সাঞ্চেতি সহ বন্দর কর্তৃপক্ষের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। চুক্তির আওতায় কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতায় পিএস গ্রুপ নিমতলা নিরঞ্জন ঘাটের পুনর্নির্মাণ এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ পরিচালনা করবে। সহযোগিতার বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, রথেন্দ্র রমন বলেন, 'এই উদ্যোগ আমাদের স্থায়ী নগরোন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। নিমতলা ঘাট কলকাতাবাসীর কাছে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যেখানে বহু ধর্মীয় আচার পালিত হয়। এর পুনরুদ্ধার শুধুমাত্র নদীতীরের সৌন্দর্যই নয়, নাগরিক গর্বও বাড়াবে। আমরা এমন সামাজিকভাবে সচেতন সহযোগী পেয়ে আনন্দিত।'

পিএস গ্রুপ রিয়েলটি প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক সৌরভ দুগড় বলেন, 'আমাদের শহরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে আমরা মৌ স্বাক্ষরে এসেছি। নিমতলা ঘাট একটি পবিত্র স্থান এবং সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এর উন্নয়ন আমাদের দায়িত্ব।' চুক্তি অনুসারে প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য এসএমপি, কলকাতা বিদ্যুৎ, জল এবং নিরাপত্তার মতো প্রয়োজনীয় সুবিধা বিনামূল্যে প্রদান করবে। কাজ শেষ হওয়ার পর, ঘাটটি এসএমপি, কলকাতার কাছে দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হস্তান্তর করা হবে। এছাড়াও, বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সকল আইনি অনুমোদন ও নিকাশ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সহায়তা করবে। এই যৌথ উদ্যোগ সরকারি–বেসরকারি অংশীদারিত্বের একটি সফল দৃষ্টান্ত, এবং শহরের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং জনসাধারণের ব্যবহারের স্থান পুনর্গঠনের এক অনন্য নজির। এটি এসএমপি, কলকাতার সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকাঠামো নির্মাণের প্রতি দূরদর্শী নিষ্ঠার প্রতিফলন। এর ফলে এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি জনসংযোগ ও পর্যটনেরও বিকাশ ঘটবে।

# বিপজ্জনক গাছের সমীক্ষা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পৌরসংস্থা কলকাতা শহরের রাজপথের ধারের ও ভিতরের বিপজ্জনক গাছের তালিকা তৈরি করছে। কলকাতা শহরের ৪ বরো এলাকার বিপজ্জনক গাছের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তবে কলকাতা পৌরসংস্থা কোনও বিপজ্জনক গাছ কাটবে না। রাজ্যের বন দপ্তরকে বিপজ্জনক গাছের তালিকা তুলে দেবে, সিদ্ধান্ত নেবে বন দপ্তর।

# সংস্কারহীন বিপজ্জনক বাজার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পৌরসংস্থার বাজার দপ্তরের মেয়র পারিষদ আমিরুদ্দিন ববি জানিয়েছেন, 'পুরনো বেসরকারি বাজারে প্রয়োজনে বিপজ্জনক বাজার নোটিশ ঝোলানো হবে। কেন এমন সিদ্ধান্ত? শহরে বেসরকারি বাজারের সংখ্যা কমবেশি ৪৫০।

বেশিরভাগ বেসরকারি বাজারের অবস্থা সঙ্গিন। বয়সের ভারে জীর্ণ। দ্রুত বাজারগুলির সংস্কার দরকার। কিছুদিন আগে কলকাতা শহরের বাজারগুলি নিয়ে সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাজার দপ্তরের মেয়র পারিষদ জানান, মানুষকে বুঝতে হবে আগে বাজার না আগে নিজ প্রাণ। কোনটির গুরুত্ব বেশি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশি ভাড়ার জন্য বিক্রেতাদের তুলে দেওয়া হচ্ছে। অথবা একটি স্টলকে অর্ধেক করা হচ্ছে। কিন্তু বাজার সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। তাই পুরনো বেসরকারি বাজারের গায়ে প্রয়োজনে 'বিপজ্জনক বাজার বোর্ড লাগানো হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে উত্তর ও পূর্ব কলকাতার একগুচ্ছ বেসরকারি বাজারে অগ্নি ও কাঠামোগত নিরাপত্তা নেই। এবার থেকে কলকাতায় বাজার রাখতে গেলে সংস্কার করতেই হবে। কলকাতার ভবানীপুরের ১৫০ বছরের পুরনো যদুবাবুর বাজার, হাতিবাগান বাজার, বৌবাজার, লেবুতলার বাজার কলকাতা শহরের এমন বহু বাজারের জরাজীর্ণ অবস্থা।

# অনুমোদন ও মিউটেশন হবে একত্রে

**বরুণ মণ্ডল**

আদ্যিকালের পুরনো বা আধা জরাজীর্ণ বাড়ি ভেঙে আধুনিক বাড়ি বা বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ির নকশা অনুমোদন করার পর কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে পুরনো বাড়ির জল সরবরাহ ও নিকাশি সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। এরপর যখন নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাটগুলি সম্পূর্ণ হচ্ছে, তখন সিসি অর্থাৎ 'কমপ্লিশন সার্টিফিকেট' না থাকা সত্ত্বেও ফ্ল্যাটগুলি থেকে মিউটেশনের আবেদন করলে কর নির্ধারণ ও আদায় দপ্তর মিউটেশন করে দিচ্ছে এবং মানুষজন বসবাস শুরু করে দিচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থার বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'সিসি না নেবার ফলে পৌরসংস্থার রাজস্বের যেমন ক্ষতি হচ্ছে। ঠিক তেমনই আবার এই রাজস্ব আদায়ের জন্যই কর নির্ধারণ ও আদায় দপ্তর এইসমস্ত ফ্ল্যাটের মিউটেশন করে দিচ্ছে। কর নির্ধারণ ও আদায় দপ্তর সম্পত্তি কর নেবার জন্য 'পার্সন লাইবেল করে 'সুও–মোটো করে পরিষেবা কর নিচ্ছে। আর বাকি দপ্তরগুলি যেমন : বিল্ডিং, পানীয় জল সরবরাহ, নিকাশি কিছু করতে পারছে না।' তাহলে, প্রথম প্রশ্ন, একটা ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হওয়ার পরে যদি কর নির্ধারণ ও আদায় দফতর পুরো বাড়িটা সিঙ্গেল ইউনিটে অ্যাসেস করে দেয়, তাহলে সিসি বাধ্যতামূলক হয়েও লাভ কী? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন, যদি ধরে নিই কর নির্ধারণ ও আদায় দফতর তাদের রাজস্ব সংগ্রহের জন্য এই বিষয়টি করছে, তাহলে সিসি নিয়মের কী কোনও বাস্তবতা থাকলো? কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে এর আইনগত ব্যাখ্যা কী? এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তরের মেয়র পারিষদ মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটি নয়া রুলিং এসেছে তাতে বলা হয়েছে, 'সিইএসসি তারা যতক্ষণ না

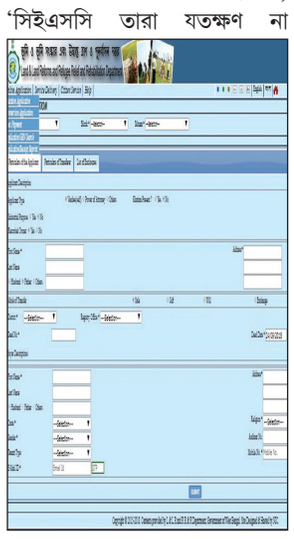

হাতে সিসি পাবে, ততক্ষণ নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক লাইন দিতে পারবে না। আর কলকাতা পৌরসংস্থাও সিসি ছাড়া নিকাশি লাইনের অনুমোদন দিতে পারবে না। কিন্তু মিউটেশন সবসময় আগেই করতে হবে, কারণ, ফ্ল্যাট বাড়ির নকশা অনুমোদন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রোমোটার বা ডেভলপারের নামে বা যাঁর নামে ফ্ল্যাট বাড়ির নকশা জমা দেওয়া হয়েছে, তাঁর নামে সব ফ্ল্যাটের মিউটেশন হয়ে যাবে। তার কারণ হচ্ছে, ফ্ল্যাটগুলি যখন হয়ে যায়, তখন সাধারণ মানুষজন ফ্ল্যাট কিনে তার নামে মিউটেশন করায়। কিন্তু দীর্ঘ যে কয়েক বছরের বকেয়া টাকা পড়ে থাকে কেএমসি"তে। এটা তখন ফ্ল্যাটের যে আসল মালিক যাঁর নামে ফ্ল্যাট আছে, তার ঘাড়ে একটা বড়ো টাকা এসে পড়ে। সে পেল ৫০ লক্ষ টাকার একটা ফ্ল্যাট কিন্তু সব ফ্ল্যাট মিলিয়ে 'মাদার অ্যাসেসমেন্ট' করে সম্পত্তি কর দিতে হল ৪০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ তাঁর জমিও গেল, আর তাঁর সর্বস্ব চলে গেল। এজন্যই ফ্ল্যাট বাড়ির মিউটেশনের সঙ্গে সিসি'র কোনও সম্পর্ক নেই। এখন ফ্ল্যাট বাড়ির অনুমোদন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাঁর নামে প্ল্যান হবে, তাঁর নামে সব ফ্ল্যাটের মিউটেশন করে দেওয়া হোক। পরবর্তীকালে ওই ব্যক্তি যখন ফ্ল্যাট বিক্রি করবেন, তখন নতুন ক্রেতার নামে মিউটেশনের নাম পরিবর্তন করার দায়িত্ব বিক্রেতার। কারণ বহুক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ফ্ল্যাট নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে, নতুন ক্রেতা ফ্ল্যাটে বসবাস করছে। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর ফ্ল্যাটের মিউটেশনই হয়নি। কলকাতা পৌরসংস্থা সম্পত্তি কর পাচ্ছে না। অথচ সমস্ত রকম পরিষেবা কেএমসি দিয়ে চলেছে। তা–ই মিউটেশনের বিষয়ে এই নয়া নিয়ম বলে মহানাগরিক জানান।

# রাজাকাটরা ও পোস্তা বাজার পরিদর্শন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কলকাতা পৌরসংস্থার বরো ৪ – এর স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরে দু'জন ফুড সেফটি ইন্সপেক্টর কাজ করছেন। একজন দেখেন ২১,২২,২৩,২৪ ও ২৫ নম্বর ওয়ার্ড, আরেকজন দেখেন ২৬,২৭,২৮,৩৮ ও ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড। পৌর প্রতিনিধি প্রাক্তন উপমহানাগরিক মীনা দেবী পুরোহিতের প্রশ্নের উত্তর বর্তমান উপ মহানাগরিক অতীন ঘোষ

বলেন,'আপনার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে ফুড সেফটি ইন্সপেক্টর রয়েছেন অমিত কোলে। যিনি ওই ওয়ার্ডের খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ পরিদর্শন করেন। প্রসঙ্গতক্রমে জানাই বর্তমান খাদ্য আইনে একজন ফুড ইন্সপেক্টর কাজ করে একটি ফুড সেফটি অফিসে।' ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে বরো ৪ এর অধীনে থাকা ৩৯৩টি দোকান পরিদর্শন করা হয়। তার মধ্যে ২২ নম্বর ওয়ার্ডে মোট ৭৮টি দোকান পরিদর্শন করা হয়। ওই সময়কালে রাজাকাটরা অঞ্চলে অবস্থিত ৫০টি খাদ্য ব্যবসায়ীর দোকান পরিদর্শন করে। তার মধ্যে ১৫০টি খাদ্য নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সরকার নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরিতে তা জমা করা হয়। পরীক্ষায় কোনও নমুনা খারাপ প্রমাণিত হয়নি। ওই ওয়ার্ডস্থিত পোস্তা বাজারের ৫২টি দোকানে মশলাপাতি পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। তার একটি দোকানের মশলায় মেটারনিটি ইয়োলো নামক ক্ষতিকারক রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে। তা কলকাতা পুলিশকে জানানো হয়। বরো ৪–এর অধীনে ৩৯৩টি দোকানের মধ্যে সব ধরনের খাদ্যের দোকান রয়েছে। মিষ্টির দোকান, কেকের দোকান, মশলাপাতির ইত্যাদি দোকান রয়েছে। তার মধ্যে খোলা মাংসের দোকান, মুরগির মাংসের দোকানও ছিল। পৌরপ্রতিনিধি অভিযোগ করেন, 'হুগলি নদীর জগন্নাথ ঘাটে খোলা মাংসের দোকান রয়েছে। তারা মুরগীর ছাট জিনিসগুলি হুগলি নদীতে ফেলছে'। উত্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর মেয়র পারিষদ বলেন, 'বর্তমান আর্থসামাজিক পরিবেশে প্রচুর মানুষ আছেন, যাঁরা জীবিকা নির্বাহের জন্য রাস্তায় মুরগি মাংস বিক্রি করেন কলকাতা শহরে। কিন্তু এদের তো আমি তুলে দিতে পারি না। জীবিকা কেড়ে নিতে পারি না। কিন্তু এরা যে মাংস বিক্রি করেন, সেগুলি পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করতে পারি। আর ছাট যে হুগলি নদীতে ফেলছে আপনি স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে নজরদারী করে সেই ছাটগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দফতরের গাড়িতে তোলার ব্যবস্থা করুন। আমরা কারোর জীবিকা তুলে দিতে পারি না। বন্ধ করতে পারি না। তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।' হুগলি নদীতে মাংসের ছাট ফেলতে স্থানীয় বরো এক্সিকিউটিভ অফিসার দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়কে অভিযোগ করেছেন কী? আপনি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন যে হুগলি নদীতে মাংস ফেলছে? আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বরো এক্সিকিউটিভ অফিসার,বরো এক্সিকিউটিভ হেলথ অফিসারের টিম জগন্নাথ ঘাটে কোথায় কোথায় খোলা মাংসের দোকান বসে তা পরিদর্শন করতে যাবেন বলে উপ মহানাগরিক জানান।

## বার্তা

**ভয়ানক রাস্তা:** কোনো মতে চলছে এক পেশে গাড়ি, অসহায় হয়ে তাকিয়ে ওদিকের লম্বা লাইনের যাত্রীরা, কবে রাস্তা ঠিক হবে কে জানে , বেহালা মতিলাল গুপ্ত রোডের বর্তমান অবস্থা। **ছবি : অভিজিৎ কর**

**প্রস্তুতি :** শুশুনিয়া পাহাড়ে এক মাসব্যাপী শ্রাবণী মেলার প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে, বিশেষ পরিদর্শনে এলেন এস.ডি.ও অয়ন দত্ত গুপ্ত, ছাতনা ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ ধল্ল, ছাতনা থানার আইসি সিদ্ধার্থ সাহা, ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বঙ্কিম মিশ্র, শুশুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালা বাউরি সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা। **ছবি : সুকান্ত কর্মকার**

**শ্রাবনী :** ভেসেল চেপে মুড়িগঙ্গা গঙ্গাসাগরের শ্রাবনী মেলায় চলেছে ভক্তের ঢল লট ৮ ঘাটে। **ছবি : শুভঙ্কর মণ্ডল**

**অভিনব :** বিয়ের পিঁড়িতে বসে নামখানা বিডিও অফিসের কর্মী কবি ধ্রুব বিকাশ মাইতি প্রকাশ করলেন তার কাব্যগ্রন্থ 'চোখের ভেতর মাছরাঙা'। বইটি উৎসর্গ করলেন নব পরিণীতা স্ত্রী অনুষ্কাকে। ধ্রুব মনে করিয়ে দিলেন,সহানুভূতি কোনো ধর্ম, পোস্ট বা পেজ চায়না। সে চায় একটা বিকেল, একটা থালা, কিছু নীরবতা আর কিছু সাহস। সেই সাহসই তাকে করে তোলে শব্দে হাঁটা মানুষ।

## যাওয়া আসার পথে পথে

# ফাঁকি

**দীপককুমার বড় পন্ডা**

শিয়ালদহ থেকে পার্ক সার্কাস আসার সময় দেখলাম পার্ক সার্কাস মোড়ে ৫ জন শিশু এবং তাদের মায়েরা বাস থেকে নামলেন। কন্ডাক্টর বললেন, টিকিট দিন। তাঁরা হনহন করে বাস থেকে নেমে গেলেন। কন্ডাক্টর কয়েকবার ডাকলেন। তাঁরা গ্রাহ্য করলেন না কন্ডাক্টরের কথা। মায়েরা নিজেদের টিকিট কেটেছেন, কিন্তু ৮/৯ বছরের শিশুদের টিকিট কাটেননি। বাসের গায়ে রং দিয়ে লেখা আছে, বয়স যদি তিন/ তবে পুরো ভাড়া দিন।

কন্ডাক্টর বললেন, মেয়েগুলো বাসে উঠে আলাদা হয়ে যায়, এদিক ওদিক দাঁড়ায়। টিকিট চাইলে বলে মা দেবে। স্টপেজ এলে ফটফট করে নেমে যায়। বড়লোক বাড়ির মেয়ে এরা। আমাদের পেটে লাথি পড়ে। ভাল লাগে বলুন? গরিবের উত্তর কে দেবে!

দেখলাম সুন্দর পোশাকের মা মেয়ে দৌড়চ্ছেন স্কুলের দিকে। এই ছোটা কন্ডাক্টরকে ফাঁকি দিতে। স্কুলের সামনে গিয়ে মা জয়ের হাসি হাসবেন। গলায় ঝোলানো বেশ চকচকে পরিচয় পত্রগুলো ভেসে উঠছিল মনে। কী শেখাচ্ছি আমরা!

একজন সহযাত্রী বললেন, কে কাকে ফাঁকি দিচ্ছে! মায়েরা হাতেনাতে ফাঁকি শেখাচ্ছেন সন্তানদের।

২

পাশেই লেডি ব্র্যাবর্ন কলেজ। ওখানে ইতিহাস বিভাগে একটু কাজ ছিল। হাজির থেকে দেখছিলাম শিক্ষিকারা কী পরম যত্নে মূল্যবোধ শেখাচ্ছেন সারা বাংলার নানা জেলা থেকে আসা তাঁদের ছাত্রীদের। ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীরা প্রকৃত মানুষ হওয়ার পাঠ নিচ্ছে এখানে। সেই পাঠটা ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র। মূল্যবোধের শিক্ষা, দক্ষতা বাড়ানো, জ্ঞান সঞ্চয়ের আগ্রহ – সবটাই দিচ্ছেন তাঁরা। এতেই ভরসা এই কলেজের ইতিহাসের শিক্ষিকাদের। ছাত্রীরা বুঝছে মানুষ হতে হবে। ভালই কেটেছে মুহূর্তগুলো। কলেজ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। এই দর্শন ছড়িয়ে পড়ুক সর্বত্র। শিক্ষা প্রকৃত চেতনা আনুক।

# মাতলায় একদিন সারারাত

**প্রণব গুহ**

কুলতলির কৈখালী থেকে লঞ্চে করে বনী ক্যাম্পে যখন পৌছালাম তখন বিকাল গড়িয়ে এসেছে। বনী ক্যাম্প সুন্দরবনের এক নামকরা ডেস্টিনেশন যেখান থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেখা মিললেও মিলতে পারে। বনী ক্যাম্প নামটি রেখেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ। ভিতরটা নির্জন থমথমে। বাগান, কয়েকটি কটেজ আর একটা পাঁচতলা টাওয়ার নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঘেরা কিছুটা পরিসর। তবে এই আকর্ষণ ছাপিয়ে মন কাড়লো প্রায় ৩ ঘণ্টার লঞ্চযাত্রা। সেই হালকা সবুজ মাতলার জল, সেই গেঁওয়া, গরান, সুন্দরী নোনা জল থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে সবুজ নয়নে। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং পাড়ের মত মাতলার হালকা সবুজ জল পাড় তৈরি করেছে খাড়ি, সুতির ধার ধরে। পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনের কয়েকটা নির্জন বাঁক মন কেমন করায়। বিশেষ করে যেখানে জল আর একটা প্রান্তে ঘুরে যায় দ্বীপের শেষ প্রান্ত থেকে। অনন্ত জলরাশি, ম্যানগ্রোভের অনন্ত গ্রীন লাইন ক্লান্তি ধরায় না কিছুতেই।

লঞ্চ বোটের নাম বিউটি। তেমনি বিউটি তার তিনটি চালক। একজন তো আরও কিউট। নাম রাকেশ সর্দার, বাড়ি কৈখালী আশ্রম পাড়ায়। যেমন অসাধারণ তার চুলের কাটিং, তেমনি তার বোট চালানোর জ্ঞান। কোথায় কতটা তল, নোঙ্গর কোথায় ফেললে ধারি পাবে তার মুখস্ত। বয়স মাত্র ১৩। বোট চালাচ্ছে ৯ বছর বয়স থেকে। শুনে চমকে উঠেছিলাম। অন্য ২জন যারা পালা করে স্টিয়ারিং সামলাচ্ছে তারা দুইভাই। একজন আবুল হোসেন, বয়স ২১। ছোট ভাই রবিউল, বয়স ১৬। বাড়ি দেউলবাটি দেবীপুর। এই তিন কিশোর থুড়ি বোট এক্সপার্ট আমাদের দুদিনের নিত্য সঙ্গী।

বনী ক্যাম্পের ধার ঘেঁষে বোট থামলো। সূর্য প্রায় ডুবতে চলেছে দূরের নোনা জলে। ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকতেই বাঁদিকে বনবিবির মন্দির। দুদিকে ফুলের কেয়ারি করা রাস্তা চলে গিয়েছে টাওয়ার অবধি। দুদিকে ছোট বড় কয়েকটি কটেজ। টাওয়ারের ওপারে তার দেওয়া বেড়ার বাইরে তৈরি করা হয়েছে একটা পুকুর। তারও ওপারে ঘন জঙ্গল। প্রায়শই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নাকি ওই পুকুরে জল খেতে আসে। সঙ্গে থাকা সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবক বিরেশ্বর বললো সে আগেরবার নিজে ওখানে দুটি বাচ্চা সমেত খেলা করতে দেখেছে দক্ষিণ রায়কে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে অবশ্য সে দৃশ্য জোটেনি।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে জঙ্গল আর নদীতে। বনী ক্যাম্পের সোলার সেলের আলো তৈরী করেছে আলো আঁধারি পরিবেশ। টাওয়ারে গল্প গুজব করে কিছুক্ষন কাটিয়ে ফিরে আসা লঞ্চে। এর মধ্যে কখন আকাশে মেঘ জমেছে টের পাইনি। কয়েকটা বিদ্যুতের ঝলকানি আর গুড় গুড় শব্দ বলে দিন বৃষ্টি নামবে। এর আগে একবার এদিকে এসে দিনের বেলা বৃষ্টি দেখেছি। বন জঙ্গল ঝাপসা করে মাতলার জলে বৃষ্টির ফোঁটা মন কেড়েছিল। এবার সেটা হল না। তবে ঘন জঙ্গলে বৃষ্টির শব্দ এক অন্য অর্কেষ্ট্রা তৈরী করল। লঞ্চের উপরের ছাউনিতে বসে সেই শব্দ শুনছি আর ভাবছি মাতলার কথা। ক্যানিং–এর দিকে মাতলা চরায় বন্দি হয়ে ছোটো হয়ে এলেও এখানে বেশ চওড়া। বয়ে চলেছে সাগরের দিকে। হঠাৎ জ্বলে উঠল লঞ্চের মাথায় থাকা হেড লাইট। দূরে আর একটা লঞ্চ নোঙর করেছে। আমাদের কিশোর চালকরা বেশ তৎপর। বলল, বৃষ্টি কমেছে এবার পাড় থেকে সরে যেতে হবে। এত ধারে থাকা নিরাপদ নয়। নোঙর তুলে লঞ্চ দাঁড়াল প্রায় মাঝ নদীতে। সেখানে আরো দুটি লঞ্চ লাগিয়েছে।

ফের বৃষ্টি এল। ফের মাঝ নদী থেকে ধারে ফেরা। বৃষ্টি হলে, ফের মাঝনদী। এভাবে চলল বেশ কয়েকবার। ঘুম এল না। চাদরটা গায়ে দিয়ে লঞ্চের উপরেই আধশোয়া হয়ে কাটিয়ে দিলুম রাতটা। ভোর হল মাঝ নদীতেই। জেগে উঠল ঘন সবুজ বন, মাতলার সবুজ জল। বেশ বয়েকটা ভাম বিড়াল ও হরিণের দেখা মিলল ফেরার পথে। বেশ কিছু মাছ ধরার নৌকো সারারাত জাগা। তারাও ফিরছে পাশে পাশে। দোবাঁকি ক্যাম্প, নেতিধোপানি ঘাট,ঝড়খালি হয়ে কুলতলি। ছেড়ে এলাম সেই তিন কিশোর নাবিককে। মনে রয়ে গেল তাদের আক্ষেপ, 'এখন আর আমাদের লঞ্চ তেমন বুকিং হয় না। সরকার দিন প্রতি বোটের সংখ্যা বেঁধে দিয়েছে। অনলাইনে পাস কাটতে হয়। সব পাস কেটে নেয় কিছু দালাল। তারা সেই পাস বেশি দামে বিক্রি করে। যারা দিতে পারে তারা টিঁকে আছে। বাকিরা বঞ্চিত। ভাবলাম সুন্দরবনের রোমান্টিকতার মধ্যেও জমে আছে কত না দুঃখ।

# ‘লাবণ্য ২০২৫’ সম্মাননা প্রদান

**উজ্জ্বল সরদার:** রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে ‘টেকনো ইণ্ডিয়া গ্রুপ’ একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ২১ টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১২ টি বিসনেস স্কুল, উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ১৮ টি সাধারণ স্কুল ও রাজ্যের মধ্যে প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় টেকনো ইণ্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নাম নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এক বহুধা বিস্তৃত ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাক্ষেত্রের পাশাপাশি বাংলার সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে এই প্রতিষ্ঠান। সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষ অবদান রাখা মহিলাদেরকে সম্মান জানাতে গত বছরের মতো এবছরও দ্বিতীয় ‘লাবণ্য সম্মাননা’ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল গত ১২ জুলাই বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে। অনুষ্ঠানের সূচনায়



হাজির ছিলেন রাজ্যের নারী, শিশু ও সামাজিক কল্যাণ দপ্তর সহ শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে তিনি অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এবারের ‘লাবণ্য দেবী’ সম্মান যা আদতে জীবনকৃতি সম্মান নামেই পরিচিত তা, মন্ত্রী তুলে দেন বিশিষ্ট উদ্যোগপতি নয়নতারা পাল চৌধুরীর হাতে। তিনি ভারতবর্ষে চা বাগান শিল্প বাণিজ্য ও গবেষণা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

লাবণ্য সম্মান ২০২৫ এর মঞ্চে খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ‘ঐশানী’ সম্মান প্রদান করা হয় টেবিল টেনিস খেলোয়াড় পদ্মশ্রী মৌমা দাসকে। নৃত্যের ক্ষেত্রে ‘মানভী’ সম্মান প্রদান করা হয় ‘জেল জননী’ অলকানন্দা রায়। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ‘স্নেহপূর্ণা’ সম্মান প্রদান করা হয় প্রীতি সেনকে। সাংবাদিকতার জগতে বিশেষ অবদানের জন্য ‘ধৃতি’ সম্মান প্রদান করা হয় সাংবাদিক মৌপ্রিয়া নন্দীকে। সামাজিক সুরক্ষা ক্ষেত্রে ‘দ্যুতি’ সম্মান প্রদান করা হয় রাজ্যের পুলিশ আধিকারীক শান্তি দাসকে। উদ্যোগপতি হিসাবে ‘স্বধা’ সম্মান দেওয়া হয় চৈতালি দাসকে। চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ‘আরোহী’ সম্মান প্রদান করা হয় কঙ্কনা চক্রবর্তীকে। সংগীত জগতে বিশেষ অবদানের জন্য ‘অদ্বেতা’ সম্মান প্রদান করা হয় সায়নী পালিতকে। কাজের জগতে অনন্য অবদানের জন্য ‘অস্মি’ সম্মান তুলে দেওয়া হয় লোকো পাইলট মনীষা আদককে। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য দাবারু দিব্যেন্দু বড়ুয়া, বিশিষ্ট চিকিৎসক কুণাল সরকার, লেখিকা রীতা ভিমানী, পণ্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, খেলোয়াড় রণদীপ মৈত্র প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে টেকনো ইণ্ডিয়ার ছাত্রছাত্রীদের মনোজ্ঞ নাচ, গীতি আলেখ্যের অনুষ্ঠান এক অনন্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছিল। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মঞ্চে হাজির ছিলেন হিডকোর প্রাক্তন চেয়ার পার্সন দেবাশিষ সেন। দর্শকদের মধ্যেও এই অনুষ্ঠান নিয়ে উন্মাদনা ছিল বিশেষ নজরকাড়া।

টেকনো ইণ্ডিয়া গ্রুপের কো-চেয়ার পার্সন অধ্যাপিকা মানসী রায়চৌধুরীর বিশেষ পছন্দ ও পরিশ্রমের ফসল এই ‘লাবণ্য সম্মান’ প্রদান অনুষ্ঠান। তিনি সাক্ষাৎকারে জানালেন, ‘সাধারণের সীমা ছাড়িয়ে, অসাধারণের পথে এগিয়ে চলা মহিলাদেরকে উৎসাহ ও কুর্নিশ জানাতেই আমাদের এই উদ্যোগ। এই ‘লাবণ্য সম্মান’ প্রাপক সকল মহিলারাই আজ আমাদের সমাজে অনন্য দৃষ্টান্তের অধিকারী, অন্যরা তাঁদের দেখে উৎসাহিত।’ এদিনের এই অনুষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে শুধু নয় সার্বিক পরিকল্পনার দিক থেকেও যথেষ্ট পরিপাটি ছিল, যা অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রেই বিশেষ শিক্ষণীয় এক বিষয়।

# ভক্ত সমাগম

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** চুঁচুড়া কামদেবপুর সুগন্ধা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মন্দিরে গুরু পূর্ণিমার দিন ঠাকুর রামকৃষ্ণের বিশেষ পূজা হন। ঐদিন প্রাতঃকাল হইতে মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্র পাঠ, স্তব গান, গুরু স্তোত্র ও গুরু বন্দনা দ্বারা শ্রুতিমধুর পরিবেশে দিনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে বেলুড় মঠের সেক্রেটারি পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজ শ্রীগুরু অনুধান করে প্রাণবন্ত ও চিত্তাকর্ষক রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করায় বহু ভক্তবৃন্দ আনন্দ লাভ করেন। এই দিন গুরু পূর্ণিমার বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী মহারাজ। এতে ভক্তবৃন্দরা আপ্লুত হন। যথেষ্ট উচ্চমানের ভক্তিগীতি পরিবেশনায় সংগীত শিল্পী অভিনন্দা ধরের প্রয়াস অসাধারণ। এই আশ্রমের কর্ণধার অরিন্দম ধর ঠাকুর রামকৃষ্ণের আরাধনায় বিশেষভাবে



আগ্রহী হইতে দেখা যায়। উনি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। অন্যদিকে, ভক্তিগীতি পরিবেশনায় শিল্পী তপন বণিক অনুষ্ঠানটিতে পরিপূর্ণতা আনেন। সারাদিনের এই গুরু পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে এক স্বর্গীয় ব্যক্তির বন্যায় সকল ভক্তগণ নির্বিশেষে প্লাবিত হইয়া এক বিরল আনন্দ লাভ করেন। সকল ভক্তগণ পরম তৃপ্তি সহকারে মহাপ্রসাদ সেবন করেন।

# রাজডাঙা দ্যোতকের নাট্যবন্ধন উৎসব

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ৩ জুলাই ২০২৫ তপন থিয়েটারে উদযাপিত হল রাজডাঙা দ্যোতক আয়োজিত নাট্যবন্ধন নাট্য উৎসবের ১ম পর্ব। অনুষ্ঠানের উদবোধন করলেন অনিক নাট্যদলের নির্দেশক অভিনেতা শ্রী অরূপ রায়। দলের পক্ষথেকে অরূপ রায়কে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হল। সংক্ষিপ্ত ভাষনে শুধু অরূপদা শুধু দর্শকের উদ্দেশে বললেন–নাট্যনুষ্ঠানে বক্তিতার বাগড়ম্বর মোটেট ভালো লাগেনা। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র, এর বেশী কিছু নয়। তাই ভাষন দিয়ে সময় নষ্ট না করে বরং নাটক দেখি। তিনি সমাগত দর্শকবৃন্দকে নাটকের সাথে থাকার আহ্বান জানান।

এ দিনের প্রথম প্রদর্শন চাকদহ নাট্যদল আয়োজিত নাটক ‘ভয়’। নাটক–মঞ্চ–আবহ ও নির্দেশনায় গুণাকর দেব গোস্বামী। আলোচিত নাটকটি বিষ্ণুশর্মা রচিত হিতোপদেশ মূলক গল্প পঞ্চতন্ত্র কথা মুখম অবলম্বনে তৈরী। কাক ও সাপের গল্প। কাহীনিটি আমাদের সকলেরই প্রায় জানা। কিভাবে কাক রাজকুমারীর গহনা চুরি করে তাদের চীর শত্রু সাপের কোটরে রেখে দিয়ে রাজকর্মচারি দিয়ে সাপটিকে শেষ করে দিয়ে নিজেদের বিপদমুক্ত করল সেই কাহিনী। অত্যন্ত সাবলিলভাবে উপস্থাপনা করল তাদেখে সাধুবাদ নাজানিয়ে পারা যায় না। কাকের উড়ে এসে বসা, উড়ে যাওয়া ডানা মেলে নিখুতভাবে প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে শিল্পীদের আন্তরিকতা ও সেই সঙ্গে শারীরিক কসরত কোরিওগ্রাফি অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন লেগেছে। । বার্তা–পালিয়ে বাঁচা যায়না। লড়াই করেই বাঁচতে হয়। অভিনয়ে– অর্নিবাণ ঘোড়ই, পৌলমী ঘোষ, শুভদীপ মণ্ডল, চন্দন, উজান, অক্ষয়, নারায়ন, রিঙ্কু, দেবজিৎ দত্ত, আদ্রিতা পাল, বিশ্বজিৎ, অনিকেত ও মহব্বত শেখ। আলো ও সামগ্রিক ব্যাবস্থাপনায় সুমন পাল।

দ্বিতীয় নাটক–‘ধর্মনগর’ প্রযোজনা বারাসাত অনুশীলনী। নাট্যকার শেখর সমাদ্দার, সম্পাদনা ও প্রয়োগ বিজয় মুখোপাধ্যায়, নির্দেশনায় প্রেমাংশু রায়। নাটকের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখলাম যেন এযুগের নব ধারাপাত। সাফল্য অর্জন এ যুগের যেন সবচেয়ে এক মোক্ষলাভের বিষয়বস্তু। যে ভাবেই হোক ট্যাকাল করে দরকার হলে প্রতিপক্ষকে ল্যাং মেরে জালে বলটা তোমায় জড়াতেই হবে। বর্তমানে জীবনটা এক ফুটবলের লড়াই। বিশ্বাস, সত্য, মানবতাকে দুপায়ে মাড়িয়ে যেতে হবে দরকার হলে। প্রয়োজনে ইতিহাসের গতিপথকে বদলে দিতে হবে।

একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক সম্পাদকের উত্থান ও নৈতিক কারণে পতনের ও কাহিনী। আমরা জানতে পারি বিপ্লব একজন কলকাকাতের একটি পত্রিকার সাংবাদিক। একটি হাসপাতালের কুকীর্তির জট খুলে যখন প্রায় সমাধানে এসে পৌঁছেছে তখনি সম্পাদকের আদেশে তাকে ধর্মনগরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে। যাতে হাসপাতালের ঘটনাটি ধামাচাপা পড়ে যায়। ধর্মনগরে এসে



নির্ভিক সাংবাদিক বিপ্লবে গেস্ট হাউসে ওঠে। সেখানে কলকাতার আরো নামী সাংবাদিক রা ও ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে ওই গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকারের মেয়ে ধর্ষিত হয় ওই অন্নান্য সাংবাদিকদের দ্বারা। লজ্জায় অপমানে তাঁর পেশার প্রতি সম্মান জানিয়ে ওই নিরাপরাধ নিস্পাপ মেয়েটিকে বিপ্লব স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তার কপালে জোটে তিরষ্কার, অপমান, এমন কি ওই দূর্ঘটনা বিপ্লবের ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফল স্বরূপ চাকরি থেকে বহিষ্কার।

আসলে আগেই বলেছি এটা একটা ইতিহাস বা ঘটনার গতিপথ বদলে দেবার গল্প। এদিকে অন্য ঘটনার রহস্য উন্মোচিত হয়, প্রতি পলে পলে, ওই ধর্মনগরেই প্রায় চল্লিস বছর পরে এক অবসর গ্রহন কালীন প্রখ্যাত সাংবাদিক সম্পাদকের মুখমুখী হয় বিবেক নামে একজন মানুষের মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন ওটা স্বাভাবিক, সেই সাংবাদিক সম্পাদকটি কে? সেটা জানতে গেলে নাটকটি একবার দেখতে হবেই। অভিনয়ে– মুরারী মুখোপাধ্যায়, পিয়ালি বসু চ্যাটার্জী, চৈতালি সরকার, সন্দীপন চ্যাটার্জী, সৌমদীপ মুখার্জী, নন্দ, কিশর, রাজ এবং বিজয় মুখোপাধ্যায়। আলো–বাবলু সরকার, প্রক্ষেপন–সৌমেন হালদার, আবহ প্রক্ষেপনে– চন্দন রায়, মেকাপ– পার্থসারথি হালদার। প্রত্যেক শিল্পিই তাদের কাজ যথাহত ভাবে সমাধা করেছে। এতে অন্তত আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। তার মধ্যে মুরারী মুখোপাধ্যায় এবং বিজয় মুখোপাধ্যায় পুরানো চাল সুতরাং ভাতে তো বাড়বেই। এ দিনের সন্ধ্যাটি বেশ ভালোই কাটলো। রাজডাঙা দ্যোতক প্রতিবছরই কয়েকটি পর্বে এই ধরণের উৎসবের আয়োজন করেই থাকে। প্রতি বারেই ভালো ভালো কিছু প্রয়োজনা। রাজডাঙা দ্যোতকের আয়োজনে শান্তনু দীক্ষিৎ ও শুভাশিষ এর কল্যাণে কলকাতার দর্শক দেখতে পায়। অতি সম্প্রতি শুভাশিষ কর্মজীবনে অবসর করতে চলেছে আশা করি অবসরের পর আরো বেশি করে নাট্যাজগৎকে সময় দিতে পারবে। এতে দলের ও যেমন ভালো হবে তেমনি ভালো হবে কিছু কাজ দেখবার আশা ও রাখছি। ওদের চলার পথ কুসুমস্তীর্ন হোক।

উপসংহারর দু একটি কথা বলার দেকার বলে মনে করছি। আমাদের একলা চলার দিনশেষ। আমাদের আরো বেঁধে বেঁধে থাকতে হবে সবার সাথে। নাটকে কে প্রতিবাদী হয়ে উঠতেই হবে। সমবেত প্রয়াসের ও দরকার আছে। নাটককে চাটুকারীতার দরকার হয়না। নাটক শুধু শিল্পকর্ম ও বৃহত্তর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। ভাবি প্রজন্মর জন্য আমাদের এই জীবন্ত শিল্পকলা বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, নহলে আমারা অচিরেই কাঙাল হয়ে যাব। সমস্যা আছে সেটা থাকবেও, আমাদের হাতে কোনো আলাদিনের প্রদীপ তো নেই, যে ঘসা দিলেই একজন এসে বলবেহুকুম মালিক ব্যাস সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তা তো হবার নয়। মানুষকেই খুঁজতে হবে মুক্তির পথ, আর এই পথ একলা চলার নয়। তাই তোমার আমার সকলের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হোক সমাজ ধ্বংসের ধারাবাহিকতার প্রতিরোধি স্লোগান এই নাট্য মঞ্চেই আমরা ছিন্ন করবো অন্যায়ের বেড়াজাল হিংসার বিষবাস্প, তবেই একদিন ছিনিয়ে আনতে পারব সোনালী সূর্যের সোনালী সকাল।

# সেনবাড়িতে রবিবাসরের অধিবেশন

**শ্রেয়সী ঘোষ :** ১৩ জুলাই সন্ধ্যায় রবিবাসরের ৯৬ বর্ষের ৫ম অধিবেশন বসেছিল দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত সেনবাড়িতে (পি ৭৮ কলকাতা ২৯)। বাইরে বৃষ্টি উপেক্ষা করেও জনসমাগম লক্ষ্য করার মতো ছিল। মূল বিষয়টি ছিল সাহিত্যিক সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের জন্মের ১২৫ বছর এবং তাঁর সম্পাদিত শনিবারের চিঠির শতবর্ষ। এ বিষয়ে বলতে এলেন সজনীকান্ত দাসের দৌহিত্রী সাগর মিত্র। বহু তথ্য দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ড. শঙ্কর ঘোষ সাগর মিত্রকে নানান উপহারে বরণ করে নিয়েছিলেন। সভ্য সভ্যারা নানান রকম অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এদিনের অধিবেশনকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন। বক্তব্য রেখেছিলেন মীনাক্ষী সিনহা, পল্লব মিত্র, মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা পাঠে ছিলেন মমতা রায়, দিব্যেন্দু রায়, কৃষ্ণপদ দাস, সুস্মিতা দাস। শ্রুতি নাটকে কোহিনুর কুমার। সংগীত পরিবেশন করলেন শেলী ভট্টাচার্য্য, কল্যাণী সিনহা, পারমিতা রায়, কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, ঋজু রায়, অপর্ণা বিশ্বাস, দীপান্বিতা সেন। গীতিকার সজনীকান্ত দাসের দুটি ছবির গান (মেজদিদি ও দেবত্র) গেয়ে শোনালেন শঙ্কর ঘোষ। শুরুতে উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করলেন অতিথি শিল্পী অর্পিতা ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সুষ্ঠু সঞ্চালনা করলেন সংস্থার সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়।




# উত্তম স্মরণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সরকারি টানাপোড়েনের পরে নন্দন চত্বরে ২৪ জুলাই থেকে হতে চলেছে সাত দিনের উত্তম স্মরণ অনুষ্ঠান শিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে। ৭ দিনে ১৪ টি সিনেমা দেখানো হবে নন্দন ২ তে। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান হবে নন্দন ১–এ। এছাড়াও সন্ধ্যার অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্র সদনের পরিবর্তে এবছর হবে মহাজাতি সদনে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নন্দন–১ এ শিল্পী সংসদের সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে। উত্তমপ্রেমীদের একটু মন খারাপ কারণ ৩০ টির বদলে ১৪টি সিনেমা দেখতে পাবেন তারা।

# কবিতা

## উন্নত আঘাতে
### স্বস্তিকা ঘোষ



দিকে দিকে উড়ন্ত মেঘ
পড়ন্ত রোদে শুকিয়ে যায়।
নখের আঁচড়ে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল
নীললোহিতের স্পর্শ পেয়ে তা প্রশমিত
কিন্তু পাঁজরের অন্তঃস্থলে
যে আঘাত শোষিত হয়
তা সৃষ্টি সুধা পানে মত্ত।
পানকৌড়ির মত দৃষ্টি ভেজা হলেও
আত্মমর্যাদার আঁকিবুকি
রক্তিম সূর্য আভায় উজ্জ্বল।
(দৌলতাবাদ, থানা বিষ্ণুপুর, দঃ২৪ পরগণা)

## বৃষ্টি
### বিউটি পাল



বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
কখনও ঝিরঝিরে
মাটি ছোঁয়ার আগেই পাখির ডানায়
মিলিয়ে যাওয়া ফুরফুরে বৃষ্টি
কখনও কিশোরীর চকিত চাউনির মত
চমকে দেওয়া এক পশলা –
এক সময় জমাট কালো মেঘ
দখল নেয় আকাশের
বৃষ্টি সেদিন মুষলধারে – সর্বত্র
গাছের পাতায় টেলিফোনের তারে
চিলে কোঠায় মাটির বুকে।
আর যে দিন বুক পোড়ানো ভালবাসা
দখল নেয় হৃদয়ের
সেদিন থেকে বৃষ্টি আমার ভেতরে – সর্বত্র ॥
(নিউ আলিপুর, কলকাতা)

## জীবনের ক্যানভাসটায়
### সৌমিত্র কুণ্ডু



সাদা ক্যানভাসে শুরু হয় শিশুর জীবনযাত্রা
ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে নানান দক্ষতা অর্জন
তারপর যে যেমন করে পারে ঐ ফাঁকা ক্যানভাসটা
নানান রঙে রাঙিয়ে তোলে।
কেউ কেউ ঐ ক্যানভাসে লিখে চলে অদৃশ্য কথামালা
অন্তর্নিহিত অর্থ বোধগম্য না হলে
অর্থহীন ভেবে অনেকেই যায় এড়িয়ে
কেউ বা ফাঁকা ভেবে তাতে নানা রঙা তুলির আঁচড় কাটে,
আবার কেউ নিজের মত করে উদ্‌ঘাটন করে তার অর্থ।
শিল্পীরা যখন তাতে চেখ বুলায়
দেখতে পায় তার ঐ জীবনের ক্যানভাসটায়
অনেক দাগ লেগে আছে আর
নানা রূপে রসে গন্ধে গেছে ভরে,
আর তারই ভিতর হতে ভেসে আসছে ধূপ–ধূনোর গন্ধ
কখনো বা বারুদের শ্বাসরোধকারী গন্ধ॥
(রামজীবনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর)

## জগদ্দল
### সুব্রত সুন্দর জানা



ব–দ্বীপ জুড়ে বসত কত,
কর্মে বাঁচে মানুষজন –
অপরদিকে সুন্দরী ঝাউ
গরান–গেঁওয়ার সোঁদরবন
মধ্যিখানে বয়ে চলে
বুকে নিয়ে লবণ জল –
সাগর পানে ছুটে চলা
এলোকেশী জগদ্দল।
শীতের দিনে শান্ত থাকে
লহরী তোলে দখিন বায়,
বর্ষাকালে কূল ছাপিয়ে
সোনা জলে গ্রাম ভাসায়।
কখনো বাঁচায়, কখনো ভাসায়,
কখনো আবার ডোবায় ভেলা –
নানা রূপে নানা রঙে
আপন মনে করে খেলা।
তবুও তাকে সঙ্গে নিয়ে
মানুষ থাকে প্রতি পল,
সোঁদরবনের সুন্দরী সে
দুষ্টু নদী জগদ্দল।
(গণেশনগর, দঃ২৪ পরগণা)



## কার মায়ায় !
### সঞ্জয় কুমার নন্দী



আকাশ জুড়ে কালো মেঘ বাজ পড়ল যেন
ধরার বুকে অন্ধকার এমন হ’ল কেন
পাখির দল পাখা মেলে আজ উড়স কই
রাক্ষসীর এলো চুলের বহর দ্যাখো ওই
সূর্য দেখো হারিয়ে গেছে নিকষ কালো বানে
সোনার কিরণ ডুবছে জোয়ার ভাটার টানে।
মাছরাঙা আর সারস ডোবে অন্ধকূপে
মাছ না পেয়ে তারাও জাগছে নিঃশ্চুপে
সকাল থেকে কেন হল এমনতর ধারা
ভেবেই শুধু ভেবেই মরি কারসাজিতে কারা
সকাল দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল যেই
কার মায়ায় মেঘ সরে সূর্য ওঠে ওই!
(দক্ষিণ শুঁড়া, চকদীঘি, পূর্ব বর্ধমান)

## খবর
### তীর্থঙ্কর সুমিত



একটা দাঁড়ি
লেখার প্রথমেই
অনেক কথা বলা হয়ে গেছে
গাছ, পাহাড়, নদী, পর্বত
তুমি, আমি ইত্যাদি ইত্যাদি
মনে হয় ঝড় থামলেই বৃষ্টি হবে
নৌকা করে ভাসিয়ে দেবো
আমার পাতায় এখন বহমানতার খবর।
(মানকুণ্ডু, হুগলী)

## বাদল দিনে
### ভরত বৈদ্য



অঝোর শ্রাবণ ধারা গরজে বরষে
ছল ছল গগন উদাস হৃদয় হরষে
কাজলে সাজছে মেঘে আঁখি পল্লবে
মাটিতে পড়ছে ছন্দে বৃষ্টি কলরবে।
বইছে উতাল হাওয়া, গাছেরা শিহরিত
দেহ কাঁপে থরথর, অবিরাম অবিরত
তোমারই পরশে বীজ জাগে অঙ্কুরিত
তোমাকে আসতে দেখে সূর্য লুক্কায়িত॥
(মনোহরপুর, নলপুর, হাওড়া)

## ধ্বনিয়া তোল বাংলা ভাষা
### পার্থ সারথি সরকার




বাংলা ভাষার বুলবুলি ফোটেনা খোকার মুখে
ইংরাজী তার ঝরঝর ঝরে বাংলা সুদূর লোকে
খোকা একদিন অক্সফোর্ড হবে পিতামাতার আশা
ধ্বনিতে বাজে বিষাদ বাংলা খোকা ভুলছে মায়ের ভাষা
বাঙালীর মুখে বাংলা ভাষা নাই যদি পায় ঠাঁই
মাতৃভাষার ফুল ঝরে গেলে কী হবে তার ভাই!
ধ্বনিয়া তোলো বাংলা ভাষা, আরো ভাষায় ভাষায় বেঁধে
খোকার ঠোঁট ভিজে উঠুক মাতৃভাষার দুধে।
(হরিদেবপুর, কলকাতা)

## বাংলা সবার অন্তরে
### অসীম চক্রবর্তী

দুই বাংলা দুই দেশেতে মধ্যিখানে কাঁটার তার
হৃদয় বাঁধা এক তারেতে আটকে রাখে সাধ্য কার!
দু দেশেতেই রবীন্দ্রনাথ নজরুলেরই গানের সুর
ভালোবাসা স্নেহের পরশ বাংলা ভাষার টান মধুর।
দুই বাংলার উদাস বাউল এক ভাতেই শোনায় গান
মাটির সুরে মাতায় জগৎ মাঠের সুরে জুড়ায় প্রাণ।
রাম রহিমে ইস্কুলে যায় মন্ত্র ও নমাজ পড়ে
ভাত ডাল মাছ খায় সকলে, ফসল ফলায় মাছ ধরে।
দুই বাংলাই গল্প লেখে বাংলা হরফ বর্ণ তার
বিশ্বজগৎ ভালোবেসে নেয় মননে মর্ম তার।
রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশি আম কাঁঠালের প্রান্তরে
বাংলা ভেঙে দু–ভাগ হলেও বাংলা সবার অন্তরে॥
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৪১)

## রঙের বাহার
### অশোকানন্দ



কোকিলের কালো রং লেগেছিল ভালো
অন্ধকারে ছিল যে দিন জোনাকীর আলো।
সাদা রঙের স্নিগ্ধতা সেদিন মন কেড়ে নিল
শরতের কাশফুল যেদিন মাঠ জুড়ে ছিল।
নীল রঙ ছিল ভীষণ প্রিয় সেদিন আমার কাছে
অপরাজিতারা ফুটেছিল যেদিন আমার গাছে
লাল পলাশে মুগ্ধ যে হই সর্বদাই আমি
ঘোমটা টেনে নতুন বউ যখন সিঁদুর রাঙে
হলুদ রঙে সূর্যমুখী কি বাহারি সাজে
বসন্ত যেন দোলা দেয় হৃদয়ের মাঝে
সবুজে মোড়া গ্রামটি সবার বড় প্রিয়
মাঠ–ভরা সোনালী ধানের রূপ আরো রমনীয়॥
(হালতু, কলকাতা)

## থাকো আমার পাশে
### স্বপন কুমার মান্না



পরশু যাবো মামার বাড়ি, মিললে পরে ছুটি
ভালো লাগে মামীর হাতের মিষ্টি তালের রুটি
শ্রাবণ মাসে পুকুর পাড়ে পড়বে পাকা তাল,
তালের গন্ধে আসবে ছুটে কালো গোরুর পাল।
পুকুর ভরা চিংড়ি পুঁটি তালের খবর পেলে
সকাল সন্ধ্যে জলের ওপর বেড়ায় নেচে খেলে।
বইতে পারে আমার বন্ধু মাথায় তালের ঝাঁকা,
তালের বড়া চিবাই মুখে পাঁচ মিনিটেই ফাঁকা ।
যতোই বলো হ্যাংলা আমায় ভরসা একটি রাখে
চাইলে খেতে আমার পাশে আজ বিকেলে থাকো।
(উমেদপুর, চাউলখোলা, দঃ২৪ পরগণা)

## তোমার কাছে
### আব্দুল হান্নান



তোমার কাছে রেখেছিলাম মন
যত্ন করে রাখবে তুমি ভেবে
বিশ্বাসে বুক অঢেল ছিল ডোবা
অনেক না হয় একটুখানি তবে।
দিনে দিনে ঝাপসা হয়েছে বেশ
আড়াল থেকে সেসব কথা ভাসে
শুকনো মায়ায় ভরিয়েছিল মন
চুঁয়ে চুঁয়ে গোপন পথে আসে।
এখন শুধুই ঠেকা কথা বলে
অতীতটা যে গেছে কবে ভুলে
হাসির ফাঁকে খুশীর তুফান ওঠে
বাসার আশে–ই ভাসে নতুন কূলে॥
(রামশরণপুর, সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)



## বোবা
### ভীম ঘোষ



সামনে বলি হচ্ছো মিথ্যে ছলনায়
সচল রাখছো কুচক্রী অক্ষর,
শব্দ রাশি অবুঝ খেলায়।
বামে অসংখ্য মৃত্যু ছবি,
ঘামতে থাকি নীরবে
বোবা হয়ে মুছে যাচ্ছি একটি ছায়া
বিপরীতে তাকিয়ে দেখি
এ পৃথিবী অভিনন্দন জানায়
ভোরের আকাশে॥
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

## ভুতুড়ে কাণ্ডে
### বিধু বদন মণ্ডল

বিদঘুটে সব ভূতগুলো আঁচড় মারে মনের কোণে
দিনের বেলা হয়ত থাকে সুদূর প্রান্তে গহীন বনে
রাতের বেলা বেরিয়ে পড়ে চেনা গাঁয়ের অন্ধকারে
চুপটি মেরে ঘাপটি মেরে থাকে ওরা ঝোপের ধারে।
সুযোগ বুঝে একা পেলে ধরেই ফেলে চেপেচুপে
অমনি তখন পাল্টে হাল থাকতে চাইছে ছুপে ছুপে
ভূতের ছোঁয়া পেলে মানুষ ভাব মূর্তি অন্য চলে
কেমন যে মনটা তার যেমন খুশী তেমন বলে।
মনের কোণে ঢুকলে ভূত উল্টোপাল্টা শুধুই বকে
কেমন যেন বিদঘুটে সব সামলাতে হয় তখন ওকে
যায় না বোঝা বিপদ তার, কোন্ ডাক্তার ডাকতে হবে
কোথায় নিয়ে যেতে হবে, রোগটাই বা সারবে কবে!
হয়ত ডাকলে ভাল হবে ভূতের একটা বড় ওঝা
তাদেরও ভারি অভাব রে ভাই, ওঝা ডাকাই বোঝা
এত কিছু করার পরে হয়ত সুস্থ হতে পারে
ফের তাকে ধরতে পারে হয়ত পুকুর ধারে
রাশটা যদি হালকা থাকে কপাল থাকে খারাপ
যখন তখন যা কিছু হতেই পারে মনের ম্যারাপ।
(যদুরহাটি, ২৪ পরগণা–উত্তর ৭৪৩ ২৯৩)

## মানুষ
### সন্তোষ কুমার সরকার



টাকায় মানুষ হয় না বিচার
বিচার হয় বিবেকে
যার কিছু নেই, সেও মানুষ
যদি সৎভাবে রয় অন্তরে।
(যাদবপুর, কলকাতা)

## অণু গল্প

### বিয়ে জট
### অরবিন্দ দাস



নববধূ হৈমন্তী তার স্বামী হিরণ কে বলল, হ্যাঁ গো, এটা না কি তোমার দ্বিতীয়বার বিয়ে! ঠকালে কেন আমাকে ? আগেরটায় ডিভোর্স দিয়েছিলে?

হিরণ – ঠকাইনি। ডিভোর্সের প্রশ্ন আসছে কেন। তোমারও তো এটা নিয়ে দু–বার বিয়ে, তার বেলা!

হৈমন্তী – আমি তোমার মত দুঃশ্চরিত্র ঠগ নই। বলেই ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল।

হিরণ– এডুকেটেড লেডি হয়েও এটা বুঝলে না ডার্লিং!

হৈমন্তী–থাক্ .. আর সোহাগ দেখিয়ে আদিখ্যেতা করতে হবে না, আমি চলে যাবো ...

হিরণ–তোমার সরলতার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী বন্ধুরা মস্করা করে তোমায় ক্ষেপিয়ে মজা করতে চাইছে, বুঝছো না! আমার দু–বার বিয়ে, তোমারও তো তাই – বি.এ মানে ব্যাচেলর অফ আর্টস ও তার সার্টিফিকেট হয় আর বিয়ে মানে চির জীবনের সঙ্গীর স্বীকৃতি বা সার্টিফিকেট। প্রথমটি বই নির্ভর আর দ্বিতীয়টি বউ নির্ভর। ভিন্নার্থে সমোচ্চারিত শব্দ।

হৈমন্তী–ও তাই তো!, আগে বুঝে নেওয়া উচিৎ ছিল, যাক্ বাবা বাঁচা গেল!

(রাজারামপুর, শীতলাতলা , দঃ ২৪ পরগণা– ৭৪৩ ৫১৩)

**(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২–১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি ডাকে পাঠাবেন, এই ঠিকানায়:– সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক/মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ /৯৯০৩৮৩৫৬১১)**

## আতশ কাচে

### প্রয়াত ফৌজা

বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক ম্যারাথন দৌড়বিদ ফৌজা সিং এর জীবনাবসান হয়েছে। পাঞ্জাবের জলন্ধরে এক সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে মারা যান তিনি। ২০১১ সালে টরন্টোতে এক প্রতিযোগিতায় ৯৫ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য ১০০ মিটার থেকে ৫,০০০ মিটার পর্যন্ত ৮টি বিশ্ব রেকর্ড গড়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়াও, তিনি ৮ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের সময় নিয়ে টরন্টো ওয়াটারফ্রন্ট ম্যারাথন সম্পন্ন করেন।

### মাত্র ২৭

অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ৩-০ তে জিতে নিয়েছে। জামাইকার সাবাইনা পার্কে তৃতীয় ক্রিকেট টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ১৭৬ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে দিয়েছে। ম্যাচ জয়ের জন্য ২০৪ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ মাত্র ২৭ রানে অলআউট হয়ে যায়। যা টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর। মিচেল স্টার্ক ৬ উইকেট নেন, স্কট বোল্যান্ড হ্যাট্রিক করেন। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো দলের ৭জন ব্যাটার শূণ্য রানে আউট হয়েছেন। মিচেল স্টার্ক ম্যাচের ও সিরিজের সেরা হয়েছেন।

### অবশেষে

১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট। ২০২৮ এ লস এঞ্জেলসে ৫টি নতুন ইভেন্টের অন্যতম হবে ক্রিকেট। অলিম্পিক শুরু হবে ১২ জুলাই। চলবে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে ৬টি দল অংশ নেবে। খেলাগুলি হবে টি২০ ফরম্যাটে। ১৭ দিন ধরে চলবে ক্রিকেট। এর আগে ১৯০০ সালে একবারই অলিম্পিকে ক্রিকেট হয়েছিল। সেবার ফ্রান্সকে হারিয়ে সোনা জিতেছিল ইংল্যান্ড।

### লর্ডসে হার

লর্ডসে তৃতীয় ক্রিকেট টেস্টে ইংল্যান্ড ভারতকে ২২ রানে হারিয়ে ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ অ্যান্ডারসন – তেন্ডুলকর ট্রফিতে ২-১ এ এগিয়ে গিয়েছে। ম্যাচ জয়ের জন্য ১৯৩ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে পঞ্চম তথা শেষদিনে চা পানের বিরতির পর ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ১৭০ রানে শেষ হয়ে যায়। রবীন্দ্র জাদেজা ৬১ রানে অপরাজিত থাকেন। ম্যাচের সংক্ষিপ্ত স্কোর ইংল্যান্ড ৩৮৭ ও ১৯২। ভারত ৩৮৭ ও ১৭০। সিরিজের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আগামী ২৩ জুলাই শুরু হবে।

### সিনারই সেরা

বিশ্বের ১ নম্বর ইতালির জ্যানিক সিনার উইম্বলডন টেনিসে পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয় করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। উইম্বলডনের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে তিনি প্রথম ইতালীয় খেলোয়াড় যিনি এই খেতাব জয়ের গৌরব অর্জন করেছেন। অল ইংল্যান্ড ক্লাবে, ফাইনালে তিনি গতবারের বিজয়ী স্পেনের কার্লোস আলকারাজকে ৪-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে পরাজিত করেন।

### নতুন রানি

পোল্যান্ডের ইগা সুইয়াতেক মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রথম বারের জন্য উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ইগা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমান্ডা আনিসিমোভাকে ২ সেটে ৬-০,৬-০ তে পরাজিত করেছেন। উইম্বলডনের ইতিহাসে দীর্ঘ ১১৪ বছরের পর এই ব্যবধানে কেউ ফাইনাল ম্যাচ জিতেছেন। প্রথম পোলিশ খেলোয়াড় হিসেবে উইম্বলডন জেতার নজির গড়েছে ইগা।

### নতুন গ্র্যান্ডমাস্টার

দাবায় ৮৭ তম ভারতীয় হিসেবে গ্র্যান্ড মাস্টার হলেন ২৪ বছর বয়সী এ রা হরিকৃষ্ণন। ফ্রান্সের লা প্লান আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় তিনি তৃতীয় ও চূড়ান্ত বারের জন্য গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম খেতাব জয় করেন। চেন্নাইয়ের দাবাড়ু ২০২৩ সালের জুলাই মাসে সুইজারল্যান্ডের বিয়েল আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম জেতেন। গতমাসে স্পেনে আন্দুজার ওপেনে দ্বিতীয় নর্মে জয়লাভ করেন তিনি।

# আর কত পিছবে ফুটবল

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতীয় ফুটবল! সদ্য প্রকাশিত ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফলাফল ভারতের। ৬ ধাপ নেমে এসেছে ১৩৩ নম্বরে। ২০১৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ভারতের র‍্যাঙ্কিং ছিল ১৩৫। ইগর স্টিমাচ ২০১৯ সালে ভারতের কোচের পদে আসার পরেই ভারতের র‍্যাঙ্কিং ক্রমশ কমে যায়। এরপর গত বছর স্টিমাচকে কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় আর ম্যানুয়াল মার্কেজ কোচ হয়। যদিও কিছুদিন আগেই ১ বছরের মধ্যে মার্কেজ কোচের পদ থেকে সরে গেলেন। আন্টেনিও লোপেজ হাবাস, সঞ্জয় সেন, খালিদ জামিলরা ভারতের কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

মার্কেজের কোচিংয়ে ভারত থাইল্যান্ডের কাছে ০-২ গোলে আর পরে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার রাউন্ডে হংকংয়ের কাছে ০-১ ব্যবধানে হেরেছে শুধু তাই নয় শেষ ৮ ম্যাচে মাত্র ১টি জয় পেয়েছে দল, তাও মালদ্বীপের বিরুদ্ধে মার্চ মাসে। ২০২৫ সালে ভারত এখনও পর্যন্ত ৪টি ম্যাচ খেলেছে—হার ২, জয় ১, ড্র ১। তাও সুনীল ছেত্রীকে অবসর থেকে ফিরিয়ে আনার পরে এই ফলাফল। ফেডারেশন কর্তাদের বিরুদ্ধেও আদালতের মামলা সবমিলিয়ে দিশাহীন ভারতীয় ফুটবল। ভারতের পরবর্তী ম্যাচ অক্টোবরে, যেখানে তারা সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে তৃতীয় রাউন্ডের এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার খেলবে।

# আইএসএল স্থগিত! চিঠি দিয়ে জানাল এফএসডিএল

সুমনা মণ্ডল

## ক্লাব ফুটবলে বড় ধাক্কা



Dear Club, 11th July 2025

Subject: Update on 2025–26 ISL Season

We hope this communication finds you well.

We write to provide an update on the status of the upcoming 2025–26 ISL season.

As you are aware, the Master Rights Agreement (MRA) between FSDL and AIFF is scheduled to expire on 8th December 2025 - approximately one-third of the way through a typical ISL season, which runs from September to April.

While discussions between FSDL and AIFF on the potential renewal of the MRA were initiated several months ago, they remain inconclusive at this time. In the absence of a confirmed contractual framework beyond December, we find ourselves unable to effectively plan, organise, or commercialise the 2025–26 ISL season.

Given this situation, we regret to inform you that we are currently not in a position to proceed with the 2025–26 ISL season and are placing it on hold until further clarity emerges on the contractual structure beyond end of current MRA term. We assure you that this decision has not been taken lightly.

In this backdrop, we believe it is important for Clubs to be informed of the evolving situation. This communication is being issued by FSDL on a bona-fide basis and in the interest of transparency, to enable all Clubs to plan appropriately for any potential contingencies. Please be assured that FSDL is monitoring developments closely and will continue to keep Clubs informed in a timely and transparent manner.

We appreciate your understanding and continued support as we navigate this period of uncertainty.

Warm regards,
For and on behalf of
Football Sports Development Limited
VSGupta
Authorised Signatory

ভারতীয় ক্লাব ফুটবল অন্ধকারে ডুবতে বসেছে। দেশের সেরা লিগ আপাতত স্থগিত! কী হবে ভবিষ্যৎ? যেটার আশঙ্কা ছিল, সেটাই হল শেষপর্যন্ত। আইএসএলের আয়োজক সংস্থা ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (এফএসডিএল) চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল, এই মরশুমে আইএসএল আপাতত মুলতুবি করা হচ্ছে। চিঠি দিয়ে একথা ফেডারেশন এবং ক্লাবগুলিকে জানিয়ে দিয়েছে এফএসডিএল। গত কয়েক বছরে ভারতীয় ফুটবলের সেরা টুর্নামেন্ট হয়ে উঠেছে আইএসএল। এই টুর্নামেন্টে খেলার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে টিম তৈরি করে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবগুলিই। এক চিঠিতে সব থমকে গেল। এফএসডিএল চিঠিতে উল্লেখ করেছে, সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার সঙ্গে মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ) হয়েছিল, সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৮ ডিসেম্বর। ফলে সেপ্টেম্বরে আইএসএল শুরু হলেও এক-তৃতীয়াংশ সময়ের মধ্যে চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। নতুন চুক্তি নিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরে আলোচনা চলছে। কিন্তু সমাধান মেলেনি।

এখন ডিসেম্বরের পর যেহেতু আর চুক্তি থাকছে না। তাই ২০২৫-২৫ আইএসএলের পরিকল্পনা, আয়োজক বা বাণিজ্যিকীকরণ করতে এফএসডিএল অপারগ। সাধারণত সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চলে আইএসএল। কিন্তু এবার ফেডারেশনের ফুটবল ক্যালেন্ডারে লিগের কোনও উল্লেখ ছিল না। এরপরই জানা গিয়েছিল, বেশ কয়েকদিন ধরেই সমাধান সূত্র বের করার চেষ্টা চলছিল। একাধিকবার এফএসডিএলের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ফেডারেশনের কর্তারা। কিন্তু কোনও সুরাহা মেলেনি। মাঝে শোনা গিয়েছিল, ১ বছরের জন্য চুক্তি বাড়ানো হতে পারে। সেক্ষেত্রে এইবছর হবে আইএসএল। কিন্তু তা যে বাস্তবায়িত হয়নি এই চিঠিতেই স্পষ্ট। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে এফএসডিএলের সঙ্গে ১৫ বছরের চুক্তি হয় এআইএফএফের। ফেডারেশনকে বছরে ৫০ কোটি দেয় আয়োজক সংস্থা। ২ সংস্থার মধ্যে মাস্টার্স রাইট এগ্রিমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত আইএসএল শুরু করা যাবে না। শেষপর্যন্ত আইএসএল না হলে ক্লাব-ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির ভবিষ্যৎ অন্ধকারেই ঢাকবে। ভারতীয় ফুটবল তো অন্ধকারেই রয়েছে।

# পার্থক্যটা কোথায় বুঝতে পারছেন : আইএফএ সচিব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** কেন মাঠ বাজে? কেন বৃষ্টি হলেই ভেস্তে যাবে ফুটবল? কেন ঝাঁ চকচকে, পেশাদার পরিকাঠামো হবে না? কলকাতা লিগ শুরু হতেই একঝাঁক সমালোচনার ফাইল যেন খোলা হয়ে গিয়েছে। এরমধ্যেই ঘৃতাহুতি পড়েছিল রেলওয়ের খেলোয়াড় তারক হেমব্রমের পায়ে চোট লাগতে তা হাতের কাছে পাওয়া ছাতা দিয়ে ব্যান্ডেজ করে হাসপাতালে পাঠাতে। আইএফএ'কেই কাঠগড়ায় তোলা হয়। সচিব অনির্বাণ দত্ত অবশ্য বিস্মিত আইএসএল-আইলিগের সঙ্গে কলকাতা লিগকেও সমমানের ভেবে তুলনা করায়। এক অনুষ্ঠানে এই নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। তিনি বলেন, সমালোচকরা সমালোচনা করবেই। আজ আইএসএলের পরিকাঠামোর সঙ্গে তুলনা চলছে কলকাতা লিগের। কিন্তু আইএসএলে খেলতে দলগুলোকে দিতে হয় ৬ কোটি টাকা আইলিগেও খেলতে ৭ লাখ টাকার পাশাপাশি দিতে



হয় সম্প্রচারের জন্য ১০ লাখ টাকা। এমনকি আই লিগ টু-তে খেলতেও দিতে হয় ২ লাখ টাকা। সে জায়গায় কলকাতা লিগ খেলতে ক্লাবদলগুলো দেয় ১ হাজার টাকা! পার্থক্যটা কোথায় বুঝতে পারছেন? সেইসঙ্গে আইএসএল, আইলিগে মেডিক্যাল ফেসিলিটি, অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষকে নয় ক্লাবগুলোকে করতে হয়। যাদের হোম ম্যাচ তাদের ব্যবস্থা করতে হয়। কোনও কর্তৃপক্ষ দায় নেয় না। তবু আইএফএ নিজের উদ্যোগে ফুটবলারদের মেডিক্লেম করিয়ে দিয়েছে। আর দিয়েছে বলেই, তারক হেমব্রমের মতো ফুটবলার চোট পেলেও, শহরের সেরা হাসপাতালে চিকিৎসা পেয়েছে দ্রুত। এগুলোও কোনও ক্লাব দল করে না। করে আইএফএ'ই। অনির্বাণ দত্ত আরও বলেছেন, এই যে সন্তোষ ট্রফি খেলতে বিভিন্ন রাজ্যে বাংলার ফুটবলাররা যায়, আইএফএ প্লেয়ারদের ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থা করে। মেডিক্যাল সাপোর্ট যা লাগে আইএফএ ব্যবস্থা করে। উল্লেখ্য, তারক হেমব্রমের চোট তেমন গুরুতর নয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। একদিন পরই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন তারক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনই আপাতত মাঠে নামতে পারবেন না তিনি। প্রায় দেড় মাস তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে। গত সোমবার মোহনবাগান বনাম রেলওয়ে এফসি ম্যাচের ৩৫ মিনিটের মাথায় মারাত্মক চোট পান তারক। মার্শাল কিস্কুর সঙ্গে সংঘর্ষে বাঁ-পায়ে গুরুতর আঘাত পান তারক। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন মাঠে শুয়ে। তাঁকে শুশ্রূষা করেন মোহনাবাগানের চিকিৎসক। এরপর দেখা যায়, তাঁর পায়ে ব্যান্ডেজ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দুটো ছাতার সাপোর্ট দিয়ে। এরপর তাঁকে অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ছাতা-কাণ্ডের জেরে কলকাতা লিগের চরম অব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ দেখা যায় সর্বত্র। এ'ব্যাপারে অনির্বাণ দত্ত বলেন, 'ক্লাবগুলোরও একটা দায়িত্ব থাকে। ক্লাবগুলোকে বার বার বলা হয়েছে লাইসেন্সড ফিজিও রাখতে হবে ক্লাবগুলিকে। আজকে মাঠে কারও পা যদি ভেঙে যায় নিয়ম হল দুটো লাঠি দিয়ে, রডের টুকরো দিয়ে পা সাপোর্ট দেওয়া, যাতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে পায়ের হাড় না সরে যায়। সেদিন মাঠে যারা ছিলেন তাঁরা বাঁশ-রড নয়, দুটো ছাতা দিয়ে এই কাজটাই করেছেন। আপনি বলতে পারেন, ওটা দেখতে এত ভাল লাগে না। কিন্তু আমি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁরা বলেছেন একদম ঠিক করেছে'।

# ডুরান্ডে কি জুনিয়র মোহনবাগান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** বিদেশীহীন ডুরান্ড কাপ করতে ডুরান্ড কমিটিকে চিঠি দিল মোহনবাগান ক্লাব। সুনীল ছেত্রীর পরে ভালো স্ট্রাইকার ভারতীয় ফুটবলে আসেনি। সেই কারণেই এই চিঠি। যদিও তাঁদের অনুরোধ রাখা হবে না বলে খবর। এমনিতেই ৬টি আইএসএল দল নাম তুলে নেওয়ায় ডুরান্ড কাপ জনপ্রিয় করা কঠিন তারপর এই অনুরোধ। একইসঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে একই গ্রুপে থাকতে চায়নি মোহনবাগান। সেমিফাইনালের আগে ডার্বিতে মুখোমুখি হতে চায়নি। প্র্যাকটিসের জন্য যুবভারতীর মাঠ চাওয়া হয় তাঁদের তরফ থেকে সেই শর্তগুলো মেনে নিয়েছে ডুরান্ড কমিটি। ফলে ডুরান্ড কাপ খেলবে মোহনবাগান। ডুরান্ড কমিটি না শুনলেও জুনিয়র দলই খেলাবে টিম বাগান। বিদেশী হীন কলকাতা লিগে এমনিতেই জুনিয়র দল খেলাচ্ছে মোহনবাগান। গত বছর ডুরান্ড কাপে রানার্স তার আগেরবার চ্যাম্পিয়ন হয় মোহনবাগান ক্লাব।

৩১ জুলাই মহামেডানের বিরুদ্ধে মিনি ডার্বি দিয়ে ডুরান্ড যাত্রা শুরু মোহনবাগানের। মহামেডান ছাড়াও ডায়মন্ড হারবার এফসি, বর্ডার সিকউরিটি ফোর্স মোহনবাগানের সঙ্গে বি গ্রুপে আছে।

# দলবদল

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সম্প্রতি বিপিন সিং ও এডমুন্ড লালরিনডিকার আগমনের কথা ঘোষণা করেছে লাল-হলুদ। এবার এফসি গোয়ার সাইড ব্যাক জয় গুপ্তকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল। জানা যাচ্ছে যে, প্রায় দেড় কোটি টাকার বিনিময়ে লাল-হলুদ শিবিরে আসছেন জয়। অন্যদিকে জানা যাচ্ছে, আর্জেন্টিনার ২৬ বছর বয়সি ডিফেন্ডার কেভিন সিবিয়েও ইস্টবেঙ্গলে নিশ্চিত।

# মেয়েকে বিদেশে পাঠানোর সুযোগ থাকলেও সাধ্য নেই

## প্রতিভার খোঁজে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** সাধ থাকলেও সাধ্য নেই পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের সরডাঙ্গা গ্রামের সুমন্ত দাসের। তার বড় মেয়ে ধিৎপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী পিয়ালী দাস। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক স্তরের যোগা প্রতিযোগিতা সেখানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে পিয়ালী। পিয়ালী দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যোগাভ্যাস করে আসছে এবং এর আগে বিভিন্ন জেলা ও রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। তবে আন্তর্জাতিক স্তরের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য খরচ বহন করা তার পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। কারণ পিয়ালীর বাবা একজন দিনমজুর। পরিবারে আর্থিক অনটন থাকায় যোগা প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশন এবং বিদেশযাত্রার ব্যয় বহনে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এই প্রতিভাবান ছাত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছে পিয়ালীর বাবা। সরডাঙ্গা গ্রামের ইন্দিরা আবাস যোজনায় পাওয়া এক চিলতে ঘরে বসে সুমন্ত বলছিলেন, ঘটি গরম বিক্রি করে সারাদিনে মেরে কেটে বড়জোর দেড় থেকে দুশো টাকা রোজগার হয়। পিয়ালির মা বিউটি দাস মাঠে দিনমজুরের কাজ



করে। তা দিয়ে কোনরকমে ৪ জনের সংসার চলে। কিন্তু এই বর্ষার কারণে রোজগার প্রায় বন্ধ বললেই চলে। পিয়ালী যখন ৫ বছর বয়স সেই সময় থেকে সে পারুলিয়ায় পিয়ালী সেন এর কাছে ট্রেডিশনাল যোগা প্র্যাকটিস শুরু করে। গত ২০২৪ সালে ভাইজ্যাকে অনুষ্ঠিত ট্রেডিশনাল ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন কম্পিটিশনে ৫-৭ বছর গ্রুপে প্রথম স্থান অর্জন করে। ৭জুন দার্জিলিংয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল কম্পিটিশনে ট্র্যাডিশনাল যোগা প্রতিযোগিতায় সে প্রথম হয়। এছাড়াও কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যোগা প্রতিযোগিতায় সে প্রথম স্থান অর্জন করে। প্রতিভা থাকলেও মেয়েকে মালয়েশিয়া পাঠানোর ক্ষমতা নেই। ঘটি গরম বিক্রি করে যে সত্যি স্বপ্ন দেখা যায় না!

# স্কুলে স্কুলে দাবা চর্চার উদ্যোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** মোবাইলের নেশা কমাতে স্কুলে স্কুলে দাবা চর্চা বাড়াতে বদ্ধপরিকর দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা দাবা সংস্থার সম্পাদক তাপস সরকার। তার জন্য শিক্ষকদের শেখানো হল দাবা, যাতে তাঁরা স্কুলের অবসর সময়ে বা ইন্ডোর গেমে দাবা শেখাতে পারেন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে। দাবার প্রাথমিক পাঠ শেখাতেই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা দাবা সংস্থা এবং স্কুল ইন্সপেক্টর, জয়নগর সার্কেলের কৃষ্ণেন্দু ঘোষের উদ্যোগে জয়নগর সার্কেলের শিক্ষকদের নিয়ে হয়ে গেল দাবার একদিনের কর্মশালা। এই কর্মশালায় ৫০ টি স্কুলের ৫০ জনেরও বেশি শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন দাবা খেলা শেখার জন্য এবং নিজেরা দাবা খেলা শিখে স্কুলে অবসরকালীন সময়ে বা টিফিনের ফাঁকে শিক্ষকরা দাবা খেলা শেখাবেন




ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল প্রতি আসক্তি কমাতে। শাকিল আহমেদ এবং দুই সিনিয়র ন্যাশনাল আরবিটার অচিন্ত মাঝি ও তাপস সরকার শিক্ষকদের দাবা খেলা শেখান সহজভাবে। এই বিশেষ উদ্যোগের উদ্বোধন করেন বিডিও মনোজিত বসু। এছাড়াও ছিলেন জয়েন্ট বিডিও কৌশিক সাহা, জয়নগরের এসআই কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, এস.আই. জয়নগর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা দাবা সংস্থার সম্পাদক তাপস সরকার।

# 'দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি'র ২০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** একটু একটু করে ২০ বছরে পদার্পণ করলো দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি। পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রতিষ্ঠিত ফুটবল কোচিং সেন্টারগুলির মধ্যে দাঁইহাট এস আর ফুটবল আকাদেমি অন্যতম। ক্রীড়ামোদী শহরবাসীর বড়ো আদরের এই ফুটবল আকাদেমির ২০ তম বর্ষপূর্তির প্রতিষ্ঠাকালকে সামনে রেখে ১২ জুলাই সন্ধ্যায় দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে ফুটবলার সহ কর্মকর্তা মিলে দেড় শতাধিক জনের উপস্থিতিতিতে দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমির প্রবাদপ্রতিম প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানকে স্মরণ করে রীতিমতো কেক কেটে পঙক্তি ভোজন সহ এদিনটি উদযাপন করা হয়েছিল। এখানকার একাধিক ফুটবলার কলকাতার নামী কিছু ক্লাবে দাপিয়ে খেলেছে। বর্তমানে আরও কিছু তরুণ ফুটবলার নিজেকে যথাযথভাবে গড়ে তুলে ভবিষ্যতে



চ্যালেঞ্জ গ্রহণের অপেক্ষায়। ফুটবল পাগল বলতে যেমনটা বোঝায় ঠিক তেমনটাই ছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই ঐকান্তিক উদ্যোগে দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কল্যাণবাবুর রোপণ করা সেই চারাগাছটি আজ কার্যত মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তাঁর নিরন্তর পরিশ্রম ও উৎসাহে এলাকার অসংখ্য প্রতিভাবান তরুণ ফুটবলার নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পায়। কালের নিয়মে কল্যাণবাবু বার্ধক্যের হাজারো প্রতিবন্ধকতার কাছে হেরে গিয়ে চিরদিনের জন্য না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন ঠিকই; কিন্তু তাঁরই দেখানো পথ ধরে তরুণ ফুটবলরা ময়দানে নেমে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতে রীতিমতো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমির সম্পাদক লাল্টু রায় জানান, সকলের ঐকান্তিক শুভেচ্ছা আর ভালোবাসায় আমাদের প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন বাধা টপকে সামনের দিকে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছে।

## কলঙ্কিত হচ্ছে ময়দান

# সিএবিতে চলছে শুধুই ভোটঅঙ্ক

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ময়দান কলঙ্কিত হয়ে পড়ছে দিনকে দিন বিশেষ করে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল অর্থাৎ সিএবি। তার সঙ্গে যুক্ত শতাব্দী প্রাচীন উয়াড়ী ক্লাব ও টাউন চাপকে কেন্দ্র করে যে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ সংবাদ মাধ্যমের কাছে এসেছে তা অত্যন্ত গুরুতর একই সঙ্গে চাঞ্চল্যকর ও বটে। বিশেষ করে শতাব্দী প্রাচীন টাউন সিএবি টুর্নামেন্টে খেলিয়ে দেওয়া হবে এমন প্রলোভন। এই ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে খেলোয়াড়দের থেকে। এমনকি দেবু দাসের বিরুদ্ধে সিএবি সভাপতির কাছে চিঠি দিয়েছে আদিত্য গ্রুপ অফ স্পোর্টর্স। টাউন ক্লাবের তরফে দু পাতা চিঠিতে সিএবির সভাপতি ওস্মুডসম্যানকে উদ্দেশ্য করে একাধিক বিষয়ে তুলে আনা হয়েছে




ক্লাব যে ক্লাবে এক সময় খেলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, যে ক্লাবের প্রাণপুরুষ ছিলেন সারদা রঞ্জন রায়ের মতো ব্যক্তি, সেই ক্লাবের ভূতপূর্ব সচিব ও বর্তমান সভাপতি একে অপরের প্রতি অভিযোগে বিদ্ধ। কিছুদিন আগেই সিএবি সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে চিঠিতে, টাউন ক্লাব তাদের বর্তমান সভাপতি বিশাখ ঘোষ ওরফে মোহর চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেন, সিএবির যুগ্মসচিব দেবব্রত দাস ওরফে দেবু দাসের বিরুদ্ধে। কখনো টাকা নিয়ে বাংলার হয়ে খেলিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, কখনো বা ক্লাবের হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে। এই বিশাখ ঘোষের আবার থানার এফআইআরে নাম। সবমিলিয়ে ভোটের আগে দুর্নীতির অভিযোগে এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায়। এদিকে সিএবি ভোটের আগে কার্যত দুইদিকে ভাগ হয়েছে। প্রবীর চক্রবর্তী একটা গোষ্ঠীর আর দেবব্রত দাস আর একটা গোষ্ঠীর। দুই গোষ্ঠীর তাঁদের দুজন ভোট কাণ্ডারিকে আড়াল করতে তৎপর। এ রাজ্যে যেমন শিক্ষা দুর্নীতির মত ঘটনা যেমন কেউ দেখেনি তেমনই এই কলঙ্কর ময়দানও দেখেনি। এই ময়দানই কি জগমোহন ডালমিয়া, বিশ্বনাথ দত্তরা চেয়েছিলেন!

# বারাসাতে এবার ঘাসের মাঠ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** নতুন রূপে সেজে উঠছে বারাসাত স্টেডিয়াম। আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে বারাসাত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনের বড় ফুটবল ম্যাচ হবে বলে ঘোষণা করলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। আগের ঘোষণা মত মাঠ পরিদর্শনে আনানো বারমুডা ঘাস বসানো হচ্ছে গোটা বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গন জুড়ে। মাসখানেক আগে বসানো হয়েছে সেই ঘাস। মাঠের থেকে একাংশ ঘাস তুলে নিয়ে তা ঘনত্ব এবং সঠিকভাবে পরিচর্যা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের ক্রীড়া



আসেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকেরা। প্রশাসনিক ও মাঠের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকও করেন তাঁরা। আগে এই মাঠে অ্যাসট্রোটার্ফ ছিল। বর্তমানে ফিফা কৃত্রিম ঘাসের মাঠ ব্যান করে দিয়েছে। তাই বারাসত স্টেডিয়ামে ঘাসের মাঠ তৈরির কাজ চলছে। এছাড়াও স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো উন্নয়নের অন্যান্য কাজও চলছে। দিল্লির নয়ডা থেকে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি জানান, 'মাঠ ৯০ শতাংশ প্রস্তুত। বাকি ১০ শতাংশ কাজ খুব শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে। আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে ফুটবল এই মাঠে শুরু হবে। আমরা সবাই মিলে চাইছি এই মাঠ রাজ্যের অন্যতম ফুটবল মাঠ হিসেবে তৈরি হবে। সেই লক্ষ্যেই কাজ চলছে। সেই সঙ্গে স্টেডিয়ামের সার্বিক উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়নের কাজও করা হবে। আশা করছি আগস্ট মাসের মধ্যে সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়ে হবে। সম্ভবত, সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সব রকমের খেলা শুরু করা যাবে।'

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com